শতনরী

কবির অন্যান্য কাব্য-গ্রন্থ

প্রসাদী

ঝরাফুল

শান্তিজল

ধান-দূর্ব্বা

শতনরী

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা
বাগচী এণ্ড সন্স্, ২০৩।২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্

প্রকাশক,
শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী,
বাগচী এণ্ড সন্স,

প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ, ১৩৩৭

সাধারণ-সংস্করণ—আড়াই টাকা
রাজ-সংস্করণ — তিন টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীপরীক্ষিৎচরণ গুপ্ত,
'কমলা' প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
৩নং কাশীমিত্র ঘাট ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা

নিবেদন

কবি করুণানিধানের কাব্যগ্রন্থাবলীর চয়নিকা প্রকাশিত হইল।

কবির প্রথম বয়সের রচনা 'প্রসাদী' ও 'ঝরাফুল'—এই দুইখানি কাব্যগ্রন্থের সংস্করণ শেষ হইয়াছে। 'শান্তিজল' ও 'ধানদূর্ব্বা'র সংস্করণ প্রায় শেষ হইতে চলিল। 'শান্তিজল' ও 'ধানদূর্ব্বা'র প্রকাশক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে বই দুইখানি হইতে কতিপয় শ্রেষ্ঠ কবিতা 'শতনরী'তে চয়ন করা হইল।

একই ভাব ও সুরের কবিতা এক একটি পর্য্যায়ে চয়ন করিয়া 'শতনরী'কে যথাক্রমে—'কাণে কাণে', 'বন্দনা', 'মৃণু', 'মধু-প্রশান্তি' ও 'পথে'—এই পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রায় প্রতি বিভাগেই কবির কয়েকটি করিয়া নূতন কবিতা-ও দেওয়া হইল।

কবির সুদীর্ঘ-কালের সাহিত্য-সাধনার ফলস্বরূপ এই কাব্য-সঞ্চয়ন বাংলার পাঠক-সমাজে সমাদর লাভ করিলে শ্রম সফল হইয়াছে মনে করিব।

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

উৎসর্গ-মন্ত্র

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর,

কবিবরেষু

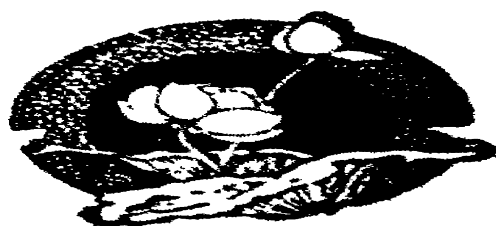
নমি তোমা কবি-ঋষি, বরণীয় অন্তরঙ্গ মোর,
তোমার বিহনে আজি ক্ষ্যাপা চোখে জলের লহর।
কে ভুলিবে সোম-কান্তি আকাশের সম নিরমল?
কার কাছে যাবো ওগো, কে ফুটাবে মানস-কমল?
স্তিমিত-তিমিরে যবে কালো হ'য়ে আসে দিগন্তর,
পথের ঘরের দ্বারে শুনি তব শুভ কণ্ঠস্বর:

দাক্ষিণ্যের বেদীতলে সঙ্গোপন স্নেহের উৎসব-
অবসানে—বাজে প্রাণে মৃত্যুর উদাস ভেরী-রব!
পড়ে নাই পূর্ণ-ছেদ, ছেঁড়ে নাই বন্ধনের রাখী,
মহাসত্য মানি যারে—সে কি মিথ্যা? পলকের ফাঁকি!
ভুলিতে পার নি গুণী, কবির অমরাবতী-লোকে
মর্ত্ত্যের অমৃত স্মরি' আজো তব জল আসে চোখে।

ভোলনি মোদের বন্ধু, শুনিতেছ বিলাপের তান,
ভুলায়েছ বহু জ্বালা দুঃখে যবে বিধুর পরাণ;
তোমার চরণ-ধূলি পড়িত গো কাঙাল-কুটিরে,
মঙ্গল-বিভূতি নিয়ে পঁহুছিতে রোগাতুর-শিরে।
ভাঙেনি ধেয়ান তব জনতার কলকোলাহল,
'সাধনা'র পদ্মাসনে বাণী-তপে ছিলে অবিচল।

'চিত্রালি'র আলো-ছায়ে, 'বৈতালিকে' 'দোলা' 'মহুয়া'য়,
'প্রসঙ্গে', 'করঙ্কে' তব রসধারা বিলাইয়া যায়।
মিশে যথা সরস্বতী 'প্রভাসে'র সাগর-সলিলে,
তেমনি মিশিয়া গেছ দিনান্তের দূর মহানীলে।
দেখা দিয়াছেন তোমা প্রেম-ঘন অরূপ বিগ্রহ,
যাঁহার লাগিয়া হেথা সহিয়াছ প্রবাস-বিরহ।
সাজায়ে মাটির দীপে আনিয়াছি আরতি-পশরা,
রুদ্ধ হ'য়ে গেছে শঙ্খ, রন্ধ্র তার অশ্রুকণা-ভরা।

উপহার



সূচী

কানে কানে

কাণে কাণে

হের, সখি, আঁখি ভরি' শুভ্র নীরবতা,
পাহাড়ের দু'টি পার্শ্ব, জ্যোৎস্না আর মসী।
নিথর নিশার কণ্ঠে কি দিব্য বারতা,—
কাণ পেতে শোন' হেথা বালুতটে বসি'।

নীরবে নদীর জল চলে সাবধানে,
সুর মিলাইয়ে ওই তারকার সাথে।
পথ চেয়ে চেয়ে বায়ু, মগ্ন কা'র ধ্যানে—
সন্তর্পণে হাতখানি রাখ' মোর হাতে!

যাদুকর চন্দ্রকর তালের বাকলে—
হেথা হোথা তুলিয়াছে রূপার ঝলক;
মাধবী-লতার ফাঁকে বকুলের তলে,
কে তরুণী মুঠি ভরি' ধরে চন্দ্রালোক!

পাখী লুকায়েছে আঁখি পালক-শিথানে—
আজিকার কথা বঁধু, কহ কাণে কাণে!

দ্বিপ্রহরে

সুদূর স্মৃতি জাগায় আজি
ভাঁটের ফুলের গন্ধ মিঠে—
লাজুক মেয়ে উঠ্‌ল নেয়ে
চুলের গোছা ছড়িয়ে পিঠে।
নীলাম্বরীর তিমির টুটে'
রঙ্‌টি তোমার উঠ্‌ল ফুটে'—
কামিনী-বন কুটিয়ে গেল
সজল তোমার রূপের ছিটে!

কাণের পিঠে তিলটি তোমার
এড়ায়নি এই মুগ্ধ চোখ—
দীঘির ঘাটে ওই যে আঁকা
দীপ্ত তোমার অলক্তক।
নারিকেলের কুঞ্জ-শিরে,
পদ্ম-ফোটা দীঘির নীরে,
ভাঁজটি খুলে' ছড়িয়ে প'ল
পরীর পাখার স্বর্ণালোক!

তোমায় সখি দেখেছিলাম,
সরম-রাঙা মধুর মুখ—
অন্তরাত্মা উঠ্‌ল কেঁপে
কণ্টকিয়া উঠ্‌ল বুক।
মৌমাছিদের গুঞ্জরণে,
জাগ্‌ল শ্যামা কুঞ্জবনে—
কালো মেঘের রৌপ্য-পাড়ে
জরির মতন রৌদ্রটুক্!

স্বপ্নসম তার কাহিনী—
আজ্‌কে প্রিয়ে দ্বিপ্রহরে ;—
নোনা আতার সোণার গায়ে
রবির কিরণ পিছ্‌লে পড়ে ;
দূর্ব্বা-শ্যামল নিম্বতল,
দীপ্ত নভো নীলোজ্জ্বল,
ঢেউয়ের মাথায় মাণিক ভাঙে
গাঙের বুকে স্তরে স্তরে!

মনোহারিকা

বন-ফুলের বরণ-মালা
পাতার কোলে দুলিয়ে রে,
বল্ রে তৃণ, বল্ আমারে
কোন্খানে সে লুকিয়েছে ?
ঐ নারিকেল গাছের ঘন
কুঞ্জবনের আব্ছায়ে,
বল্ কোথা তার কুন্দমালা
পথের ধূলায় লুটিয়েছে ?

একলাটি সে থাক্ ত শুয়ে,
সাঁজের আলোর ঝল্মলে,
ডুবিয়ে দিয়ে কোমল তনু
দূর্ব্বাদলের মখ্মলে—
এলিয়ে দিত ফুলের বাহু

কাঁটাহারা তরুণ গোলাপ-
শাখার মতন চল্মলে !

দেখেছি তায় লোকের ভিড়ে
রাস-দেউলে দাঁড়িয়ে সে,
কল্কা-পেড়ে শাড়ীর কোণা
তর্জ্জনীতে জড়িয়েছে ;
এক-মনে সে শুন্‌তেছিল
কানুর গানের অন্তরা—
ব্রজ-বধূর দীর্ঘশ্বাসে
চোখ দিয়ে জল গড়িয়েছে !

সে যে আমার গানের মধু,
মানস-বনের অপ্সরী,
ফুটিয়ে গেছে মালঞ্চে মোর
ফাগুন-মুকুল-মঞ্জরী ;
কোন্ সে দেশে হাওয়ায় ভেসে'
কোথায় সে যে লুকিয়েছে—
কতদিন আর পথের পানে
চাইব দিবা-শর্ব্বরী !

বাসনা

ছুট্‌ব আমি সরল প্রাণে
পর্ণ-কুটীর হ'তে,
ধান-নাচানো মাঠের হাওয়ায়
ছুট্‌ব আলি-পথে।
বনের মাথায় আঁধার ফুঁড়ে,
শুকতারাটি জাগ্‌বে দূরে,
কাণ জুড়াবে পাখীর গানে
সুরের মিঠে স্রোতে!

এলিয়ে দেব নগ্ন বাহু
গাঙের রাঙা জলে,
ঝাঁপিয়ে পড়ে' উজান যা'ব
ঢেউয়ের টলমলে;
তুচ্ছ ক'রে জোয়ার-ভাঁটা,
এপার-ওপার সাঁতার-কাটা,
নাচ্‌বে আলো জলের বুকে,
নীল আকাশের তলে!

বুক ফুলায়ে হাল ধরিব,
পাল তুলিব নায়ে,—
মাঝ্ গঙ্গায় জাল ফেলিব
উদাস আদুল গায়ে ;
গাঙ্ চিলেরা ঝাঁকে ঝাঁকে
উড়্‌বে ভাঙা পাড়ের বাঁকে,
ডাক্‌বে চাতক 'ফটিক জল'
মেঘের ছায়ে ছায়ে।

বর্ষা যখন ছড়িয়ে দেবে
মোতির 'সাত-নরী' ;
কদম-কেশর শিউরে উঠে
পড়্‌বে ঝরি' ঝরি' !
মাঠের কোণে যাবে দেখা
বৃষ্টিধারার চিকে ঢাকা
কেয়াঝাড়ের মাথার 'পরে
নারিকেলের সারি !

শিল কুড়ায়ে বাঁধ্‌ব 'মোয়া',
লাঙল দেব ভূঁয়ে,
কড়্ কড়্ কড়্ ডাক্‌বে 'দেওয়া,'
আস্‌ব আমন রুয়ে'।
আকাশ-ভাঙা মুষলধার,
বাঁশের ঝাড়ে কি তোলপাড়,
পাকুড় তেঁতুল ঝাউয়ের ঝাড়
পড়্‌বে নুয়ে' নুয়ে' !

তল্‌তা বাঁশের ছিপ্‌টি হাতে,
ছাতিম-তলার ঘাটে
রইব বসে' রৌদ্রমাথা
বৃষ্টি-জলের ছাটে ;
'চায়ে'র মিষ্ট গন্ধে উতল
উঠ্‌বে লাফিয়ে রোহিত-চিতল-
উড়িয়ে 'ঢাউস' গ্রামের ছেলে
মিল্‌বে খোলা মাঠে।

অবাক্‌ হয়ে' দাওয়ায় বসে'
দেখ্‌ব দুপুর বেলা,
পরিষ্কার ওই আকাশ-আলোয়
পাখীর সাঁতার-খেলা ;
কাঠ্‌-ঠোক্‌রা ঠোঁটের ঘায়ে,
গাছের হেলা গুঁড়ির গায়ে
সুড়ঙ্গটি কর্‌ছে গভীর—
পাখায় রঙের মেলা।

কাঠ্‌বিড়ালী বেড়ায় ছুটে'
রান্নাঘরের চালে ;
জিহ্বা মেলে' ধুঁক্‌চে 'ভুলো'
সাম্‌নে ঢেঁকিশালে।
গাছভরা ওই পেয়ারা-ফুলে
মৌমাছিরা পড়্‌ছে ঢুলে'
রয়ে' রয়ে' দোয়েল ডাকে
বাব্‌লা গাছের ডালে।

কামার-শালে বস্‌ব গিয়ে
রৌদ্র এলে পড়ি'
কয়লাগুলো রাঙিয়ে দিয়ে
টান্‌ব যাঁতার দড়ি ;
ঝুলের কাছে জম্‌বে ধোঁয়া,
কাঁপিয়ে 'নেয়াই' পিট্‌ব লোহা,
ছিটিয়ে দেব আগুন-যুঁই—
আলোর ছড়াছড়ি।

শুন্‌তে যা'ব ভারত-কথা,
রামায়ণের গান,
সীতার দুখে চোখের জলে
গল্‌বে মনঃপ্রাণ ;
বনবাসের করুণ কথা,
শুন্‌তে বুকে বাজ্‌বে ব্যথা,
ফির্‌ব ঘরে দুঃখভরে
ক্ষুব্ধ ম্রিয়মাণ।

মেয়েটি মোর আগ্ বাড়ায়ে
দাঁড়িয়ে র'বে দ্বারে,
দোপাটি ফুল খোঁপায় পরে'
সাঁঝের আঁধিয়ারে ;
কাজল-দেওয়া চক্ষু দু'টি
আদর-দোলে উঠ্‌বে ফুটি'
'ফণী-মনসা'র বেড়ায় ঘেরা
'দুর্গা-দীঘি'র ধারে।

শিউলি ফুলের গন্ধে যা'বে
সন্ধ্যাখানি ভরে',
জ্যোৎস্নাধারা পড়্‌বে ঝরে'
দূর দেউলের 'পরে ;
অঙ্গ মাজি' দুধের সরে
ঘাটটি হ'তে ঘটটি ভরে',
সই-এর সাথে গৃহিণী মোর
আস্‌বে ফিরে ঘরে !

সারাদিনের শ্রান্তিভরা
শিথিল আঁখির পাতে,
স্বপ্নহারা ঘুমের আরাম
ভোগ করিব রাতে।
না ফুটিতেই উষার আঁখি,
না ডাকিতেই ভোরের পাখী,
ঝঙ্কারিব 'জয় জগদীশ'
প্রাণের একতারাতে।

শেফালী

আর একবার বাতায়ন দিয়ে
বাতাস আসিল জোরে,
শিহরি' উঠিল বালিকা শেফালী
শুইয়া মায়ের ক্রোড়ে ;
নুইয়া পড়িল নীরক্ত ঘাড়,
নীল অঙ্গুলি শীর্ণ অসাড়,
চোখের পাতায় সাঁঝের আঁধার
জমিল বেদনা-ভরে।

জীবন-পুষ্প পড়িল ঝরিয়া
বক্ষে লইনু টানি' ;
থুইলাম এই করতলে সেই
ছোট হাত দুইখানি।
তখনো হাসিটি অধরে লাগিয়া,
ঘুমায়ে পড়েছে জাগিয়া জাগিয়া-
শুভ্র কপালে শেফালি-পরাগ
ঘুমায় স্নেহের রাণী।

ওই যে ওখানে অভ্র-রজত
স্রোতটি বহিয়া যায়,
উহারি পুলিনে কোথায় শেফালী
লুকায়েছে বালুকায়।
এক একটি করে' তারা জ্বলে জলে,
চাঁদের রূপালি হাসি পড়ে ঢলে',
কাঁদে গো তটিনী ছল-ছল-ছলে
অফুরান্ বেদনায়।

দেববালা এক আসে নিতি নিতি,
ললাটে তারার টীপ—
চরণ ছুঁইতে উছলে সলিল
ডুবে যায় ওই দ্বীপ,
থামে থমকিয়া বন-মর্ম্মর,
স্বচ্ছ তরল স্ফটিক-লহর—
আঁচলে মুছিয়া অশ্রু-উজোর
ধীরে নোয়াইয়া শির,
চুম্বন করে' যায় সে হেথায়
ধূলি-কণা পৃথিবীর।

আষাঢ়ে

আলুলিত চুল মাটিতে লুটায়ে দিয়া
কেঁদে-রাঙা আঁখি ফুলায়েছে মোর প্রিয়া ;
আষাঢ়-আকাশে আঁধার ঘনিয়ে আসে,—
জহুরী-চাঁপার সুরভি হাওয়ায় ভাসে,
আজি, আমি নাই শুধু আমার প্রিয়ার পাশে।

কদম ফুটেছে, পেখম্ ধরেছে শিখী,
শালুক-মেখলা পরেছে 'রাণীর দীঘি' ;
পূবে-বাতাসের সজল-উতল শ্বাসে,
ব্যাকুল বকুল জমেছে সবুজ ঘাসে,
আজি আমি নাই শুধু আমার প্রিয়ার পাশে।

নাচিছে দামিনী, মেঘে পাখোয়াজ বাজে,
সরমে কেতকী ফুটে আঙ্‌রাখা মাঝে ;
কাজলের কোলে আলোকের লেখা ভাসে,-
ওগো ধারা-ঝর-ঝর এমন আষাঢ় মাসে,
আমি নাই শুধু আমার প্রিয়ার পাশে।

বর্ষায়

গ্রামে ঢোকে জল, গাঙে নামে ঢল
আকাশের কোলে কোমল কাজল,
এসেছে বরষা বড় চঞ্চল
বড় দুরন্ত মেয়ে।
ডুবে গেছে মাঠ, গঞ্জের ঘাট,
অশথের তলে বসে নাক' হাট,
সারা দিনরাত বৃষ্টির ছাঁট
ঝরিতেছে একঘেয়ে।

ভাসিল পুকুর, আউসের ভুঁই,
পালায় কাত্‌লা কালবোস্ রুই,
আঙিনায় জল করে ছল ছল
কই যায় কাণে হেঁটে।
কাঁঠালি চাঁপার তীব্র সুবাস
মাতাল করেছে বাদল-বাতাস।
গাছভরা জাম সুচিকণ শ্যাম
রসে পড়ে যেন ফেটে!

ভিজে ভিজে নীড় বুনিছে বাবুই ;
ঝাপটে ঝটিকা ছুটিছে হাউই—
চলে' গেছে চিল, গগনের নীল
গলে' গেছে জল-ধারে।
রাঙা আঁখি মেলি' আনারস-রাজ
পরিয়াছে শিরে মরকত-তাজ।
নেবুর কুঞ্জে মধুর গন্ধ
চন্দন-দীঘি-পারে।

মেঘ-মন্থর জল ঝর-ঝরে
যত কেয়া-ঝাড় ফুলে গেছে ভরে',
বেধেছে সমর ভ্রমরে ভ্রমরে
ফুল-লুণ্ঠন লাগি'।
পাতার প্রান্তে খর-কণ্টকে,
পাখা-কাটাকাটি অলির কটকে
কান্ত-কঠোর কুসুম-তোটকে
পরাগের ভাগাভাগি।

যুথী-মালঞ্চে ফুল ছড়াছড়ি
মুকুতার পাঁতি যায় গড়াগড়ি
ধূলাকাদা-মাখা পাপড়িতে ঢাকা
কামিনী তরুর তলা।
দূর নির্জ্জনে তমালের ডালে
শ্যামলা মালতী সুধা-ধারা ঢালে,
বন-তমালের কাণে কাণে তার
কি কথা হ'ল না বলা!

এত দিন ধরি' বলি বলি করি'
যে কামনা বুকে রয়েছে গুমরি',
আজি সমাদরে অধরে অধরে
'তাহা কি জানা'তে পারি ?
জাগা'তে পারি কি মৃদু গুঞ্জন—
চারু চুম্বন সুধা-ভুঞ্জন !
হে বঁধু, আজি এ মধুর বাদলে
মন সামালিতে নারি !

আজি এ আঁধার আর্দ্র বাসরে
যে জনা যাহারে ভালোবাসে ওরে,
সে তাহারে দিক্ আশার অধিক
অমর সোহাগ-সুধা,
বুকের নিকটে নিক্ তারে টেনে,
চুম্বন দিক্, কোলে তুলে এনে,
চিরজনমের প্রিয়জন জেনে
মিটাক্ প্রাণের ক্ষুধা !

বাদ্‌লা হাওয়ায় বুকে ওঠে ঢেউ
এ ঢেউয়ে ডুবিতে নাহি কি গো কেউ ?
উদাসীন প্রাণ করে আনচান
কারে যেন দিতে ধরা।
দেখেছিনু তায় সোনার ঊষায়,
ডেকেছিনু তারে আঁখির ভাষায়,
ভোর হয়ে' দোঁহে সুখের নেশায়
হেরিতাম মেঘ-করা।

বিজলী-ঝলসা-নিচোল-প্রান্তে
পথ দেখাত সে এ-দিগ্‌ভ্রান্তে ;
উজ্জ্বল তার উচ্ছল আঁখি,
ক্ষীণ কজ্জল-ভুরু ।

আজি দুর্যোগে ভরা বরষায়—
পথ চেয়ে আছি তা'রি ভরসায়—
ওগো, জল-কলরবে মিলাইয়া যায়
হৃদয়ের দুরু-দুরু ।

সন্ধ্যালক্ষ্মীর প্রতি

তোমার আলো সব ভুলালো
লো অমরী বালা,
তোমার চেলীর ঝিলিমিলি
চুলের তারার মালা ;
পাখীর গানে কাঁকণ তোমার
বাজে কানন ছেয়ে,
শিউরে ফোটে শিউলি-কলি
তোমার সোহাগ পেয়ে।

অলক-ঢাকা কোমল পলক,
নয়ন গরবী—
কাঙাল বায়ু যাচে তোমার
চুলের সুরভি।
কোহিনুরের টীপ্‌টি ভালে,
কাণে রতন দুল,
বরণ-কালের তরুণ বধূ
রে দুলালী ফুল!

এস নেমে আমার ঘরে,
তালী-বনের তলে।
এস মানস- নন্দিনি মোর,
এস আমার কোলে।

সংসারে নাই ঠাঁই-ঠিকানা,
একলা কাটাই দিন,
কৈফিয়তের ভয় রাখি না—
সব দায়িত্ব-হীন।
বনের ফাঁকে কুড়িয়ে বেড়াই
শুক্‌নো ঝরা ফুল।
হিজিবিজি- লেখা খাতায়
কাটি কতই ভুল।

হের, দিখলয়ে বেগুনি-নীল
গিরিশ্রেণীর চূড়ায়,
পরীরা ওই সারি সারি
মণির ফানুস উড়ায়।
হেথায় যাহা ভাবে আঁকা,
রূপে হোথায় রাজে,
জলধনুর বীণার তারে
আলোর সুরটি বাজে।

এস মানস- দুলালি মোর
আমার খেলার ঘরে,
তোমার রঙের ইন্দ্রজালে
দাও গো নয়ন ভরে'।

তুহার আলো সব ভুলালো
লো অমরী বালা,
এস—এস চঞ্চলিয়া
চুলের তারার মালা।

শেষ বাসরে

ঝরিয়াছ তুমি অশ্রু-ধারায়
আমার তরে,
জড়ায়েছ মোরে ফুলের মালায়
সোহাগ-ভরে ;
প্রভাতে প্রদোষে সুখে দুখে মোর
পরায়ে দিয়াছ প্রণয়ের ডোর,
কল্যাণ-ভরা কঙ্কণ-পরা
দু'খানি করে—
এস, সখি, আজি যৌবন-স্মৃতি-
শেষ বাসরে।

মনে পড়ে আজি আমাদের সেই
বিবাহ-রাতি,
স্পন্দিত-বুকে হইনু দু'জনে
জীবনে সাথী ;

চারিদিকে দোলে আলো আর ফুল,
পল্লী-সখীরা প্রমোদে আকুল,
দীপ্ত-ভূষণ রঙ্গমহল,
রূপের ভাতি,
মধু-পরিহাস-রস-উচ্ছল
বাসর-রাতি।

মনে পড়ে সেই 'কনকাঞ্জলি'
পিতার হাতে,
হৃদয়ে ঝঞ্ঝা, বিদায়-সজল
আঁখির পাতে;
সীমন্তিনীরা শিবিকা-দুয়ারে,
চোখে জলভার, ঘিরিল তোমারে-
তোরণ-মঞ্চে অদূরে শানাই
ধরিল 'তোড়ী'—
গমকে গমকে সুর-মূর্চ্ছনা
কোমলে-কড়ি।

মনে পড়ে সেই ধূসর অলকে,
দাঁড়ালে এসে—
পা দু'টি ডুবায়ে দুধে-আলতায়
বধূর বেশে;

পথ-ধূলি-ম্লান সুকুমার শ্রীটি,
লজ্জাবতীর সম নত দিঠি,
অয়ি মঙ্গলা, আলয়-কমলা
ভুলালে মোরে,
পুরলক্ষ্মীরা লইল তোমারে
'বরণ' করে'।

ফুলশয্যায় দিব্য হাসিটি
যাইনি ভুলে,
ঝলমল্ দু'টি পান্নার 'দুল'
কর্ণমূলে।
বক্ষঃ-কারায় রুদ্ধ উতলা,
প্রেম-নর্ম্মদা, পূত-নির্ম্মলা,
ভাঙি' সরমের মর্ম্মর-গিরি
তূর্ণ ধায়—
মোতিয়া-বেলার গন্ধ-বিলাসী
মন্দ বায়।

মনে পড়ে সেই নবযৌবন-
গরবী গ্রীবা—
মুকুরে দীপ্ত বয়ঃসন্ধি
বিজুলী-বিভা—

তখন তরুণী, ছিলে না বুকের,
ছিলে না মরমী দুখের সুখের—
হেরেছিনু শুধু মঞ্জু ভ্রূ-যুগ
নিন্দি' 'রতি',
স্বর্ণ-অতসী-তনু-লতিকার
পেলব জ্যোতিঃ

মনে পড়ে সেই মধু-মালতীর
বীথিকা দিয়া
চলে' যেতে প্রিয়া ভুজ-বল্লরী
চঞ্চলিয়া—
মাথার উপরে কোজাগর শশী,
পল্লব-ছায়ে বসিতে রূপসি,
রূপালি আলোর আলিপনা-আঁকা
বেদীর 'পরে—
ধ্যানের রাজ্যে প্রীতি-পারিজাত-
মেখলা পরে'।

কতদিন সেই কাঁপায়ে কাঁকণ
কণিকা সম,
চাবির 'রিং'টি বাজায়ে আসিতে
সুমুখে মম ;

হেরেছি প্রতিমা, প্রীতি-ভ্রূভঙ্গ,
লাজ-সঙ্কোচে মুদিত অঙ্গ,
পরশি' অধরে শিশুর অধর
দাঁড়াতে হেসে' ;
লুটিত আঁচল নীলাম্বরীর
চরণে এসে' ।

মনে পড়ে সেই তুলসীর মূলে
'সন্ধ্যা' দিতে,
মাটির 'দেউটী' যতনে ঢাকিয়া
আঁচলটিতে ;
ভক্তি-উজল মুখ-উৎপল,
আঁখি-পল্লব ঈষৎ সজল
চোখোচোখী দোঁহে দাঁড়ানু থমকি'
পাটল সাঁঝে,
গৃহ-দেবতার ধূপ-সুরভিত
দেউল-মাঝে ।

হের, সখি, সেই দিনান্ত-তারা
তেমনি জ্বলে,
ডালিম-ফুলের রঙ্‌টি ফলান'
মেঘের কোলে ;

খেলাঘর ভরি' উঠে কলরব,
ছেলেমেয়েদের ধূলা-উৎসব—
মিছা পরিণয় চতুর্দ্দোলায়
উলুর রবে ;
জীবন-উষায় বিনোদ-ভূষায়
সেজেছে সবে ।

আজি, পূর্ব্বরাগের ফেনিল তুফান
গেছে গো সরি' !
যুগ্ম-হৃদয় স্বচ্ছ সলিলে
উঠেছে ভরি'—
আগে যা' বুঝিনি, আজি তা' বুঝেছি ;
কাছে যা' ছিল, তা' স্বপনে খুঁজেছি,
দু'জনে দোঁহার হৃদয়ে মিশেছি
পুলক-ভরে—
এস, সখি, আজি যৌবন-স্মৃতি-
শেষ বাসরে ।

বন-পথে

নাগ-কেশরের গন্ধে পাগল
সান্ধ্য ফাগুন হাওয়া,
কুণ্ঠিত কেন কণ্ঠ তুহার ?
কোন্ সুরে যায় গাওয়া ?
বন-পথে আজ ফুল-দোল-লীলা,
কুঙ্কুম ভাঙ্গে রঙ্গণ ;
'জল-তরঙ্গ' ঝঙ্কার তুলি'
বাজাও শঙ্খে কঙ্কণ।

ছুটাও উধাও মনোরথ অয়ি
নন্দন-বন-বল্লি,
প্রেম-সৌরভে গৌরবময়ি
ফুল্ল চন্দ্রমল্লি,
চাহ, খঞ্জন-চঞ্চল চারু
নয়ন-ভঙ্গী সঙ্গে,
লুটাও লীলায় মস্‌লিন্-ওড়ন্
ফাল্গুন মধু-রঙ্গে।

আজি, বর্ষণ-শেষে 'শোণের' মতন
ভরা যৌবন তুহার,
ছোটে, কাণায় কাণায় রূপের তুফান
পদ্মরাগের জুয়ার।
মানায় কি আজ শঙ্কা-সরম
নয়ন-ইন্দীবরে,
লোলুপ আজ্‌কে অধর-ভৃঙ্গ
গন্ধ-মধুর তরে।

হের, দীপ্ত-প্রবাল পলাশ-বনটি
মাঠের প্রান্তে আঁকা,
আবীর-বর্ণ রবির বিম্ব
মেঘ-চুম্বন-মাখা।
এমন মঞ্জু বসন্ত সাঁঝ,
ঝিল্লীর কলগুঞ্জন—
মিছে আজ এই মৌখিক লাজ-
লজ্জার অনুরঞ্জন।

অতীত

নাই সে সরল কিশোর বয়স,
সাঙ্গ সুখের খেলা,
আম্র-বনে সখার সনে
প্রাণের কথা বলা,—
পথের বাঁকে গাছের ফাঁকে
শালিক শ্যামা দোয়েল ডাকে,
শালুক-ফোটা বিলের বুকে
ভাসে কলার ভেলা !

মিল্‌ত কত খেলার সাথী
সাঁঝের বেলাটিতে,
আস্‌ছে ভাসি' তাদের হাসি
স্মৃতির তটিনীতে,—
বাঁশীর সুরে মাঠের মাঝে
কোথায় গৌড়্‌-সারঙ্গ বাজে ?
অনুরাগের উৎস জাগে
সুরের লহরীতে।

উড়িয়ে 'ময়ূর-পঙ্খী' ঘুড়ি
চিলের ছাতে উঠে,
জয়োল্লাসে অট্টহাসি
দেশের ছেলে জুটে'—
কোথায় রে সেই খেলার সাথী ?
ঝাউ-বাগানে চড়ুই-ভাতি—
নির্ভাবনার মূর্ত্তিগুলি
ফুলের মত ফুটে।

একজুরে' যাদের সাথে
ফল্‌সা-বনে ঢুকে'
অম্ল-মধু ফলের লোভে
জল সরিত মুখে ;
গাছের তলে গ্রামের মেয়ে
আঁচল মেলে দেখ্‌ত চেয়ে
লোহিত-কালো ফলের থোলো
ডালের ভরা বুকে।

'বুড়ো শিবে'র মন্দিরে সেই
বটের ঝুরি ধরি'
মনের সাধে দুল্‌ত এসে
'হাবুল' 'ভোলা' 'হরি' ;
রথের দিনে মিত্তের সনে
সুখের তুফান জাগ্‌ত মনে,
চোখে চোখে চল্‌ত কথা
নাগর-দোলা চড়ি'।

স্থল-কমলে করত আলো
'দত্ত-দীঘি'র তীর,
'চাল চিত্তির' করত 'পোটো'
সিংহ-বাহিনীর—
আগমনীর ললিত স্বরে
ঘরের ছেলে ফিরত ঘরে,
বছর পরে কোলাকুলি
ভাসান্ রজনীর।

ভোরের ভজন- খঞ্জনী-তান
মঙ্গল-আরতির,
মন্ত্রগীতে কি মূর্চ্ছনা
বিভাষ রাগিণীর!—
অবগাহন-পুণ্য স্নানে
চলত কা'রা ঘাটের পানে,
পূজার ফুলে সাজিয়ে দিত
সুরধুনীর নীর।

'ভাই-দ্বিতীয়া'র দীপ্ত টীপের
চন্দন-সৌরভে
মিশ্‌ত 'চুয়া'র গন্ধটুকু
কুয়াশা-হীন নভে,
দেয় ভগিনী ভাইকে ফোঁটা,
যমের দোরে পড়্‌ল কাঁটা,
ঘরে ঘরে ভক্তি স্নেহ
হর্ষ-মহোৎসবে।

পৌর্ণমাসী 'রাস'-যামিনীর
রঙ্গ-বাসর ভরি'
হেম-বরণী রাই কিশোরীর
মান ভাঙ্গিতেন হরি,—
ঝুমকা জবার মঞ্জরীতে,
'তরুলতা'র রঙীন শ্রীতে
হেমন্তেরি জ্যোৎস্না-ঝারি
পড়্‌ত ঝরি' ঝরি'।

আমের বোলে যবের শীষে
শ্রীপঞ্চমী-তিথি,
বীণা-পাণির চরণ-মূলে
আরাধনার গীতি,
মধু-মুকুল-তরুণ পরাণ
কর্‌ত প্রণাম-অঞ্জলি দান,
ধ্যানের চোখে দেখ্‌তে মায়ের
চির-অভয় স্মিতি।

ডাক্‌-নামে সেই ডাক্‌ত যাঁ'রা
নিত্য সকাল সাঁঝ ?
যায় না যাদের চিনতে পারা
দেখ্‌তে পেলেও আজ ;
নেই সে দিনের চিহ্নটিও
পর হ'য়েছে পরাণ-প্রিয়,
উদাস চোখে থম্‌কে তাকায়
হয় ত পথের মাঝ।

কেউবা শুধায়— 'কেমন আছ' ?
চেনা-গলার স্বর,
ভিন্ন কুলে জনম,—তবু
ছিলাম সহোদর ;
কাছে এসে আদর-ভরে
শিশুর মত জড়িয়ে ধরে,—
কে জানে কোন দূরান্তরে
বেঁধেছে তার ঘর।

যৌবনেতেই চুল পেকেছে
গাল-ভরা সেই হাসি
এই দুনিয়ার মন্থনে হায়
কোথায় গেছে ভাসি' !
দাঁড়িয়ে কথা ক'বার মত
আছে কি আর সময় তত ?
কে কারে চায় ? পান্থশালায়
রাত্রি-পরবাসী !

কুমার-হারা ভবন সম
বিষণ্ণ এই হৃদে
আজ্‌কে কাদের অদর্শনে
কাঁটার মতন বিঁধে !—
প্রদোষ এসে তিমির-নিকষ
ছায়ায় ঢাকে আয়ুর দিবস,—
কখন উষা সোণার কসি
টানবে অবিচ্ছেদে !

৬

আজ্‌কে কেবল আস্‌ছে মনে
সেইদিনকার কথা,
চিত্তে যখন জাগত না রে
মিথ্যা-কুটিলতা ;
ফির্‌বে কি সেই সুখের দিবা ?
ফুট্‌বে হাসির অরুণ-বিভা ?
তপোবনের বালক সম
শান্ত প্রসন্নতা।

মর্ম্মর-স্বপ্ন

বাঁশীর রাগিণী মূরছি' রয়েছে
মর্ম্মর-রূপ ধরি'—
বঁধুর পরশে ঘুমায় হরষে
মমতাজ সুন্দরী।
ভালবাসা তার গোলাপ-শয়ন
কেশর-পরাগে করিয়া বয়ন
জেগে বসে' আছে শিয়রের কাছে
যুগ-যুগান্ত ভরি'।

ঋতুরাজ নিজে পুষ্প-সুরায়
ভরিয়াছে তার প্রাণ,
যৌবন-তাপে সুখ-ঝরণায়
করায়েছে তায় স্নান;
মণি-কিশলয়ে কল্প-লীলায়
ফুটেছে লতিকা বিলাস-শিলায়,
পড়ে ঢলি' ঢলি' প্রতারিত অলি
ভুলি' গুঞ্জর তান।

নীরবে ঝরিল মরণের হাসি
বাসরের উপকূলে,
খসে' প'ল তা'র ঘোম্‌টা সরম
চুমিয়া চুলের ফুলে।
লুটাল চরণে হীরার মুকুট,
খুলি' দিল বালা প্রেম-সম্পুট,—
দিগ্‌-বিজয়ীর বুকের রুধির
ঝরিল চরণ মূলে।

মোহিনী তরুণী মূরতি ধরিল
হিন্দোলে উপবনে;
ফুল-ধনু তার তূণীর হারায়ে
মূরছিল দু'চরণে।
হিমাংশু-কলা মেঘ-সীমানায়
ফুটায় চামেলি হাস্‌নুহানায়—
অরুণ-বর্ণ সোহাগ-স্বর্ণ
গলিল মিলন ক্ষণে।

আসিয়াছি আজি প্রবাসী-পান্থ
হেরিতে কান্তিরাশি;—
বসিয়া তোমার অলিন্দ-তলে
হেরিব বিমল হাসি।
বিরাট্‌ দুর্গ-সোপান বাহিয়া
যমুনায় তুমি আসিতে নামিয়া,
কি সুর ধরিতে, মুকুতা-তরীতে
সখীরা বাজাত বাঁশী।

কত না আদরে   প্রেমের পেয়ালা
আধেক করিয়া খালি,
মল্লী-মুকুল-   তুল্য তোমার
অধরে দিত কে ঢালি' ?
রাঙিয়া উঠিত ফুল্ল কপোল,
চুম্বন-রাগে বিলোল বিভোল,
আনার-আঙ্গুর রসে-পরিপূর
মোহ-উপহার ডালি।

পশিতে যখন   আরসী-খচিত
শীশ্-মহলের মাঝে,
কেহ কি দেখেছে   কত লাবণ্য
অঙ্গে তোমার রাজে !
সুরভি-জলের ফোয়ারা খুলিয়া,
বসিতে কিশোরী চিকুর মেলিয়া,
নগ্ন গ্রীবায় সজল শোভায়
নন্দন-বধূ লাজে।

সে রূপ-তুফান   আজো হেরি যেন
তন্দ্রার কিনারায়,
শুনি আন্‌মনে   কোন্ বাতায়নে
নূপুর বাজিছে পায় ;
অপরূপ এই পাষাণের ছায়ে
আছ আনন্দ-কাঁকণ বাজায়ে,—
কে অপরাজিতা বিচ্ছেদ-চিতা
নিবায়েছে নিরালায় !

মনে পড়ে সেই অন্ত-শয়নে
মুমূর্ষু শাজাহান
অনিমেষে হায় চেয়ে তব পানে
নিমীলিল দু'নয়ান,—
রোমাঞ্চি' ওঠে যমুনার বুক,
ঢাকে কজ্জলে কৌমুদী-মুখ,
বিদায়ের শেষে কবিতার দেশে
বিরহের অবসান।

দাঁড়ানু মৌন গম্বুজ-তলে
মূর্ত্ত অন্ধকারে,
প্রতিধ্বনিল ধরণী-হৃদয়
মূক শোক ঝঙ্কারে,—
যন্ত্রণাহরা সুপ্তি গভীর,
ঝঞ্ঝা-নিশীথে বন্দর-তীর
এত কি মধুর, শান্ত বিধুর
চির-মৃত্যুর দ্বারে!

টুটি' মর্ম্মর-সমাধি বর্ম্ম
কহে স্মৃতি কি কাহিনী?
স্তিমিত হইল লোমকূপে কূপে
বেদনা-সৌদামিনী!
ছিঁড়ি' অতীতের অবগুণ্ঠন
বন্যার সম ধায় লুণ্ঠন,
শুনি পানিপথে মোগলের রথে
রণ-ধনু-শিঞ্জিনী।

এই না জীবন!   মানব-জীবন!
ফুল-ফোটা, ফুল-ঝরা!
সমুখে হাস্য,   পিছনে অশ্রু
শয্যা-শায়িনী জরা!—
হেরিনু চমকি' আসে নর নারী,
মাঝে তার এক বঙ্গ-কুমারী,
বুকে দোলে হার আঁখি দুটি তা'র
দুধ-নবনীতে ভরা।

ভারতের এই প্রেমের তীর্থে
অশ্রুর ফুল ঢালা,
এস গো প্রেমিক, এস দম্পতি,
সাজায়ে বরণ-ডালা।
প্রণয়ের এই পুণ্য-পুরীতে,
নারী মহীয়সী অমরীর শ্রীতে
দীপ্ত আননে নাথের চরণে
সঁপেছে পূজার মালা!

তন্দ্রাপথে

মেঘের পুরীর পর্দ্দা তুলে'
নীল পাহাড়ের কোল ঘেঁসে,
কোন্ তারকার ইঙ্গিতে আজ,
পৌঁছিব গো কোন্ দেশে ?
হাওয়ায়-বাজা বীণার তানে
মন ছোটে আজ কোন্ উজানে ?
শূন্য গুহায় নূপুর শুনি'
কোন পুলিনে যাই ভেসে ?

উড়ো পাখীর সুরের সুরায়,
সরল-তরুর আবছায়ে,
প্রবাল-বরণ বৈকালে আজ
কোন্ পাষাণী গান গাহে ?
ফুল-পরাগের ঘোম্টা টানি'
লুটিয়ে চলে আঁচলখানি,
লাজুক মেয়ে সৌদামিনী
আল্‌তা পরায় তার পায়ে।

শতদলী

রূপের তরী ভসায় পরী
গৌরী চাঁপার রঙ্ মেখে,
পদ্ম-গোলাপ নিন্দি' পাখা
পরিয়েছে তার অঙ্গে কে!
কোন্ মহুয়া-মদির সুরা
পান করে ওই ফুল-বধূরা!
পালিয়ে গেছে প্রাণ-বঁধুয়া
বিম্বাধরে দাগ রেখে!

বিস্মৃত কোন তূর্য্য-ধ্বনি
গর্জ্জে বুকের পঞ্জরে?
পথ হারায়ে ঝঞ্ঝা ফিরে
রুদ্র গহন সুন্দরে,—
ছিন্ন কেতু উর্দ্ধে ধরি'
উঠ্ছি একা শৈল' পরি—
নীল অশনি ঝল্সে গেছে
ভ্রাক্ষা-বনের অন্তরে!

লো সুষমা, এসেছি আজ,
ছিঁড়িয়া ডোর-শৃঙ্খলে—
ডাক্‌ছে আমায় অস্ত-তারা
প্রাণ যে আজি চঞ্চলে!
কোন্ পথে ওই অচল চলে?—
শান্তিজলের ঝর্ণাতলে,
ফুট্‌বে কবে মানস-মৃণাল
ফুল্ল সোণার উৎপলে?

পথকে আজি ঘর ভাবিনে—
ঘর যে আমার ঢের দূরে ?
কোথায় বাজে বসন্ত-রাগ ?
মন মজেছে সেই সুরে।
পৌঁছিব গো কোথায় গিয়া ?
উথ্‌লে উঠে নগ্ন-হিয়া—
আঁক্‌ব শোণিত-বিন্দু দিয়ে
শেষ গোধূলির সিন্দুরে !

প্রাচীর-ছায়া যায় কি দেখা
বৈজয়ন্ত-নন্দনে ?
স্বপ্ন-চাতক পক্ষ মেলে
মন্ত্রমাখা রঞ্জনে—
মানব-জীবন ঢেউএর মত
কোন্ বেলাতে মর্ম্মাহত ?
নয়ন মুদি ঝর্ণা-ধূমে
কোমল ঘুমের অঞ্জনে।

কোথায় রে শেষ পান্থশালা
কোন রূপালির প্রাঙ্গণে ?
শঙ্কারে আজ নির্ব্বাসিনু
এই বেলা এই নির্জ্জনে—
মুক্তাহারা শুক্তি তুলে'
কোন্ খেলাতে ছিলাম ভুলে ?—
নে গেঁথে মন বরণ-মালা
অনুরাগের রঙ্গনে।

রাত্রি-রাণীর আশার বাণী
দিনের হৃদয় দেয় ভরে'—
অনন্ত কাল মৌনী রহে
প্রশ্নহারা উত্তরে।
চন্দ্রাতপে ঘুমায় কারা?
হাজার ডাকেও দেয় না সাড়া,
নীল আকাশের প্রসার মাপে
রশ্মি-মুকুট ভাস্বরে!

ডুব দিনু আজ ধ্যান-সাগরে,
সব বাসনার সুপ্তিতে,
জান্‌ব তাঁরে মৃত্যু-ভূমি
পারে নি যাঁর রূপ দিতে।
শুকিয়ে গেছে সোনার মাটি,
কোন্‌ ফসলে বাঁধ্‌ব আটি?
তন্দ্রাপথের অন্ত কোথায়
নিত্য দিনের দীপ্তিতে?

বসন্ত-অভিসার

ফুল ফোটে আজ বসন্তর,
সাজে কি লাজ-বসন তোর,
ওই, অলক-দামে চিকণকালো কুন্তলে ?
আয়, দুল্‌বি কে কে পুন্নাগেরি শাখায় বাঁধা হিন্দোলে ।

দোল-দোলনে ঢিলা হ'য়ে সোহাগ-বেণী যাক্ খুলে,
ঢাকা দিয়ে রাখিস্ নে মুখ, তাকা' তোরা চোখ তুলে।
মনের কোণে রঙ্ ধরেছে,
আকাশ-বাতাস বদ্‌লে গেছে,
মল্লী-চাঁপা-যূঁই-বেলাতে দখিন্ হাওয়া যায় বুলে'—
তাকা' তোরা চোখ তুলে' ।

চৈত্র-রাতি, আকুল রতি ফুল-শরে !
ঘর ছেড়ে চল্, তমাল-বীথির পথ ধরে' ।
কোন্ পুলিনে নীল সলিলে,—
খেল্‌বি খেলা সবাই মিলে,—
মন্ত্র নিবি বন-বিহারীর মন্তরে—
সে যে বাঁশীর ভাষায় ডাক দিয়েছে নাম ধরে' ।
বস্‌বি কেরে মুখোমুখি তার সনে—
কাঁটা দিয়ে উঠ্‌বে বুকে প্রাণ-বঁধুয়ার পর্শনে।

মান-ভাঙানোর দিন গেছে রে, কুঙ্কুমে আজ রঙ-ভাণ্ডা,
জ্যোৎস্নাধারা পিচ্‌কারীতে কর্ রাঙা,—
উন্মাদিনী রাইকে নিয়ে
ফাগের রসে দে রাঙিয়ে,
দুলিয়ে শাখা, ঝরন্ত ওই ফোটা-ফুলের চিক্ টাঙা।

কি যায় আসে ইমন, কাফি, সিন্ধু বা সর্‌ফর্দ্দাতে?
নগ্ন পরাণ ঢাকুক্ সুরের পর্দ্দাতে।
কপোল চাপি' কান্ত হাতে
দিক্ সে চুমা চোখের পাতে,
ঝরুক্ অধর-কমল-মধু আজ রাতে,
চোখোচোখি মন মাতে আজ দোল্‌নাতে।

কে বিছালো ফুল-বিছানা আজ ব্রজে?
কলঙ্ক ভয় উপেক্ষি' আয়, মন মজে।
করুক্ অশোক কাঞ্চনেতে,
কানাকানি, কুঞ্জে যেতে—
টুট্‌ল রসের কুম্ভ কাহার, বাজ্‌ল চরণ-পঙ্কজে?

পুষ্প-রসের উৎসবেতে নাচবি তোরা হাত ধরে',
'সমে'র ঘরে ডাক্‌বে কোকিল ঘুম-ঘোরে,
মাঝ-আকাশে হাসে শশী,
তর্ সহেনা আয় রূপসি;
আজ্‌কে ঘরের বাইরে কবির, কল্প-বাসর ফুল ঝরে।

ফল্‌ল পারিজাতের স্বপন, ফুল-মধু দেয় আল্‌পনা,
নূপুর বোলে উন্মনা।
বয় যমুনা রঙ্গিলা,
আয় রে প্রাণে প্রাণ মিলা,
রস-মাধুরী সব বিলা,
বঁধুর করে, যার আদরে রইবি চিরযৌবনা।

বসন্ত-বিলাস

ফাল্গুন-বন-পল্লব-ছায় কোন্ কোন্ রঙ্ ফুট্‌ল ?
কিংশুক ফুল চীন-বাস গায় চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল ?
পিক পঞ্চম গায়,
বয় দক্ষিণ বায়,
ফুল-হিন্দোল, ছন্দের দোল,—ঘোম্‌টার জের টুট্‌ল।

সুন্দর মুখ, খঞ্জন চোখ, জাফ্‌রান্-রঙ্ অঞ্চল।
নৃত্যের শেষ,—সঙ্গীত রেশ, ফুলবাণ সব চঞ্চল।
আন্‌মন্ চম্পায়,
স্বপ্নের আব্‌ছায়
যৌবন-লোল হাস্যের রোল, রূপ-দর্পণ ঝল্‌মল্ ?

জ্যোৎস্নার রাত, বন্ধুর সাথ নন্দন ফুল শয্যা ;
রঙ্গের ফাগ, চুম্বন রাগ—লজ্জায় লাল লজ্জা !
মল্লীর-সৌরভ,
কুন্তল-গৌরব—
চায় প্রাণ-মন আপ্‌নার জন, বনময় ফুল-সজ্জা।

ওরে কঙ্কণ-সুর ঝঙ্কার তোল্ আয় ফুল-মৌ পান কর,
জাগে বংশীর তান, হর্ষের বাণ, রাত-ভোর গীত-নির্ঝর ;
খোল্ কাঞ্চীর বন্ধন,
হোক্ উন্মদ ঘূর্ণন,
খুলে' দিক্ ওড়্‌নার কাঞ্চন পাড় কন্দর্পের ফুল-শর।

ওরে খোল্ অর্দ্ধেক উন্মীল চোখ অঞ্জন আর কাজ নেই—
ওলো আল্‌তায় লাল পা'র তল তোর, মঞ্জীর ঠিক বোল্‌বেই।
এল উৎসব-লগ্ন
আধ- তন্দ্রায় মগ্ন
জাগে বল্লভ তোর বক্ষের ঠাঁই ধ্যান-সুন্দর আজ সেই।

বুকে তাল দেয় ওই রত্নের হার—ডুব দেয় সব অন্তর,
আঁকি' চন্দন-রস-আল্‌পন আজ জপ কর্ প্রেম-মন্তর—
মুখ মন্দার গন্ধি,—
প্রিয় দর্শন-নন্দী
ওই কজ্জল চোখ যৌতুক দিক্ উদ্বেল প্রাণ, মন তোর।

দোল-স্বপ্ন

চাঁদের রঙে ডুবিয়ে আঁচল,
ফাগের গুঁড়া মেখে,
ঝুল্‌নাতে ফুল ঝুরিয়ে দিয়ে
খেল্‌বি তোরা কে কে ?
এমন মায়া-পূর্ণিমাতে,
শুন্‌বি সারঙ্‌ রঙ্‌-খেলাতে,—
রাঙা আঁচল ভাসিয়ে দিবি
নীল দরিয়া ঢেকে।

রঙ্গ করে কঙ্কণেরি
মন্‌চোরা ঝঙ্কার ;
মদির-আঁখি ব্রজবালার
বিলাস-অভিসার ;
রসের সায়র নিছিয়ে পায়
নিখিল-গোকুল আঙ্গিনায়,
বরণ করে' পর্‌বি গলায়
কলঙ্কেরি হার।

৪

বাজ্‌ল বুকে লাজের কাঁটা,
রক্ত ছুটে তায়,
রাঙিয়ে দিল কোন্‌ দরদী
কুঙ্কুমেরি ঘায় ?
বন-পথে কোন্‌ স্বপ্ন-ভোলা
টাঙিয়েছে গো নতুন দোলা,—
ফাগুন-বীথি মুখর হ'ল
হাসির ঝরণায়।

গানে গানে শিউরে উঠে
সেই পুরাণো পথ,
উধাও ছোটে রাই-কিশোরীর
তরুণ মনোরথ।
দিনের ঢেউয়ে বনের কোণে,
চির-আপন অচিন্‌ জনে,
পরদেশিনী আল্‌তা-রাগে
লিখিয়েছে দাস-খৎ।

আদর-রাঙা ফাগুয়াতে
রঙাও বঁধুর হিয়া,
বুকের তলে সুধার রাশি
উঠুক উছসিয়া।
লাল সাগরের ফেনা লেগে
অশোক-কলি উঠ্‌ল জেগে,
বন-মাধবী গরব করে
গন্ধ বিলাইয়া।

কোন্ ভামিনীর লালুচে ঠোঁটে
সকাল যেন সাঁঝ ?
পিচ্‌কারীতে—কালিন্দীতে
ভরা জোয়ার আজ।
এলোচুলে গোলাপী জল
তিতিয়ে দিল আঁখির কাজল,
ঝিক্‌মিকিছে আবির-কণা
চিকণ সাড়ীর ভাঁজ।

হাজার যুগের ফাগুন-রাগে
কিশোর আগুয়ান,
ফুলঘরের দেওয়াল-ফাঁকে
হানে বিনোদ বাণ।—
আজকে ব্রত উদ্‌যাপনে
মন মিলায়ে বঁধুর মনে,
পূর্ণঘটে স্বর্ণ শ্রীফল
অর্ঘ্য করে দান।

বঁধুর লাগি' বেলাবেলি
জল্‌কে চলে' আসি
বিহান ভরি' গাহন ক'রি
এলিয়ে চুলের ফাঁসি।
দুষ্টু অলির কালো পাখা
ঝরিয়ে দে যায় খোস্‌বো-মাখা,
কামিনী-ফুল পাপ্‌ড়ি-ঝরা
কোমল মিঠে হাসি।

আজ্‌কে ব্রজের দূর্ব্বা-শেজে
তিল ঠাঁই নেই আর,
হাল্‌কা হাওয়ায় এলিয়ে পড়ে
মিনি-সূতার হার।
মন লাগে না ঘরের কাজে,
নতুন নেশা ফুলের ঝাঁজে,—
ফাটিয়ে বাঁশী ডাক দিয়ে যায়
আচম্‌কা ঝঙ্কার।

হাসি দিয়ে কর্‌ব খুসি,
তুষ্‌ব আরতিতে,
পূজ্‌ব চুয়া-চন্দনে তায়
সোনার তুলসীতে।
সরম টুটে' সুখ জেগেছে,
নীল-কাজলের ঢেউ লেগেছে,—
চম্‌কে উঠি বন-বিহারীর
দোল-দোলনের গীতে।

বঁধুয়াকে ঘিরি' সবাই
গাইছে মনের সাধে,
গায় কখনো চড়া গলায়,
কভু কোমল খাদে।
হরিণ-শিশু খেল্‌ছে পাশে,
রাঙা ধুলোট্‌ সবুজ ঘাসে,—
চরণ কা'দের যায় রে বেধে'
ঝুরো ফুলের ফাঁদে!

তাল-ফেরতার তালে তালে
পাঁয়জোরে জোর বোল্,
সারা আকাশ রঙীন্ করে'
দোলায় রাঙা দোল।
আজকে দিব অঞ্জলিয়া
মধুরাতের 'নোমালিয়া',—
নাথের মিলন-সঙ্কেতে সই
শোণিত উতরোল!

ফিরে চাওয়া

নতুন চাওয়া চাওগো ফিরে,
এই চাওয়া কি সেই চাওয়া ?
আকাশ-ভরা তারার আলোয়
চোখের তারার গান গাওয়া ?
মন-মহুয়া ফুলের মদে
মূর্চ্ছা গেল জ্যোৎস্না-বৌ,—
লাবণ্যে কা'র হার মেনেছে
হাস্নু-হানার টাট্‌কা মৌ !

কই সে চাওয়া সাধ-মেটানো ?
খুশ্‌রোজে কি খেয়াল শেষ !
পর্‌-দেশীয়া দর্‌দিয়া কে
ভাঙ্গিয়ে দিল তন্দ্রা-রেশ !
ডাক্‌বো ফিরে ? ডাক্‌তে মানা,
কান্না আমার কণ্ঠহার !
সুর্ম্মাতে কে কর্‌লে নীলা
ফটিক্ চোখের জল-বাহার !

শূন্য শেজে,   দীপটি জ্বেলে'
তার আরতি, তাই চাহি—
সেই গোলাপী   পদ্ম-হাসি,
নীল নয়নে নিদ্ নাহি !
কা'র মালাতে   পড়ল' গাঁথা
কাঁচল-ঢাকা উল্কারা ?—
চির-নারী-   পরশ-মণি,
নন্দনেরি ফুল কা'রা ?

কাঁদন-ঝরা   একলা বাদল
বাঁশীর সুরে ফুঁপিয়ে গায়—
ওরে, ব্যথার সুরে   সুর-বাঁধা কি
এতই সোজা হায় গো হায় !

সে

ওগো মনের চোখে মেঘ্‌লা কাজল বুলিয়ে কে—
এই দিল্‌-ভোলাকে পাগল করে' ভুলিয়েছে ?
ওই সন্ধ্যাতারা চেনে গো তার সন্ধ্যামণির দুল দু'টি —
ওরে ক্ষ্যাপা হাওয়া পালায় চুলের ফুল লুটি'।

আজি তার বিরহের বেদন্‌ বাজে এই বুকে,
মরি তারই অধর-সুরার সুবাস মোর মুখে ;
দু'টি কালো আঁখির কটাক্ষে সে পূর্ণিমাকে ভুলিয়েছে,
ঘাটে জল-ভরণে মৌ-যমুনা গুলিয়েছে।

সে যে চাঁদ্‌নি-গাঙে এক্‌লা খেয়ায় পেরিয়েছে,
আজি তার তরী হায় বা'র-দরিয়ায় বেরিয়েছে।
শোনো সারেঙ্গীতে সুর বেঁধেছে মূর্চ্ছনায়,
গীতে তাল দিতে তার নীল ঢেউ-এরা লজ্জা পায়।

সে যে চিরকিশোর ফাল্গুনেরি পাট-রাণী,
ফুলে সাজিয়েছে মোর মধুরাতের ফুল্‌দানী ;
ও সে গোলাপময়ী কোন্‌ বসোরা রূপ-পশরা দেয় ডালি;—
করে অপ্সরীরা তার মিলনে ঘট-কালি।

ভরা ভাদর-সাঁঝে আদর-ফোটা 'গন্ধফলী' বিলিয়েছে ;
আহা ভোরের বায়ে আজ কোথা' সে মিলিয়েছে !
কোন্ সোনালা জেস্‌মিনেরি রেশ্‌মী কেশর উল্লসি' ।
হাসে গোরোচনা-গৌরী-রূপের উর্ব্বশী ?
এল বরণ-বেলা গন্ধ-মালায় চন্দনে,
বাজে জংলি 'পিলু' যৌবনেরি নন্দনে,
জাগে জ্যোৎস্না-বঁধুর উলুধ্বনি বকুল-বনের আব্‌ছায়ে,
শুনি প্রথম লাজে নূপুর বাজে তার পায়ে ।

আমি পড়্‌নু আদি-কাব্যখানি তার সে যাদু ইঙ্গিতে,
ফোটে স্বর্ণভাতি তার শ্রীমুখের ভঙ্গীতে ;
কাঁপে লক্ষ যুগের পদ্ম-ফোটা ঠোঁট দুখানি থর্‌থরি'
সে যে চুম দিলরে পঞ্চশরে জয় করি' ।

ফিরে এস গো মোর সাগর-মথা ফুল্লরা
সখি, জাগো বারেক জীবন-পথের দুখ্‌হরা ;
এই জগৎ-নাগের বিষের জ্বালা বুকের মাঝে জড়িয়েছে-
ঝড়ের হাওয়া বেলকুঁড়িদের ঝরিয়েছে ।

বনের কোণে

পালিয়ে এলাম শিকল ছিঁড়ে
বনের কোণে নিরালাতে,
সকল বেসুর হ'য়েছে দূর
বাজ্‌তো যা মোর মনের সাথে
এই খানে এই অনেক দূরে
পথ ভুলিনু তার নূপুরে,
সুনয়নীর মায়ামণির
চির-গোপন ইসারাতে !

এই খানে সে কখন এসে
স্মৃতির লিপি গেছে ফেলে'—
অন্ধকারের আল্‌পনাতে
জ্বল্‌জ্বলে তার নয়ন মেলে।
শেষ-মিনতি শেষ-তৃষাতে
পাইনি নাগাল আকুল হাতে ;—
রূপ হারালো রূপের লীলা
বন-পলাশে আলোক ঢেলে

কখন এল মদালসা
আমার তরুণ দিনের প্রিয়া,
অধর-পুটে গোলাপ-রাঙা
আগুন-শিখা শিহরিয়া।—
মালার সূতো রইল খালি,
বইনু ঝরা ফুলের ডালি,—
ও সে পিছন ফিরে পালায় ধীরে
কালোচুলের আড়াল দিয়া!

ডাক্‌ল আমায় নিঝুম রাতে
ঘুমন্ত ঐ নির্ঝর-গুলি;
কান্নাচাপা চোখের পাতে
ঝুরছে উতল জলের ধূলি।
গাইল হাওয়া হায় খেয়ালী,
নীরব হ'য়ে সব খোয়ালি,
প্রাণ-প্রতিমার আল্‌তা-রসে
ভিজলো না তোর শুক্‌নো তুলি।

শোন্‌রে ক্ষ্যাপা, জলের তৃষা
মেটে কি রাগ-রক্ত-ধারায়?
রইলি কেবল দরদ-ভাগী
ঠাঁই নিলি তুই গহন কারায়!
অপূর্ণ তোর বরণ-আশা,
ব্যর্থ যে তোর ভাল-বাসা,
গড়্‌লি দেহ,—চাউনি দিতে
পারলি নে তার চোখের তারায়।

ঝুম্‌কা-রাণী

পাহাড়-ঘেরা বাঁধের তীরে—
পথ ফুরাল শেষ রাতে,
সাম্‌নে দূরে উচ্চ চূড়া—
দাঁড়িয়ে আছে জ্যোৎস্নাতে।
কাল্‌কে রাতে প্রহর জাগি'—
এসেছি আজ যাহার লাগি'—
সেই মোহিনী ঘুমায় তখন
শিরীষ-কেশর-শয্যাতে।

সন্ধ্যে-তারার আলোক থেকে
জ্বালিয়ে আপন দীপ-খানি
ঘুমিয়ে আছে 'ঝুমকা'-রাণী
এলিয়ে তনুর ফুল্‌দানি।
অ-ফুরন্ত ধূপের বাসে
মৃগ-নাভির গরব নাশে,—
পালিয়ে গেছে তিলোত্তমা—
কটাক্ষে তার হার মানি'।

ঝর্ণা-ধারা গাইছে গো তার
নূপুর-পরা পা'র কাছে,
ভোরের পাখী উঠছে ডাকি'—
ফুট্‌ছে আলো শাল-গাছে।
মৌয়া-ফুলের মদালসে
ওড়না-খানি গেছে খসে'
তখনও তার মুখের 'পরে
জরির চিকণ জাল আছে।

আস্‌মানি-নীল কাঁচলি তার
শিউরে ওঠে উচ্ছ্বাসে,—
অন্তরে বয় আবেগ-তুফান,
বাইরে তাহার ঢেউ আসে।
বসন্তিয়া পর্‌দা টানি'
স্বপন দেখে পরীর রাণী,—
রঙীন্ হিয়া নিঙাড়িয়া
দিলাম আজি তার পাশে।

চির-যুগের কান্তা আমার,
প্রাণ-প্রতিমা, বাঞ্ছিতা,
চিনি তোমার সীঁথির মণি,
শিথিল বেণার নীল ফিতা।
নিমন্ত্রণের পত্র লিখে'
পাঠিয়েছিলে এই পথিকে,—
শুন্‌ব মধুর কণ্ঠ তুহার,
জাগো ফাগুন-পুষ্পিতা।

তোমার রূপের দরবারে আজ
ভেট দিনু এই বরণ-হার,
চারু চোখের চোরা দিঠি
চমকে দেছে দিল্ আমার।
তোমার পাণির তড়িৎ-ভরা
দাও পরশন তরুণ-করা,
ঘুচাও মম অকাল জরা
খোলো শৈলপুরীর দ্বার।

লো পাষাণি. এই প্রবাসে
একটু বস' মোর সাথে,
হোক্ দু'জনে চোখো-চোখি
নীল পাথরের পঁইঠাতে।
গরীব-খানায় খেয়াল-সুরে
আমিই না হয় ছিলাম দূরে,—
তুমিই বা কোন্ ডাক্‌লে মোরে
বকুল-ঝরা দোল-রাতে?

কুঞ্জে যখন ক্ষ্যাপা পবন,
লুট্‌ত মধু যূঁই-ফুলে,
স্বপন-ঘোরে তখন মোরে
গেছ্‌লে প্রিয়ে স্রেফ্ ভুলে'!
সে দিন তোমার এই লাবণি
লুকিয়ে কেন রাখ্‌লে ধনি!
তাকাওনি ত' হায় স্বজনি,
কওনি কিছু চোখ তুলে'!

দিনের রঙে এই দুনিয়া
ঝাপ্‌সা দেখে যার আঁখি,
আব্‌ছায়ারা আল্‌পনা দেয়,
ফিরতি বেলার নেই বাকি ;
শুক্ল কেশে অতিথ সাজি'
পরদেশীয়া ডাকছে আজি—
ওই দেখ' তার প্রিয়তমার
লাজ ভেঙ্গে দেয় বন-পাখী ।

আবার নব কিশোর হ'ব
দাও রসায়ন, সুন্দরী,
চল' কুটীর-আঙিনাতে
সোহাগ-সিঁদূর-টীপ পরি' ।
ফির্‌ব না সই—ফির্‌ব না লো,
সঙ্গ তুহার লাগ্‌ছে ভালো,—
জীয়াও তারে দরদ-ভারে
গিয়াছে যার মন্ মরি' ।

রাখ' আমার শেষ মিনতি,
ছল ক'রোনা নিঠুরা,
সুর মিলায়ে দাও গো বেঁধে
তার-ছেঁড়া মোর তান-পূরা ;
গাইব গীতের শেষের কলি,
রস-লহরী দাও উথলি',
তৃষাতুরের পেয়ালাতে
দাও গো ঢালি' শেষ সুরা ।

আধ-ঘুমানো মুখে তোমার
হাসি-টুকুন্ লুকিয়ো না,
উদাস হ'য়ে বাঁকিয়ে গ্রীবা
সাধের মালা শুকিয়ো না ;
এই যদি শেষ ছিল মনে, —
বিদায় দেবে আপন জনে,
মিথ্যা কেন আমায় তবে
করলে হেন উন্মনা !

ওই অলকে, ওই কপোলে,
অপাঙ্গে কি ভঙ্গিমা !
অভিসারের ললিত-বেশে
বিলাস-লীলার নেই সীমা।
নূর-জাহানের রূপ জিনিয়ে
নিলে যে মোর মন ছিনিয়ে !—
চুণির মত দাও রাঙিয়ে
অনুরাগের রক্তিমা।

'দুধ-পাথরে' তোমার নিখুঁৎ
মূর্ত্তি গড়ি নির্জ্জনে,
আঙুর-মিঠে অধর-পুটে
পিয়াস মিটাই তন্মনে।
জনম জনম এম্‌নি ক'রে
লুকাও দূরে কাঁদিয়ে মোরে,
দাগ রেখে যায় তোমার ছায়া
আমার স্মৃতির দর্পণে।

আজও ফোটে তেমনি শোভায়
বন-গোলাপের লাল কুঁড়ি!
নিথর হ'য়ে প্রজাপতি
বসে গো তার বুক জুড়ি'।
বাঁধের ঘাটে 'পূর্ণিমা' সে
চুপি চুপি নাইতে আসে,—
গুমরে উঠি, শুনি যখন
বাজে তরল জল-চুড়ি।

জাগাও তৃষা মিটাও তৃষা
লো ষোড়শি সঙ্গিনি,
ঘূর্ণি-হাওয়ায় অনেক ঘুরে'
এলাম চলে' পথ চিনি'।
তোমার পানে চেয়ে চেয়ে
আফ্‌শোসে চোখ আস্‌ছে ছেয়ে,—
কেন মদির যৌবনে মোর
দাওনি ধরা রঙ্গিণি!

পাপিয়ার প্রতি

পী কাঁহা, সে গোপী কাঁহা ?—প্রতিধ্বনি কাঁদে আহা
কই সখী কই ?
হা রে মুসাফির পাখী, কে আর মুছাবে আঁখি
দরদিয়া বই ?
পূর্ণশশী করে খাঁ খাঁ, নিথর-নিশুতি-ফাঁকা
স্তিমিত আঁধারে
রাতের বাতাসে কা'র ফুকারিছে হাহাকার
দরিয়ার পারে !

জীয়ন্তে কবরে ভ'রে পাথরে গাঁথিয়া তোরে
গিয়াছে পাষাণী,
সাজা দিয়া গেছে সে তো, ফুল-মধু লাগে তেতো
ফুরায়েছে বাণী !
কোথা সে দোসর-সারী পূরবিয়া সুকুমারী
পিয়ারী তুহার ?
ফুটাত' যে চুমু দিয়া, লাজে-লাল দুপুরিয়া
কলিকার হার !

আদরিণী যাহুকরী ফুলের গেলাস ভরি'
বিলাত' মহুয়া,—
মীলিত পল্লব-চোখে মাতোয়ারা করে' তোকে
মাথাত' ফাগুয়া !
মেটেনি স্থখের ভুখ, ? ভুলিস্ নি সোণামুখ,
সে কি ভুলিবার ?
চাহনির অন্তরালে নখ, দিয়ে চোখ গালে,
এ কি রঙ্গ তা'র !—

যে করেছে অশ্রুভাগী— জ্বলি' জ্বলি' তারি লাগি'
হ'লি রে মরিয়া,
সঙ্গ-স্মৃতি-বিষ-দাঁতে ফুটা করে কলিজাতে
কুরিয়া কুরিয়া !
উলঙ্গ করিয়া হিয়া ক্ষ্যাপার কাকলী দিয়া
বুনে যাস্ স্থর,
প্রকাশিতে অপ্রকাশে মুখরি' শকুন্ত-ভাষে
কাঁদন-আতুর !

রে বিবাগী ছন্নছাড়া, কোথা যাবি বাসা-হারা ?
কোথা ছিল ঘর ?
ক'কিয়ে উঠিস্ বৃথা, ভুলে গেছে পরিচিতা
কে দেবে উত্তর ?
ওরে বন্ধু ভবঘুরে, ভিতরে বাহিরে পুড়ে'
জুড়াইবি কোথা ?
'সরল' তরুর ডালে কাঁচা-কাঠে চিতা জ্বালে
তপ্ত তোর ব্যথা !

রে চঞ্চল নিরাশ্বাস, ডেকে বুঝি সুখ পাস্
ভুলে যাস্ জ্বালা!
রে মধু-বঞ্চিত-পাখী মিছে আর পিছু ডাকি'
ঝুরিস্ নিরালা!
নিরুপায় দুঃখ সহি' অন্তরাত্মা প্রভুদ্রোহী
হানে অভিযোগ,—
কেন মরি আচম্বিতে সাঙ্গ হয় অবনীতে
অমরার ভোগ!

কেন নীলাকাশ থেকে মালার আঘাত লেগে
রাজ-সীমন্তিনী
বেড়িয়া বল্লভে তা'র নিশ্বসিল শেষ বার
মূর্চ্ছিতা মোহিনী!
দেশকাল পাশরিয়ে সোণার প্রেয়সী নিয়ে
কেন রঘুনাথ,
বজ্রকে পাঁজরে ঝাঁপি' নিঃসঙ্গ গেছেন যাপি'
সীতা-হারা রাত!

বলা শেষ, খেলা শেষ, চাওয়া শেষ, পাওয়া শেষ
সুরা-উৎস-প্রায়,
খেয়ালীর ক্ষতিলাভ,— এ পারের বে-হিসাব
সে-পারে ফুরায়!
কোথা' সে পারের পথ, আলোর ললিত গৎ?
উতল নয়ন—
অসহ-অশান্তি-হরা শেষ-ক্ষুধা-পূর্ণ করা
সুধার প্রাশন!

কোনো যোগ কারো সনে নাহি সেই চিরন্তনে
পূর্ণ শুভ ছাড়া !
আজো যাঁর স্নেহ-কোলে করুণার রসে গলে'
দিস্ পাখি সাড়া।

একি হেরি ওকি তুই লুটায়ে চুমিস্ ভুঁই
ধূলার মাঝারে ?
রক্ত-ঝরা চঞ্চুপুটে বেদনা সে যায় টুটে'
অজানা আঁধারে !

উদ্দেশে

মরণের ছায়া-'চিকের' ওপারে
লুটাইছে তব নীলাম্বরী,
হাত বাড়াইয়ে পাইনে নাগাল,
পরশের আগে যাওগো সরি' ।
কথা ছিল এই, আগে যাবে যে-ই,
করিয়ে পাঠাবে নিমন্ত্রণ,
গেছ দূর ঠাঁই, খবর না পাই,
একা-একা ওগো আছ কেমন ?

তুমিও কি আজি আমারি মতন
এমনি উতলা অথির চিতে,
বক্ষে চাপিয়া আগুনের ঝাঁপি
ফুঁপিয়া উঠিছ আচম্বিতে ?
জাগরণে নেই ! হেরি স্বপনেই
আনাগোনা কত লজ্জাবতি,
এ কি তব রীত ! আমার সহিত
একি লুকোচুরি, ব্যথার ব্যথী !

অকারণে হায় কঠিন কথায়
কাঁদায়েছি কত তোমাকে প্রিয়া,
বুঝি তারই শোধ লহ গরবিণি,
নিঙাড়ি' নিঙাড়ি' বিকল হিয়া ।

আদর তোমার দাবি করিবার
অবসর কভু দাওনি মোরে,
মালতীর মত লতায়ে উঠিয়া
আগলিয়া ছিলে ফুলের ডোরে।

বাসি পাপড়ির সুবাসে ব্যাকুল
নিশুতি-শয়নে লুটায়ে শির,
তব কুন্তলে পরাইব বলে'
গেঁথেছি নিথর-মুকুতা-নীর।
বালিকার মত ছিলে দুরন্ত,
লীলা-কৌতুকে তরুণী-প্রায়,
খেলিতে খেলিতে একি সাজা দিলে,
এ কি অবসাদ সব আশায়!

ছেড়ে চলে' যেতে সরেনি তো মন,
পেয়েছিলে তুমি দুখের দুখী,
মুদিত সজল আঁখি-উৎপল
মুছায়ে দিয়াছি অশ্রু-মুখি!
অনেক দূরে সে মরু-গিরি-পারে
নীল "পুষ্কর" হ্রদের কূলে,
"সাবিত্রী" থেকে সিঁদূর আনিয়া
পরানু যে দিন ঘোমটা খুলে'।

মৃদু-গুঞ্জনে কয়েছিলে মোরে,
"ছি ছি যদি কেহ দেখিতে পায়!"
পথে কার বাঁশী মূর্চ্ছনা-ভরে
সরমে রাঙায়ে গেল তোমায়।

আর তত জোর, অছিলা-ওজর,
সাজে কি গো মোর কাহারো কাছে ?
এস, এস ফিরে, এই উদাসীরে
আপন বলিতে কে আর আছে ?

কত কথা যে গো আছে বলিবার—
কারে ক'ব আর না-বলা ব্যথা ?
এনেছে পূজারি অশ্রুর ঝারি,
বারতা তোমার মিলিবে কোথা ?
যা-কিছু তোমার ছিল মম প্রিয়,
অপ্রিয় শুধু বিরহ তব,
এ বেদনা-ভার নহে ভরা'বার,
কেমন করিয়া বাঁচিয়া র'ব ?

বুলাইয়া নীল বিজুলির তুলি
দাগ দিয়ে গেছ মরম-পটে,
পুরাতন সেই সুরের রেণুকা
খুঁজিয়া বেড়াই গাঙের তটে।
গেছ বসন্ত-গৌরি আমার
নিছিয়া মুছিয়া সকল সাধ,
শোন' কাণ পেতে কলিজা ভরিয়া,
গুমরে গোপন আর্ত্তনাদ।

অয়ি চারুতমে চিরসখি মোর,
বারণ মানে না মন-কাঁদন,
ঘরের ভিতরে সহি পরবাস,
জনতার মাঝে নির্ব্বাসন।

ফুরায়ে গিয়াছে প্রয়োজন মোর,
সব আতঙ্ক হয়েছে শেষ,
ক্ষ্যাপার অধিক ক্ষ্যাপাইয়া গেছে
আলতায় লাল শেষের বেশ !

চিনেছিনু তব শেষ কটাক্ষ,
গুছায়ে দিনু গো কেশের পাশ,
ছিলে শরীরিণি পূরণিমা মোর,
দেখিয়া-দেখিয়া মেটে নি আশ।
বিদায়-ধূসর ওষ্ঠ-সীমায়
পরশিতে গিয়া ফিরিনু লাজে,
রাখিনু তুহার করুণ মিনতি
না ছুঁইনু গুরুজনার মাঝে।

সাঙ্গ হ'লো না শেষের কথাটি,
খুলিল না আহা অধর-দ্বার,
অবনীর এই বাতায়ন থেকে
ডেকে ডেকে সাড়া মেলে না আর !
এখনো চকিতে দাও হাত-ছানি,
কাঁকণ বাজে গো শূন্য ঘরে,
উঠি চমকিয়া মধু-ঝরা তব
জল-তরঙ্গ-কণ্ঠ-স্বরে !

শিরীষ-কেশর জিনি' সুকুমার
অলকে-জড়ানো কাণের দুল,
ভুলিনি ভুলিনি হৃদ্-বিহারিণি,
চিনিতে তোমারে করিনি ভুল।

ভুলিনি মোহিনি, চাহনি তোমার,
পারি কি ভুলিতে পত্র-লেখা ?
ঝরিছে অঝোর নয়নের লোর,
কাঁদিতে যে আর পারিনে একা।

সুদূর অতীতে প্রেমিক সে 'রুরু'
আয়ুভাগ দিয়া প্রিয়তমায়—
জীয়াইয়াছিল কি মন্ত্র-বলে
সঞ্জীবনী সে ভালবাসায় ?
মেলি' অপলক ঘুম-হারা চোখ
রাত-ফুরানোর তারার পথে,
দাঁড়ায় থমকি' মুহূর্ত্তগুলি ;—
রক্ত ছুটে গো ললাট-ক্ষতে।

লো অপরাজিতা, মাধুরীতে তব
পারিজাত-মধু মেনেছে হার,
চাঁদের আলোর সঙ্গিনি মোর,
সঙ্গ নিয়াছি আজি তোমার।
গলিল পুলক-"অলকনন্দা"
তোমারি প্রথম চুম্বনেই,—
আজো পাই সেই চন্দন-বাস,
এ-প্রবাসে তার তুলনা নেই।

হারায়নি হায় হাসিটি তুহার,
আবার প্রেয়সি দাঁড়াবে বামে,
পুরাইবে চির-দুরাশা আমার,
পরিচয় দেবে অচেনা নামে।

সাতাশ বছর ছিলে সাথা মোর,
সাতাশ "বিজয়া" ফুরালো ত্বরা,
এবারের মত কোলাকুলি শেষ,
ঝলসিয়া গেল সুখের ধরা।

লো চির-কিশোরি, উৎসব-রাণি,
ফুটেছিলে নব নলিনী-প্রায়,
পুণ্য করিলে আলয়-আঙিনা
লক্ষ্মী-পূজার আলিপনায়।
দুখ-দারিদ্র্য সহি' মোর সনে
স্বস্তি দিয়াছ সর্ব্বজয়া,
সুধা-সুমধুর সরল মনটি
তীর্থ-সলিলে ছিল গো ধোয়া ;

কভু এতটুকু অতৃপ্তি কই
দেখিনি তো ওই বুকের তলে,
এমন নিবিড় গিরা দিলে কেন ?
ছিঁড়িয়াই যদি যাবে গো চলে' !
মানবীর মত গলিতে সোহাগে,
দেবীর সমান দিতে অভয়,
তব পরসাদ-পীযুষ-পশরা
জুড়াইয়া ছিল সারা-হৃদয়।

ছিলে এই জড়ে চিন্ময় করে'
আত্মা-শকতি আকর্ষণী,
দৃষ্টিতে তব জ্যোৎস্না ঝরিত,
গলিত চন্দ্র-কান্ত-মণি।

গেছ কি ভুলিয়া "বিশ্বনাথে"র
মন্দিরে পশি' আমারই লাগি'
দু'টি হাত জুড়ে' ডাকিলে ঠাকুরে,
এই খেয়ানীর কুশল মাগি' ?—

সেই সু-লগনে নয়নে নয়নে
শুভ-দৃষ্টি সে দ্বিতীয় বার,—
বর চেয়েছিনু যুগে-যুগে যেন
নিরমল-পাণি পাই তোমার।
মালা দিলে গলে যাঁহার বিধানে,
তিনিই তোমারে নিলেন ডাকি'
অবুঝ মোদের দূরে থাকা ভাল,
তাই বুঝি ছিঁড়ে দিলেন রাখী।—
দাতারে ভুলিয়ে দত্তায় নিয়ে
ছিনু তন্ময় আত্ম-ভোলা,
কাম-কাঞ্চনে চঞ্চল-মনে
সাগরের তালে দিত গো দোলা।
দিশেহারা হ'য়ে এ পারের এই
অলীক সুখের অহঙ্কারে,
চিনিনি সে পথ, যে পথ গিয়াছে
মোর দেবতার দেউল-দ্বারে।

ছুটেছি ঊষর মরু-কঙ্করে,
পায়নি রসনা রসের লেশ,
বুঝি নি হেথায় রিক্ত এসেছি,
রিক্ত ছাড়িয়া যাব এ-দেশ।

তবু কেন মন ক্ষুধিত এমন ? –
অপ্রমত্ত জাগিব কোথা ?
কে বুঝিবে এই বহু-বিচিত্র
ঐক্যের মহা-সার্থকতা ?—

মৃত্যুর রথে অমৃত এসেছে,
ধৌত করেছে অবিশ্বাস,
ব্যর্থ নহে গো জীবন-বাসর,
রাগ-বিরাগের নাহি বিনাশ।
ক্ষমা কর' মোরে, অন্তর-যামী,
কেন রোষ-ভরে বিমুখ তুমি ?
কেন, কেন প্রভু মৃত্যু-জরায়
জর্জ্জরি' তোল' মর্ত্ত্যভূমি ?

কেন ব্যাধ-শরে ক্রৌঞ্চ-মিথুন
তপ্ত-শোণিতে লোটায় পাখা ?
বুক-চেরা-ডাকে ডাকে সে সাথীকে—
"তমসা"র কূল বিষাদে ঢাকা।
রোদনেও নাথ তোমারি করুণা,
বেদনার দানে ধন্য মানি ;—
মূরতি ধরিয়া দেখা দেয় আজি
মহাপুরুষের মহতী বাণী।

হিম-গিরি-কোণে দক্ষ-ভবনে
ধ্যানে ধরি' ভোলা মহেশ্বরে
দেখেছি মূরতি বিরূপাক্ষের,
লোটে সতী-শব কাঁধের 'পরে।

জটা-কলাপের স্ফুরৎ-ছটায়
"গোমুখী"-প্রপাত গতি হারায়,
ভালে শশি-কলা শুভ্র-চপলা
কভু ভাসে, পুন ডুবিয়া যায়।

বুঝিনি সে দিন রুদ্র ডমরু,
মেরু-সমুদ্র-সম নীরব,
পারিনি বুঝিতে কেন যোগীন্দ্র
দিগম্বরের সে তাণ্ডব।
ওই শুনি সেই বাম-দেব-ভেরী,
প্রতিধ্বনিত গিরি-শেখর,
"কৈলাস" থেকে "কুমারী" অবধি
সমীরিত সতী-প্রেম অমর!

হেরি গো দেবীর ছিন্ন-প্রতিমা
ঘুরিছে চক্র "সুদর্শনে"—
মন্দ্রিত মহা-কালের শঙ্খ
সৃষ্টি-প্রলয়-সন্ধি-ক্ষণে।
পার্থিব এই চিতার ভস্ম
বিভীষিকা নাহি দেখায় মোরে,
অক্ষয় সুখ, রূপাতীত রূপ,
রসের উৎস লোকান্তরে।

বজ্রও যাঁর, বংশীও তাঁর—
বুঝিয়াছি এই শেষ বেলায়;
'একাক্ষর' সে মন্ত্র জপিয়া
তাঁরই পদে চিত্ত শান্তি চায়!

বন্দনা

বন্দনা

তব আরতির পূজা-উপচার
সাজায়ে আজি,
অঞ্জলি ভরি' এনেছি জননি
কুসুম-রাজি ;
জ্যোৎস্না-রেণুর ঝিকিমিকি রচি'
আঁচল-ভাঁজে,
দাঁড়াও আসিয়া আমার মানস-
সরসী-মাঝে।

এস মা কবিতা-মুকুতা-মালিকা
কণ্ঠে পরি,'
নন্দনবন-তরুমর্ম্মরে
শ্রবণ ভরি'—
শুভ্র অভয় স্নেহ-কর-শাখা-
পরশ লাগি'
স্পন্দিত প্রাণে আছি মা দীর্ঘ
প্রহর জাগি'।

৬

তোমারি বিশ্ব-বিনোদ বীণার
দিব্য তানে
তন্ময় হয়ে' রহিব, সারদে,
তোমারি ধ্যানে ;
স্বচ্ছ বিশদ, উজ্জ্বল ভাষা
দাও মা দাসে,
গাঁথিব পুণ্য বাণীর মাণিক
ললিত ভাষে।

কল্পে কল্পে তব করুণার
কণিকা লভি',
ধন্য হয়েছে কত অভাজন
ভক্ত কবি ;
বিচিত্র বাণী করেছে রচনা
অমৃতে ভরি'
অক্ষয় যশোময়ূখ-মুকুট
গিয়াছে পরি'।

কত অযোধ্যা ইন্দ্রপ্রস্থ
ছন্দে গাঁথি',
এনেছে ধরায় বৈজয়ন্ত
অরুণ-ভাতি ;
সুদূর স্মৃতির অবগুণ্ঠিত
শেখর হ'তে,
উঠে মা তোমার বোধন-মন্ত্র
শ্লোকের স্রোতে।

মনে পড়ে তীর 'সরস্বতী'র,
ছায়ায় ঢাকা ;
রক্ত ফলের বর্ত্তুলে ভরা
বটের শাখা ;
নৈমিষবন, হোম-হুতাশন,
সুরভি হবি,
বাকল-বসনে ধ্যানের আসনে
তাপস-কবি।

এস মা তুষার-কুন্দ-ভূষণা,
হে বীণাপাণি,
প্রসীদ, বরদে, পরসাদ-রেণু
দাও মা বাণি !
মার্জ্জনা কর অপরাধ মম
এ আরাধনে,
এস গো জননি, এস সেবকের
হৃদয়াসনে।

ঊষা

অক্ষয়-যৌবনময়ি, অয়ি অকুণ্ঠিতা,
পুণ্য-শুভ্রা সুকুমারি, মহিমা-মণ্ডিতা,
কি দেখিছ দাঁড়াইয়া পূর্ব্বের পর্ব্বতে
উন্মীলি' নলিন নেত্র ?—অমৃতের স্রোতে
প্লাবিয়া এ চরাচর ? দেখিছ কোথায়
পুষ্পেরা পেতেছে শয্যা—তুমি শুধু তায়
চরণ ফেলিবে বলি'। সম্ভাষে তোমারে
কোয়েলা আকুল কণ্ঠে, কুঞ্জের দুয়ারে
প্রথম জাগ্রত। আমাদের এই গৃহে
দূর অমরার আভা দাও প্রসারিয়ে
অসংখ্য রশ্মিতে। ওই নীলাকাশতলে
প্রসন্ন সুষমা-গর্ব্বে শান্ত কৌতূহলে
দাঁড়াও করুণাময়ি! এই অচেতন,
অনাদি নিদ্রার সিন্ধু করহ মন্থন
কঠোর কর্ত্তব্য-দণ্ডে ; এই মৃত্যু-হিন,
বিবর্ণ এ অবয়বে জীবন-রক্তিম-
ছটা দাও হিল্লোলিয়া ; উজ্জ্বল প্রভাতে
ভূষা যেন পূরে তব স্নেহ-বিন্দুপাতে।

নিশীথের মৃত্যু-প্রান্তে নব জন্মে আজি
জনতার তীব্র তূর্য্য উঠে নাই বাজি',
এখনো এখানে দেখি ; জ্যোতির ঝঙ্কারে
তরঙ্গিত তারাস্তোম !—উদাত্ত ওঙ্কারে
মর্ম্মরিত অরণ্যানী , ঝরে রত্নঝারি—
কি সুন্দর ! দেখ দেখ অন্ধ নরনারি !

প্রথম রূপসী তুমি সৌন্দর্য্যের খনি
অশেষ ঐশ্বর্য্যময়ী। সীমন্তের মণি
জ্যোতির্ম্ময়ী দিবা-বালিকার। সবিতার
নর্ম্মসখি, এস নেমে, গাঁথ' ফুলহার
ধরণীর বনে বনে। আকাশ-প্রেয়সি,
করো দীনা বসুন্ধরা সৌম্যা মহীয়সী !
বিধাতার অতুলনা মানস-দুহিতা,
দাঁড়াও মুহূর্ত্ত তরে, দোহন-উত্থিতা !
সুধা সুমধুর গীতি শোন' একবার
ওই শষ্পশ্যাম গোষ্ঠে, পল্লীবালিকার
কিঙ্কিত কঙ্কণ-ছন্দে ; এ শুভ উৎসবে
এস আজি হাসি মুখে, এস সগৌরবে
সীমাহীন সমারোহে ; নির্ম্মম মানবে
হাসিতে শিখাও তুমি আলোক-সম্ভবে ;
মূর্ত্তিমতী প্রসন্নতা ! কলঙ্ক-কালিমা
স্পর্শিতে না পারে যেন ধরণীর সীমা।

এস উষা, এস প্রমা, এস ধ্রুবালোক ;
পৃথিবীর পরমাণু প্রকম্পিত হোক্।

পদ্মাতটে

সান্ধ্য পবনে নিদাঘের দিনে,
শরীর ডুবায়ে' ঘন শ্যাম তৃণে,
ধরণীর স্নেহ-করের পরশ
জীবনে আমার বুলায় হরষ
ঝাউ-এর ঝালর ঝুলায়ে।

সামনে পদ্মা, ভাঙা উঁচু পাড়,
সাঁঝের হাজার বেলোয়ারী ঝাড়—
উঠিল মন্দ্র দেব-আরতির,
উড়ে যায় পাখী দূর-পল্লীর
কাকলি-মুখর কুলায়ে।

সোনালি-সবুজ গাঙ্‌ভরা জল
একূল-ওকূল করে টলমল্—
মেঘ-রথে কা'রা করে আনাগোনা
দুলায়ে উড়ায়ে তসর-ওড়না
ভাঁজে ভাঁজে ছায়া জড়ায়ে

ভাঙিল নিমেষে সে রঙ্‌মহল,
নিবিল গোধূলি গোলাপ-পাটল ;
লুকোচুরি শেষ কিরণ-হুরীর,
মণির মিনার মেঘের পুরীর
কোথায় গেল রে মিলায়ে ?

হেরি নৈঋর্তে মথিছে মরুৎ
ঊর্দ্ধ-শুণ্ড দিগ্‌গজ-যূথ,
পন্নগ-শিখা স্ফুরৎ-প্রতাপ,
গুরুগর্জ্জদ্-জলদকলাপ
ঝলে কি দীপক জ্বালায়ে ।

ওঠে উল্লোল বিদ্রোহ-দোল,
মত্ত-নটন-মন্থন-রোল,
কোটি-কোদণ্ড-টঙ্কার-রব,
বাজে যুগপৎ, রুদ্রোৎসব
নীল মেঘাদ্রি দোলায়ে ।

লুটিয়ে বালুকা-কুহেলি-আঁচল
ছুট্‌ল পদ্মা ক্ষিপ্তউতল—
ফুৎকারে কা'র চূর্ণ দু'পাড়,
অম্বর ভরি' ওকি তোলপাড়
ওঠে চরাচর কাঁপায়ে !

কোন্ মোহিনীর বিজয় চমূর
অযুত তূরীর বিচিত্র সুর,
বাজে উতরোল ?   আলোর আখর
লিখিল গগনে কোন্ যাদুকর
অনলের ফুল ছড়ায়ে ?

এমনি উজল ক্ষণিক খেলায়,
খণ্ডপ্রলয়-বজ্র-জ্বালায়
দহিয়া দহিয়া সহিয়া সহিয়া
আছি গো অসাড় পাষাণ হইয়া
আশার দীপালি নিবায়ে ;

দখিন বায়ুর বিলোল বিলাস,
লতিকা-বিতানে যূথিকার বাস,
নদী-সৈকতে বিভাত-কিরণ,
আর তো তেমন মাতায় না মন
শোভার পসরা সাজায়ে ;

নাই সে মোহিনী পৌর্ণমাসীতে,
চিত্রা রোহিণী, চাঁদের হাসিতে
নীহারিকা-পথে মনোহারিকার
ফোটে না সাঁথির রতন-বিথার
জ্যোতির সেতার বাজায়ে।

নীল পদ্মার শুভ্র বেলায়,
বুকভরা হাসি হারায়েছি হায়—
কবে চুর্‌মার সুখ-ফুলদান,
ফুরাল শুক্ল আলোর তুফান
কজ্জলজাল ঘনায়ে!

ঢাকিল মসীতে মানস-কানন,
যা'কিছু আছিল আঁখি-রঞ্জন—
আঁধারে বিধুর ধূ ধূ করে মাঠ,
কপিশ আকাশে উদাসীন ঠাট
কে আছে স্তব্ধ দাঁড়ায়ে!

ঘর্ঘর-ঘোষ বজ্রস্তনিতে
লহরিয়া উঠে সকল শোণিতে—
হেরিনু মূরতি ভীতি-ভঞ্জন,
কণ্ঠে দোদুল হরিচন্দন
পরাগের ধূম উড়ায়ে।

জানিনে যাত্রা কোন্‌খানে শেষ,
কবে উত্তরিব সন্ধ্যার দেশ—
পূর্ণ পক্ব ফলের মতন,
বৃন্ত-ভ্রষ্ট টুটিবে জীবন
সকল বেদনা এড়ায়ে।

হরিদ্বারে

দিগম্বরের জটাজাল হ'তে
গিরিকন্দর-বর্ত্মে,
দুরিত-হারিণী সুরধুনী হেথা
অবতরিছেন মর্ত্ত্যে ;
দেবের করুণা ঝরে বসুধায়,
ধায় তরঙ্গে ত্রিবেণী-ধারায়,
ঐরাবতের মত্ত দর্প
চূর্ণি' সলিলাবর্ত্তে।

ওই 'সতীঘাট', প্রতিধ্বনিছে
ব্যোম-বিদারণ-শব্দ,
গরজে গভীর শোকের বিষাণ,
ঈশান-হৃদয় স্তব্ধ।
অপমান-শেলে বিক্ষত প্রাণ,
দাক্ষায়ণীর অভিশাপ-বাণ
ভেদিয়াছে হোথা বেদীর পাষাণ,
নিনাদি' অতীত অব্দ।

অবগাহি' নীল পাবন-প্রবাহে
এ অধম আজি ধন্য,
উধাও ছুটিছে মানস-তুরগ
লঙ্ঘিয়া মায়ারণ্য।
আরাত্রিকের উদার শঙ্খ
ঘোষিছে কাহার অভয় ডঙ্ক?
কোথা হিরণ্য-বর্ণ মহান্,
সৌম্য সুপ্রসন্ন?

এই আমিত্ব-অহঙ্কারের
কল-কোলাহলে ক্লান্ত,
হৃদয় আজিকে নিঃশ্বাস ফেলে
কারাগার-নিষ্ক্রান্ত!
মূক কীট সম কত যুগ আর
হাসিব কাঁদিব হেথা বার বার?
কবে যে ফুরাবে বিরহ-বিকার,
টুটিতে গহন-ধ্বান্ত!

রূপের ভিখারী, রিপু-কিঙ্কর,
রে বিষয়-সুরা-সিক্ত,
আয় দান-বীর বলির মতন
নিঃস্ব, নিখিল রিক্ত।
পাবি পরসাদ প্রেয়ঃ দেবতার,
চল্ তীরে তীরে এ 'নীল ধারার'—
অন্তর-মরু হোক্ সুমধুর
প্রেমরস-সম্পৃক্ত।

চল্ রে উজানে, উৎসের পানে
গঙ্গোত্তরী-গর্ভে,
চৌদিকে চির-মৌন অচল
উষ্ণীষ তোলে গর্ব্বে ;
গজমোতি-হার উরসে পরিয়া,
কিরণ-মেখলা তুষার-দরিয়া
ঝঙ্কারহীন চরণে তুহিন
বরষিছে দিক্ সর্ব্বে।

চল্ পিছে ফেলি' 'পঞ্চপ্রয়াগ'
দিব্য 'অলকনন্দা',
উদ্গীত যেথা তাপস-কণ্ঠে
ত্রয়ী সে বিরাট্-ছন্দা ;-
জীবাত্মা যেথা পরমাত্মায়
পুণ্য-লগনে লীন হ'য়ে যায়,
ফোটে মুকুলিতা কল্পলতায়
অমৃত যোজন-গন্ধা।

জনম-মরণ-বাসনার তীরে
উত্তরিব নির্দ্বন্দ্ব,—
নিরঞ্জনের চরণে যাচিব
মুক্তির চিরানন্দ।
এস গো পরম ভাগ্যবন্ত,
ভক্তির রথে এস তুরন্ত,
এস হেথা এই তীর্থ-রেণুতে
মিশে যাও নিস্পন্দ।

হিমাদ্রি

যোজনান্তরে দিক্‌চক্রের
অর্দ্ধ পরিধি ঘিরে',
কার গৌরব-বৈজয়ন্তী
শ্যাম অরণ্য-শিরে ?
লক্ষ কাহিনী-কল্পনাভরা
এই সেই হিমালয়,
ইহলোকে এই প্রথম তীর্থ
বিতরিল বরাভয় ।

কোটি বনফুল অঙ্গে দোদুল,
কত রঙ্‌ শোভা আলো ;
দ্বিপ্রহরের ঝিল্লীর তান
শুনিছে পাষাণ কালো !
স্বপন দেখিছে ভূর্জ্জ-বনানী
সবুজ টোপর পরি',
ঝর্ণা-তলায় ঝরিছে কাহার
রতনের শত-নরী !

মৃদু-মন্থর শুভ্র শীকর
বিহরে শেখর ঢাকি',
ছিন্ন মেঘের যবনিকা-ফাঁকে
খণ্ড-রৌদ্র মাখি' !
নিম্নে সানুতে কর্পূর-শ্বেত
ধূপ-ধূম্রের ভেলা ;
দেবাঙ্গনার অলকে নূপুরে
তরল রূপালি-খেলা।

দোলে লঘু-লোল মেঘের আঁচল
ধরণীর পয়োধরে—
কত ভাগীরথী, সরযূ, গোমতী
অমৃত উর্ম্মি ঝরে !
কবে ব্যোম-কেশ প্রলয়ের বারি
ঘিরিলেন জটাজালে,
জল-তরঙ্গে সুধাংশু-কলা
ডুবে গেল শিবভালে।

একি উন্মাদ অম্বু-নিনাদ
ধ্বনিত নীলাম্বরে।
রন্ধ্রের মুখে জল-কদম্ব
অতল-পরশে ঝরে।
দক্ষিণে খাদ পরিখা অগাধ
বক্ত্র ব্যাদানি' আছে—
ভীম পন্নগ কালিয়-উরগ
যেন ফণা মেলিয়াছে !

তিব্বত পানে নত উন্নত
শাদা ঢেউ গেছে চলি'
কে লুটায় জটা ভাস্বর ছটা
রজতে পড়েছে ঢলি' !
ভরে' গেল চোখ, এ মর্ত্ত্যলোক
ছেড়ে চলে' গেছি আজি,-
নীলের কিনারে শ্বেত-পারাবারে
অপরূপ ছায়াবাজি !

হে মহিমময়, দেব হিমালয়,
সুবিরাট্ সুবিশাল,
হে অন্তহারা রুদ্রকান্ত,
হে মূর্ত্ত মহাকাল,
কোথা যোগীন্দ্র-চন্দ্র-মৌলি-
নয়ন-বহ্নি-বাণে,
অ-তনু হয়েছে কুসুম-আয়ুধ
মন্মথ কোন্‌খানে ?

বিধুরা রতির পতি-বিয়োগের
পাষাণ-ভেদী সে সুরে,
প্রতিধ্বনির করুণ-রোদন
দেবদারু-দ্রুম-চূড়ে ;—
গৌরীর দু'টি নয়নোৎপলে
পেলব পক্ষ্ম-ছায়,
করুণার পূত অলকনন্দা
উথলি' বহিয়া যায়।

হে সিদ্ধ-বর! পাষাণ-অধর
আছ বাণী সংহরি',
শুনাও মানবে আদিম প্রণব
অবনীতে অবতরি'।
এসেছি ভিক্ষু অমৃত-ইক্ষু-
রসপান-অভিলাষে,
দেখাও সোপান, মহাপ্রস্থান,
চির-ঈপ্সিত পাশে।

কোন্ সে প্রয়াগে নবারুণ-রাগে
অবগাহনের শেষে,
দাঁড়াব মুক্ত, প্রসাদযুক্ত,
সত্যানন্দ দেশে?
হেরিব ধবল কৈলাস-মূলে
রাবণ-হ্রদের জলে,
মানস-রমার অনামিকা চুমি'
সোণার নলিন দোলে।

কবে মহাদ্রি, সুদূর বদ্রি-
নারায়ণ-নিকেতনে
সব অভিমান, মায়া অবসান
হ'বে মাহেন্দ্র-ক্ষণে?
কোন্ সে কেদারে আশ্রম-দ্বারে
উত্তরিব যোড়পাণি?
কে দিবে এ হিয়া ভাঙিয়া গড়িয়া
অশিবে অশনি হানি'?

আজি এ ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তোদয়ে
নির্ম্মলতর মতি,
হেরে সন্দেহ-রাত্রির পারে
অতীন্দ্রিয় সে জ্যোতিঃ ;
ক্ষণিক-বিরহ নাহি যাঁর সনে
নিখিল-নিরঞ্জন,
রে মন অন্ধ, এ রণ-দ্বন্দ্ব
কর তাঁরে নিবেদন।

র'বে না কিছুতে কোন আগ্রহ—
কপাট রহিবে খোলা,
হাজার আঘাতে দুলিবে না দ্রুত
হৃদয়ের হিন্দোলা—
ডাক্ সকাতরে চির-নির্ভরে
নিরাময় অন্তরে,
সব অপরাধ-ভঞ্জন সেই
অসীম-শক্তিধরে।

সম্বল করি' ভক্তি-পাথেয়
আলয়ের পানে চল্,
অহরহঃ তাঁরি রক্ষা-কবচ
অর্পিবে প্রাণে বল।
কুড়াস্ নে হায়, পলে যা হারায়
বাড়ায়ে ব্যগ্র কর—
ভাঙুক বালির দুর্গ-প্রাচীর
সাগর-বেলার'পর।

পিতৃগণের দিব্য প্রতিভা
সকল শঙ্কাহরা,
বরিষে ঊর্দ্ধে হরিতালী হ'তে
আশিস্ শান্তিভরা—
পূর্ণ-আহুতি দিয়াছেন যাঁরা
সর্ব্ব-পাবন হোমে,
ভূর্ভুব-লোকে ভর্গ যাঁহার
সেই পুরুষোত্তমে।

পথে আর কেন বৃথা বিলম্ব ?
আগত সন্ধিক্ষণ,
সকল অন্তরায়ের অন্তে
মিলিবে পরম ধন।
এই অতুলন পুণ্য-লগন
সফল করিয়া নে রে,
বসি' তন্মনে সাধন-আসনে,
জনম-পঙ্ক ছেড়ে,

শতদল সম ওঠ্ রে ফুটিয়া
সত্য-সূর্য্য পানে,—
রাজে অক্ষয় পরিপূর্ণতা
তাঁহারি সন্নিধানে।
হে জগন্নাথ, ভুবনাভিরাম,
জয় জয় তব জয়,
দৃক্‌পাতে তব হিমালয় লীন,
রেণু হয় মহাকায়।

প্রভাতে জাগিয়া নিরখি নিত্য
তুমি মাতা, তুমি পিতা,
অরুণ-অধরা প্রকৃতি তোমারি
মাধুরী-বিদ্যোতিতা ;
সহধর্ম্মিণী, সোদর, সোদরা,
আত্মজ, নন্দিনী,
বন্ধু, বৈরী—রূপের সাগরে
অরূপ তোমারে চিনি !

মানবের ভাষে, ব্যর্থ প্রকাশে
বিপুল স্বরূপ তব,
ওহে লীলাময়, বচন-অতীত,
হে চিরন্তন ধ্রুব,
না পেয়ে মননে, নিদিধ্যাসনে,
মহাতপা ঋষি কত,
হে জ্যোতিষ্মান্, নিশিদিনমান
আছে নব ধ্যান-রত।

আজি নগেন্দ্র, ভক্তবৃন্দ
বিভোর যে মধুপানে,
বাজালে আমার এ বাগ্‌যন্ত্র
তাঁরি আনন্দ-গানে !
চরাচরময় তাঁহারি করুণা,
তাঁরি পরসাদ হেরি,
মরুৎসমূহে, মহীরুহব্যূহে
শুনি আহ্বান-ভেরী।

তুঙ্গ তোমার তুষার-সীমার
উদ্দেশে আঁখি তুলে'
ওহে হিমবান্ ঝ'রছে নয়ান,
স্মৃতির পাথার দুলে,—
মূর্ত্তি ধরিছে কীর্ত্তি-শৌর্য্য,
সত্য-ত্রেতার কথা,
আর্য্যেরা এসে উত্তরিল সে
'সিন্ধু' পুণ্য-স্রোতা।

ব্রহ্মাবর্ত্তে উঠিল উষায়
উদাত্ত সাম-গীতি,
হোত্র-আহুতি গন্ধে ভরিল
আমলকী-বনবীথি।
কবে পুনরায় পরশুরামের
অজেয়-বীর্য্য-বলে
নিঃক্ষত্রিয় হইল পৃথ্বী
ভিতিল অক্ষিজলে।

ধর্ম্মক্ষেত্র কুরু-প্রান্তরে,
ভৈরব তাণ্ডবে,
রণ-কোদণ্ডে টঙ্কার দিল
কৌরবে পাণ্ডবে।
তুমি আছ তার, একক সাক্ষী,
অটল, অবিচলিত,—
জয়-পরাজয় উত্থান ক্ষয়
তব পদে লুণ্ঠিত।

কাল-পুরুষের মুখপানে চেয়ে
কি ভাবিছ গিরিরাজ ?
কি আর খুঁজিছ অন্ধকারের
মহাসমুদ্র মাঝ ?
আজি কৃতজ্ঞ জীবন-যজ্ঞ-
পাবকে ভস্মসাৎ,
পার্থিব এই পিপাসা তৃপ্তি
গ্রহণ কর হে নাথ।

কাঞ্চন-জঙ্ঘা

নীল আকাশে বুলিয়ে তূলি
তুষার-শাদা শেখরগুলি
 কে আঁকিল মেঘ-সাগরের পারে ?
বালক-ভানুর আলোর কণা,
রঙ্-ফলান' কি আল্পনা
 দিগ্-বধূরে সাজায় মোতির হারে !

শ্বেত বিজুলি নিথর হ'য়ে
ঘুমিয়েছে ওই মূর্ত্তি লয়ে'—
 শিথানে তার উজল ঢেউ-এর সারি ;
ছাড়িয়া ওই উষার তারা
সাম্‌নে নেমে আস্‌ছে কারা ?
 কটাক্ষেতে স্ফটিক হ'ল বারি।

অভ্রভেদী দুর্গ-প্রাকার,
অলঙ্ঘ্য ওই দূর পরিখার
 এমন মহান্ মোহন ছবির পানে
নির্নিমেষে রইনু চেয়ে—
মৌনী পরাণ যায় গো ছেয়ে,
 সংজ্ঞা হারাই কোন্ অনাদির ধ্যানে।

মহাকালের পারাবারে
কে তাহারে খুঁজ্‌তে পারে ?
ডুব্‌তে পারে ধ্রুবের সমাধিতে ?
অচিন্ বেলার ঊর্ম্মি-তালে
কোন্ স্বপনের অংশু-জালে
ধর্‌তে পারে—রেখায়-শ্লোকে-গীতে ?

তন্দ্রাপথে উঠ্‌তে পারে
অস্ত-উদয়-শেষ-কিনারে
শেষ ধ্বনিটির প্রতিধ্বনির সনে ?
টুট্‌বে আশার নীহারিকা,
ফুট্‌বে অশোক-মেরুর শিখা,
নিত্য-নবীন মিল্‌বে চিরন্তনে।

হারানো' সেই আনন্দ-ধন
কোন্ তোরণে কর্‌ব বরণ
তন্ময়তায় লুটিয়ে হৃদয়-তনু ?
অনন্ত সে সান্ত হ'য়ে
স্বরূপ-রসে উচ্ছ্বসিয়ে
ফুটিয়ে দেবে ত্রিদিব-ইন্দ্রধনু।

কোন্ অমৃত-চন্দ্রিকাতে
তুহিন-ঝরা যূথীর সাথে
কইব কথা সুপ্ত-ফুলের শেজে,
প্রহর সনে প্রহর গাঁথি'
প্রেম-আরতির অগাধ রাতি!
উদ্বোধনের সপ্তক্ উঠে বেজে।

মর্ত্ত্য-মানস-সমুদ্র-নীর
উন্মথিবে অ-তল অ-তীর,
জাগ্‌বে মন্দ্র জীবন-শঙ্খ ভরি'।
সুখের সুধা, বিষাদ-গরল—
পূর্ণ তরল, কল্প-অনল
উদ্ভাসিবে অন্ধকারের দরী।

হের্‌ব রূপের নীলাম্বরে
বিরাট্ শিখী কলাপ ধরে,
তারায় তারায় বরণ-শোভা জাগে।
প্রেম-গোমুখীর মন্দাকিনী,
চন্দন-উদক-কল্লোলিনী,
অযুত ধারায় ঝর্‌বে রসে রাগে।

দিব্য-দেউল-দীপালিতে
জপারতির মন্ত্র-গীতে
মগ্ন হ'ব কারণ-মধু-নীরে।
সুদূর মণি-কর্ণিকাতে,
পরসাদের পূর্ণিমাতে,
উত্তরিব অরুণিমার তীরে।

লোকান্তরের অবন্তীতে
অশ্রু-উজল অঞ্জলিতে,
কর্‌ব কবে সর্ব্ব-সমর্পণ?
মৃত্যু যেথায় পায় গো বিনাশ
অন্ত-আদির পরম বিকাশ—
পূজ্‌ব শান্ত সত্য-নিরঞ্জন।

শ্রীবৃন্দাবনে

এই না সে বৃন্দাবন, বিকশিত কদম্ব-কানন,
মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজে, ভক্তকণ্ঠে হরিসঙ্কীর্ত্তন—
রাখাল রাজার রূপে নীলমণি নন্দের দুলাল
মাখিতেন এই ধূলা, জানে ওই মাধবী-তমাল।

হোথা বংশীবটচ্ছায়ে ব্রজেশ্বর মদন-মোহন,
আলিঙ্গিয়া শ্রীরাধারে শিখাতেন মুরলী-বাদন ;
ভাণ্ডিত অশোকমূলে বিলাসিনী কেলির কুঙ্কুম,
ফুটিত রাতুল পদে রাধাপদ্ম গোকুল-কুসুম।

শাঙনের ঝরা-মেঘে জলধনু এপার-ওপার !
কালিন্দীর নীল নীরে শিহরিত প্রতিবিম্ব তার—
কোন্ ঘাটে ভরা তরী ভিড়াতেন পারের কাণ্ডারী ?
বনফুলে কানুধনে সাজাইত ব্রজের কুমারী।

শরতে মালতীবাসে আমোদিত ঝুলন-রজনী,
ধূসর গগনে ইন্দু, রসরাজ শ্রীহরি আপনি
মণিবন্ধে রাধিকার বাঁধিতেন পুষ্পময়ী রাখী ;
হাসিতেন সোহাগিনী কদম্বের শুভ্রধূলি মাখি'।

লোকলজ্জা কুলমান বিসর্জ্জিয়া রাই উন্মাদিনী
হে গোবিন্দ, তুয়া লাগি' ঘরে পরে কলঙ্কভাগিনী,—
হে রাস-বিহারী হরি, অনুরাগে করিতে চুম্বন
রূপে-ধরা-আলো-করা কিশোরীর চারু চন্দ্রানন।

দয়িতার অনুনয়ে হে গোপীবল্লভ, বনমালী,
বাঁশী ছেড়ে অসি লয়ে' কবে কৃষ্ণ, সেজেছিলে কালী;
হে মুকুন্দ, পীতাম্বর, হে ঠাকুর লজ্জা-নিবারণ,
কোথায় পাণ্ডব-সখা, করিলাম সর্ব্ব নিবেদন।

রসে মাতোয়ারা গোরা প্রেমোল্লাসে মুগ্ধ অচেতন
লুটাতেন হেথা আসি', দর-দর ঝরিত লোচন;
মজিয়া বাঁশীর তানে নাম-গানে নবদ্বীপ ভরি',
নিমাই সন্ন্যাসী নাচে তব ওই চাঁদমুখ স্মরি'।

আধ-রাধা-আধ-শ্যাম একাধারে যুগল-মূরতি,
জয় জয় বাসুদেব, হে যাদব, দ্বারকার পতি,
দাও ধর্ম্ম, দাও কর্ম্ম, ঘুচাও এ-জনমের খেদ,
দাও দেখা প্রাণবঁধু, সহে না যে তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদ।

অন্ধকার কারা-গর্ভে, প্রহ্লাদের হাতের শিকল
খুলে দিতে এসেছিলে, হে প্রসন্ন ভকত-বৎসল;
ধন্য হ'ল লৌহ-বেড়ি লভি' তব কর-পরশন—
শরণাগতের ডাকে টলেছিল তব সিংহাসন।

হর' মম রজস্তম, মধুরিপু অশিব-ভঞ্জন,
কামনা-কালিয়-নাগে পদ-ভরে কর বিমর্দ্দন ;
দুষ্কৃতের বিনাশন ভকতের মুকতির তরে
কল্পে কল্পে নারায়ণ, অবতীর্ণ হও মর্ত্ত্য'পরে।

ভাগ্যবতী যশোমতী জানিত না কাহার অধর-
উদ্দেশে পড়িত গলি' পয়োধরে ক্ষীরের নির্ঝর ;
হে দুরন্ত, দুর্ল্লিত, কত না সে সহিতে ভর্ৎসন !
বদন-বিবরে তব দেখাইলে অনন্ত ভুবন।

জপি' তব নাম-মালা, পূজি তোমা' এই স্তব-গীতে
সাজায়ে দুর্ল্ভ পদ সচন্দন-পুষ্প-তুলসীতে ;—
বৈকুণ্ঠের রত্নবেদী উজলিয়া, সত্য শ্রীনিবাস,
উরসে কৌস্তুভ-দ্যুতি, বিরাজিছ পূর্ণ স্ব-প্রকাশ।

যে অন্ন তোমারে নাথ, নিবেদিত নহে ভক্তিভরে,
যে পাণি তোমারে অর্ঘ্য সঁপে নাই ব্যাকুল অন্তরে,
সে হস্তে-বিস্বাদ সেই অন্ন-গ্রাসে যেন দগ্ধোদর
কভু নাহি পূর্ণ করি, দয়াময় দাও এই বর।

আজি মধু-বৃন্দাবনে, পুলকিত কদম্ব-কাননে,
মৃদঙ্গ-মন্দিরা-রবে বন্দিলাম নীরদ-বরণে
শ্রীদাম সুদাম সনে ননীচোরা নন্দের দুলাল
মেখেছেন এই ধূলা, জানে ওই মাধবী-তমাল।

দেওঘরে

[স্বর্গীয় কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে]

হেথা, গাছের ফাঁকে টুক্‌রা আকাশ,
মউল-শালের সবুজ ভিড়,
উঠেছে দূর মাঠের কোণে
ময়ূর-কণ্ঠ 'ত্রিকুট'-শির ;
পটে-আঁকা তরুর শিরে
চূর্ণ কিরণ-পিচ্‌কিরী,
কানন-ছাওয়া মিঠে আওয়াজ—
লাখ' পাখীর গিট্‌কিরী।

সাম্‌নে জরির ফিতায় বোনা
জলের কণা ফেনিয়ে ধায়
তটিনীটির নর্ম্ম-নটন
উর্ম্মি-নূপুর তটের ছায়।
জমাট মসীর খণ্ডতলে
ফলে-ভরা পিয়াল-বন,
টিলার উপর ছায়া-আলোক—
উধাও ছুটত বালক-মন।

ঝক্‌মকিয়ে হীরের ঢেউয়ে
শিউরে ওঠে ঐ সায়র ;
বিমল জলে ঘোমটা খোলে
পদ্মকোরক রক্তাধর—
তোমার পাশে হেথায় বসে'
মানস-লেখা ফুটিয়েছি,
পাখীর মুখে খেয়াল শুনে'
সকাল-বিকাল কাটিয়েছি।

হে প্রকৃতির ভক্ত-দুলাল,
হে কবিতা-বিভোল-প্রাণ,
বাণীর চরণ-শরণ-মধু
দ্বিরেফ্ সমান্ করতে পান।
বনের শিরে শিহরিলেই
ঊষার হাসির আবীর বান,
মঞ্জুশ্লোকে গুঞ্জরিতে
বীণাপাণির স্তোত্র-গান।

শোনো-শোনো তেমনি সুরেই
পাহাড়-চূড়ে ডাকছে কে—
ধ্যানের দেশে আছিস্ কে আয়,
আয় রে চলে' সব রেখে'।
হাসিছে আজ আঁখি ভরি'
হারোনো সেই কোমল মুখ,
পুরাণো সেই পথের আলো,
ফুরানো সব দুঃখ-সুখ।

আজ্‌কে তোমায় অথির-উতল
ডাক্‌ছি কিশোর-বন্ধু মোর,
স্বপন-পুরীর ওপার থেকে
মুছাও এসে আঁখির লোর।
প্রবাসের এই কান্নাহাসি,
ক্ষতিলাভের গণ্ডগোল
চিত্ত-দোলায় আজ্‌কে তোমার
দেয় না বন্ধু, রুদ্র দোল।

যাদুকরের মন্ত্রে সখা
মিশিয়েছিলে ঘর ও পর,
বুঝেছিলে ভালোবাসাই
বসুন্ধরার শ্রেষ্ঠ বর ;
মরুস্থানের মতন মধুর
লাগ্‌ত তোমার স্নেহের কোল
আজও প্রাণের মর্ম্মমূলে
মুখর তব কণ্ঠরোল।

অস্ত তোমার সাধন-পন্থ
কোন্ দিগন্ত-অন্তরাল ?
অনন্তেরি মেরুর বুকে
হারিয়েছ ভাই দিক্ ও কাল।
এস গো আজ চিরউদার,
তৃপ্তি-সুধায় বুক ভরি'—
মুছাও সখা আঁখি-ঝরা
ফুলের উজল মঞ্জরী।

শ্রীক্ষেত্রে

ভো মহার্ণব, নীল-ভৈরব
গর্জ্জদ্-জলভঙ্গে,
দূর অম্বুদ-মন্দ্র সমান
তুলিতেছ কার বন্দনা-গান ?
জগৎ-জাগান' উদ্বোধনের
দুন্দুভি বাজে রঙ্গে।

নীল-কণ্ঠের বিরাট্ পিণাক
টঙ্কারে অহোরাত্র,—
আজো কি ভোলনি মন্থন-রোল,
দেব-দানবের উন্মাদ দোল ?
ইন্দিরা আজি উঠিবেন বুঝি
ঝরিবে অমৃতপাত্র !

দাঁড়ায়ে তোমার বেলা-বালুকায়,
হেরি বিহ্বল চিত্তে,
যোজনান্তরে গগন-সীমায়
ঢলিয়া পড়েছ মহানীলিমায়,
তরলোজ্জ্বল ফেনিলোচ্ছল
পন্নগ-ফণ-নৃত্যে।

না জানি কোথায় অতল-পরশে
অরুণ-প্রবাল-হর্ম্ম্যে,
বারুণী রূপসী বেণী-রচনায়,
শঙ্খ-ধবল কঙ্কতিকায়
ভাঙ্গে অর্ব্বুদ জলবুদ্বুদ,
বিলাস-মুকুর-নর্ম্মে।

কোন্ উপকূলে লবঙ্গফুল-
পরিমলে বায়ু ফুল্ল?
দারুচিনি-বনে অপরূপ পাখী
অরাল কলাপে জলধনু আঁকি'
মন্দ-দোদুল তরুর তোরণে
চন্দ্রহারের তুল্য।

হে দুর্নিবার, মুক্ত-উদার,
হে পূর্ণ অফুরন্ত,
চেয়ে চেয়ে ওই বিপুল উরসে,
অসীমের ভাষা অন্তরে পশে,
হেরি নেপথ্যে অন্তবিহীন
কল্পলোকের পন্থ।

খেলিছ এমনি লীলা-উদ্বেল,
অমলিন-মণি-দীপ্ত,
কতশত ভাবুক তব পাশে আসি'
এমনি হরষে আলোড়ি' উছাসি'
সঁপেছে তোমারে অনঘ অর্ঘ্য,
বিভোর অপরিতৃপ্ত।

এই সেই পুরী, এইখানে ডোবে
নবদ্বীপের চন্দ্র,
তীর্থে তীর্থে ঘুরি' অবশেষে
উদাসীন প্রাণে এইখানে এসে
সমাহিত ওই নীল অনন্তে
ভুঞ্জিতে ভূমানন্দ।

জগ'জনে তিনি দিয়াছেন কোল,
কেহ নাই অস্পৃশ্য,
হোক্ না সে দ্বিজ, হোক্ চণ্ডাল,
বিশ্বের স্রোতে ক্ষুদ্র, বিশাল,
সবারে সাদরে আলিঙ্গে কাল,—
বর্জ্জনে প্রেম নিঃস্ব।

একদা জগদ্গুরু শঙ্কর
ভারতের বুধবৃন্দে,
নিষ্প্রভ করি' মনীষা-কিরণে
এইখানে আসি' তৃতীয়-নয়নে
নেহারিয়াছেন মহামানবের
মিলনের অরবিন্দে!

ধন্য এখানে মানব-আত্মা
পূজি' শাশ্বত সত্যে,
একাকার হেথা অখিল ধর্ম্ম,
টুটি' বিচারের কঠিন বর্ম্ম,—
সব ব্যবধান ডুবে গেছে ওই
পাবন সলিলাবর্ত্তে।

কবীর, নানক, হরিদাস হেথা
অবিনাশ বাক্-ছন্দে
উদ্বোধিলেন শুভ-আহ্বানে
চির-মুমুক্ষু মানবের প্রাণে,
লভি'. সাধনায় মধুমান্ সেই
ধ্রুব সচ্চিদানন্দে ।

এই শ্রীক্ষেত্রে লুটাও ভক্ত,
অভিমান হোক্ চূর্ণ,
হউক্ নিরাস ভেদ-জ্ঞান-ভ্রম,
জগন্নিধান পুরুষোত্তম,
নীল-মাধবের চরণোপান্তে
হোক্ মনোরথ পূর্ণ ।

ভো মহার্ণব, ভীম-ভৈরব,
উত্তাল লীলাভঙ্গে,
গর্জ্জি' মেঘের মন্দ্র সমান,
গাও গাও তাঁরি বন্দনা-গান,
রাত্রিন্দিব মাঙ্গলিকের
ওঙ্কারধ্বনি-সঙ্গে ।

রেবা

জল-বেণী-রম্যা রেবা হিল্লোলিয়া বরকান্তি
উন্মাদিনী প্রায়,
অরণ্য-নেপথ্য-পথে তরঙ্গিছে শিলাঙ্গনে
তুরন্ত ধারায় ;
কুন্দবর্ণ বারি-ধূমে আবরি' সীমন্ত-বাস
ধায় আত্মহারা—
কবে তুমি হে নর্ম্মদা ! বিদারিলে মন্ত্রবলে
মর্ম্মরের কারা ?

ফাল্গুন-রজনীমুখে গুঞ্জরে তোমার বুকে
অমরী-মঞ্জীর,
মানস-রঞ্জন হাস্য ভাসে গো কমল-আস্যে
নিসর্গ-লক্ষ্মীর ;
ইন্দ্রনীল-রথ-চূড়ে চন্দ্রিকা-কেতন উড়ে
অন্তরীক্ষ-পথে,—
হেন স্বপ্ন-লীলা-ভূমি অবহেলি' ধাও তুমি
তুর্নিবার স্রোতে।

কার আলিঙ্গন-আশে অনুরাগ-রসোল্লাসে,
হে বরবর্ণিনী,
ধাও রঙ্গে কলস্বরা, পারাবার-স্বয়ংবরা
বিন্ধ্যের নন্দিনী ?
কোথা মাহিষ্মতী পুরী ? মর্ম্মর-সোপানোপরি
রাজ-অঙ্গনার
বিলাসের মৃগমদে দৃপ্ত পদ-কোকনদে
চকিত-ঝঙ্কার !

পৌর্ণমাসী অর্দ্ধরাতে, জ্যোৎস্নালোকে তন্দ্রালসে
অলিন্দের 'পরে,
দ্রাক্ষা-রসে টলমল স্বর্ণপাত্রে শশি-বিম্ব
চুম্বিত অধরে।
আবর্ত্ত-শোভন-নাভি অলঙ্কৃত কটি-তট
হংস-মেখলায়—
কোথায় রূপসী রেবা ভুলাইলে কালিদাসে
যৌবন-বিভায় ?

ঊর্ম্মিস্পর্শ সুখ-বাতে বিশদ শারদ-প্রাতে,
বানীর-বিপিনে
শ্বেতভুজা সারদার দেউল-দুয়ারে একা
উনমদ-বীণে,
আসমুদ্র-হিমাচল প্রকৃতির রম্য পট,
রাজশ্রী মহী,
কি সৌন্দর্য্যে উদ্বোধিলা, অতুলনা ইতিকথা
মহৈশ্বর্য্যময়ী।

কোথায় সে অবন্তিকা, কোথা নব-রত্ন প্রভা,
প্রাচ্যের গৌরব ?
অস্ত জ্ঞান-বিভাবসু ভারত-হৃদয়-কেন্দ্র
সমাধি-নীরব !
উদয়-বিলয়-ভরা আবর্ত্তিছে বসুন্ধরা,
নাহি ক্ষোভ-কণা,
কোরকে প্রসূনে ফলে মঞ্জু কিসলয়-দলে
অনন্ত-যৌবনা ।—
প্রণষ্ট বিভব তরে, তবু খেদ-অশ্রু ঝরে
বিধৌত শ্মশানে,
শোনে না বধির-মতি মৃত্যুর মঙ্গলারতি
আনন্দ-বিধানে ।

পাষাণ-পুলিনে তব কত যতি-তাপসের
পূত নিকেতন,
হরিতকী-বনভূমে সুরভিত হোমধূমে
সম্বৃত ইন্ধন ।

ত্রিকালজ্ঞ, মহাযোগী ভৃগুর সাধনাক্ষেত্র
তীর্থ সনাতন,
যাঁর পূজ্য পদরজঃ মাধবের বক্ষে রাজে
ভুবন-পাবন ।
প্রাণায়াম-পরায়ণ সিদ্ধবাক্ ঋষিগণ
ভাঙি' মঠাকাশ
নিভৃতে তোমারি পাশে, মিশেছেন মহাকাশে
চিন্ময় সকাশ ।

আজি যেন মূর্ত্তি লভি' কত প্রজ্ঞাচক্ষুঃ কবি
সম্মুখে আমার,
মুরলীর মূর্চ্ছনায় নিবেদিছে আরাধ্যায়
স্তোত্র-উপহার,—
যুগান্তের সিংহাসনে আজি তাঁরা পুণ্যশ্লোক,
অমৃতায়মান,
লোকালোক-প্রান্ত থেকে রটিতেছে দিকে দিকে
প্রতিষ্ঠার গান।

এ জীবনে কভু রেবা, ভুলিব না অভিরাম
ভঙ্গিমা তোমার,—
সম্মোহন ধ্বনি তব বিহরিবে অন্তরের
অন্তরে আমার,
করপুট ভরি' আজি স্ফটিক বর্ত্তুল-রাজি
করিনু সঞ্চয়,
সূর্য্য-কান্ত মণি সম রাজিবে যা' বক্ষে মম
উজ্জ্বল অক্ষয়।

ওয়ালটেয়ার

মিনি সূতায় কে গেঁথেছে
উজ্জল মণিমালা ?
সাজিয়েছে কোন্ উপাসিকা
পূজারতির ডালা ?
'সীমাচলে'র চরণ-মূলে,
অপরূপ এই পাষাণ-কূলে
কে তাপসী আননে তার
ধ্যানের জ্যোতি ঢালা ?

সাম্‌নে হেরি সুনীল বারি
তালী-বনের ফাঁকে,
গেরুয়া রঙ্ ভাঙা মাটি
ঢালু পথের বাঁকে ;
ঝর্ণা-ঝালর পড়্ছে ঝরি'
শ্যামল তরু-পর্ণ 'পরি,
আলোক-লতা অলক-জালে
কালো পাথর ঢাকে

এই গরিমার তোরণ-তলে
মন-হারানো' মনে
ঝিল্লীরবের সুর-বাহারে
বন-বালাদের সনে,
শৈবালে আর ফুল-বলয়ে
পথ ভুলে' এই স্বপ্নালয়ে
জলধরের বিলোল-খেলা
আধেক জাগরণে।

নীল লহরীর মাথায় অথির
ফেনার যূথীরাশি
দেয় গো চুমা লাল বালিতে
দেখ্‌রে হেথায় আসি'
বুলিয়ে তুলি গিরির গায়ে
ঘোর বেগুনী রঙ্ ফলায়ে
সাগর-ধোয়া রবির করে
ঝর্‌ছে তরল হাসি!

পুরানো কোন্ গানের কলি
ঢেউয়ের কলস্বরে
জলের দোলায় ঘুমিয়ে পড়ে
ধূসর শিলার 'পরে—
দূর প্রসারি লবণ-বারি,
ভাস্‌ছে সাগর-মরাল-সারি,
গাহন করে পাষাণ-করী
শীকর-ঝারি ঝরে।

এই কূলে ওই নীল অচলের
গভীরতম খাদে,
নিক্ষেপিল নিঠুর জনক
বালক সে প্রহ্লাদে,
পড়্‌ল শিশু পুষ্প 'পরি
আপ্‌নি এসে দয়াল হরি
নিলেন কোলে, কল্পতরু
নামের পরসাদে।

এখনো এই মধুর ভূমে
সুদূর বিধুরতা
গোপন আছে সাগর-সুরে
করুণ সে বারতা!
দুরন্ত ওই তামিল-বালক
কুড়ায় রঙীন পাখীর পালক,
চাপিনু তায় বুকের মাঝে—
কইনু নীরব কথা।

কবে গো রাম রঘুমণি
হারিয়ে জানকীরে,
আলা-ভোলা এলেন হেথায়
রত্নাকরের তীরে?
যে দিক্ পানে ফিরান নয়ন
ভূধর, সলিল, আকাশ, কানন
বিরস মলিন সব সুষমা,
অমা-তিমির ঘিরে।

সাম্‌নে একি বিরাট্ বাধা!
জলের অজগর—
হাজার ফণায় উচ্ছ্বসিয়া
ফুঁস্‌ছে নিরন্তর,
মহান্ প্রেমের চরণ-তলে
নুইয়ে গ্রীবা পড়্‌ল ঢলে'
মাথায় নিল পাষাণ-সেতু
বাঁধ্‌ল সুদুস্তর!

এ জন্মে আর হয় তো কভু
হবে না মোর আসা,
থুয়ে গেলাম পাথর ফুঁড়ে
আমার ভালবাসা,
তরু-বাকল-পরগাছায়
বাসনা মোর ঘুর্‌বে হেথায়,
উষার সরম-অরুণিমায়
মিট্‌বে প্রাণের আশা।

হে যাদুকর শৈল-নগর!
বঙ্গসাগর-বেলা,
আঁধার রাতে বাতি-ঘরের
চপল আলোর খেলা,
কালীর বর্ণ অন্তরীপে,
জ্বালিয়ে স্বর্ণ আকাশ-দীপে,
পরশ-মণির রশ্মিপথে
ভাসিয়ে দিলাম ভেলা।

পঞ্চকোটে

ফিরিয়া এসেছি ফের সেই দারুকেশ্বরের
স্বপ্নময় তীরে,
এ পিয়াল-শাল-বনে রাখ' মোরে এককোণে
পাতার কুটীরে !
দিগন্তে ফিরোজানীলে কে তুলি বুলায়ে দিলে
গাঢ় নীলিমায়—
হেরি সুপ্ত সিংহসম পঞ্চকোট দীপ্ততম
পৌরুষ-প্রভায় !

ঐ সে গৈরিক-রাঙা তরঙ্গ পাষাণ-ভাঙা
আবর্ত্ত-কল্লোল
পশিয়া মনের কাণে আবার অসাড় প্রাণে
দোলায় হিন্দোল !
সেই তরুগুলি মোরে তেমনি ইসারা করে
বসিতে ছায়ায়—
যেখানে বালক-বেলা খেলেছি সুখের খেলা
ধূলা মেখে গায় !

হেথা কবিতার পরী   নন্দনের যাদুকরী
জাগাইত মোরে,
মেলিত ফুলের পাখা   কোজাগরী জ্যোৎস্নামাখা
সে নব কৈশোরে!
কুঞ্জ-ছায়া-অন্তরালে   নূপুর-গুঞ্জন-তালে
নাচিত ঝরণা!
অপরূপ অঙ্গে তা'র   লীলায়িত মুক্তাহার
উড়ন্ত ওড়না!

নয়নে সে মায়ামণি   নিবে গেছে; দিন গণি
আজি অবেলায়,
এসেছি অতিথি বেশে   পূরবীর সুরে ভেসে
বেলা যে ফুরায়!
পিছু পানে ফিরে চাই   সে স্নেহের নীড় নাই
সে পুণ্যকুটীর—
চিহ্নহারা মোর কাছে   শুধু শূন্য স্মৃতি আছে
ব্যথা-সুগভীর!

যে ব্যথা মর্ম্মের মাঝে   পরতে পরতে বাজে
গুমরে অন্তর!
অদৃষ্ট-প্রচেষ্টা-কাল   হরিয়াছে অন্তরাল
ত্রিরিশ বৎসর।
হে পল্লী 'কল্লোলী' মোর   তব শ্যাম স্নেহডোর
এনেছে টানিয়া!
মোরে এই পরবাসে   পর এসে ভালোবাসে
সোদর মানিয়া!

বহিছে প্রসন্ন হাওয়া, পাখীর কীর্ত্তন গাওয়া
নয়ন গলায়—
চাষীর আনন্দ-বাঁশী, শিশুর সরল হাসি
বটের তলায় !
অদূরে শারদ মেঘে, জলধনু আছে লেগে
দীপ্ত গিরিচূড়া—
হের দূর দিগ্বলয়ে রয়েছে ধূমল হ'য়ে
নীলাঞ্জন-গুঁড়া !

এ মোহন মঞ্জুছবি আঁকে কোন আদি কবি
যুগ যুগ ধ'রে—
ছায়া-রৌদ্রে হিল্লোলিত নীলারণ্য মর্ম্মরিত
পল্লবের স্তরে !
এসেছি পরম ক্ষণে এই বনে পদ্মাসনে
বসিব পূজায়—
এ মঙ্গল-নিকেতনে উপাসিব শান্তমনে
ইষ্ট-দেবতায় !

নমি মা কল্যাণী তারা অমৃত-নির্ম্মাল্যধারা
পরসাদ দানে—
ঘুচাও কুমতি মোর মুছাও আঁখির লোর
শান্তি ঢাল' প্রাণে।
ভেঙে দে আমার ভুল, এ পঙ্কে ফোটা মা ফুল
তোরই রাঙা পায় !
সমর্পিব মনে মনে জানিবে না কোন জনে
হেথা নিরালায় !

দে মা দেখা গৌরীরূপে শাঁখারীকে চুপে চুপে
কবে দেখা দিলি !
বসি, কোন্ শিলাতলে হাসি-মুখে খেলাছলে
শাঁখা পরেছিলি !
পার হ'য়ে গিরি-নদী এ প্রান্তরে মেলে যদি
সাধনার ধন,
কেদার-গঙ্গোত্রী-নীরে মোর চিত্ত-শঙ্খটিরে
করিব পূরণ !

শান্তিপুর

ল গাঙে তোর আলোর খেয়া ডাক দিয়েছে আজ মোরে,
জল ভরে মা, মনের চোখের কূলে।
টিয়েছি মা তোর মাটিতে, কাঁচা সোনার কৈশোরে,
ফল্‌ত ফসল কান্না-হাসির ফুলে।
ধন্য হ'লাম মাথায় তুলে, গায় মেখে তোর পা'র ধূলি,
স্নেহের পরশ বুলিয়ে দে মা প্রাণে!
কাঁপ্‌ছে বুকে সুদূর যুগের হারিয়ে-যাওয়া দিনগুলি,
স্মৃতির কোকিল ডাক্‌ছে মিঠে তানে।

তোর নীলাকাশ, তোরই বাতাস, তোর ফলে, মা, তোর জলে
পড়্‌ছে গলে' আনন্দেরি ননী,
তোর মরকত-রতন-বিথার-বিচিত্র ওই শাদ্বলে
গিইছি থুয়ে আমার চোখের মণি।
চুল-পাকা এই আজ্‌কের আমি—বদ্‌লে গেছে বাইরে মোর,
পড়্‌ছে ভাঁটা আলোর দরিয়াতে,—
নতুন ছেলে নতুন ফুলে গাঁথ্‌ছে মনের মতন ডোর,
মিল্‌ব তাদের খেলার আঙিনাতে।

বাইরে যা হোক্—ভিতরটি তো হয় নি বদল এক রতি,—
পাল্লা দিয়ে তেম্নি ছুটি মাঠে ;
ছুট্‌ত যেমন দুষ্টু ছেলে, সম্‌ঝাত না লাভ ক্ষতি,
ভোলা দিনের খেলার নতুন হাটে !
কই সে প্রাণের সঙ্গীরা সব ? হারিয়ে গেছে আজ তারা,
দেশ-বিদেশের কতই পথের ভিড়ে ;
কোন বালুকায় শুকিয়ে গেল ভালবাসার শেষ ধারা ?
উড়ো পাখী ফির্‌বে কি তার নীড়ে ?

অন্ন ছিল, শক্তি ছিল, পল্লীবাসার প্রাণ-খোলা,
আমরা যখন খেলেছি তোর কোলে,
তোর পরসাদ, সুধার সোয়াদ, পেলে কি আর যায় ভোলা ?
তোরই মাটির খেল্‌নাতে মন ভোলে।
এই মাটি তোর রত্নফলা,—ফলুক গে 'গোল-কুণ্ডা'তে
হীরের কুচি—নয় তা জ্যোতির্ম্ময় ;
মানুষ হ'ল যে সব ছেলে, তোর আদরের দোল্‌নাতে,
জ্ঞানের খনি কর্‌ল তারা জয়।

শিল্প কলায়, কল্প-লতায়, কাব্যশ্রীতে, দর্শনে
তোর ছেলেরা দিগ্বিজয়ী বীর,
বিদ্যা-বিনয়, গুণ-গরিমায়, পূর্ণ বিকাশ হৃন্মনে—
সবার পায়ে নোয়াই আমি শির।
বিদ্যাদানের পুণ্যফলে তীর্থ হ'ল এই পুরী,
জাহ্নবী তায় পরায় চন্দ্রহার !
উড়্‌ল ধূলি তর্করথে, শুভ্র যশের ফুল-ঝুরি
ছাইল বাণীর মন্দিরেরি দ্বার।

তোর মাটি মা, দিব্য মাটি—অদ্বৈতের তপঃস্থল,
‘ধূলোট্‌ ধূলোয় উঠ্‌ল রে নাম-গান,
এই মাটিতে পড়্‌ল ঝরে’ সোনার গোরার অশ্রুজল,
ছাপিয়ে ‘নদে’ এল প্রেমের বান।
এইখানে মা, এই শ্রীপাটে, হরিনামের মন্তরে
তরে’ গেল যবন হরিদাস,
টল্‌ল না সে জল্লাদেরি রক্তরাঙা খর্পরে—
যন্ত্রণাকে করল পরিহাস।

এইখানে এই গঙ্গাকূলে, বস্‌ল ‘বিজয়’ যোগ-ধ্যানে,
প্রাণ-কমলের পাপ্‌ড়ি খুলে যায়,
ডুব দিল রে আপ্‌না-মাঝে বাঞ্ছিতেরি সন্ধানে,
মিট্‌ল তৃষা মধুর মোহানায়।
এল ‘কেশব’—ভক্তিরসের সঞ্জীবনী-শক্তিতে
চেতিয়ে গেল অসাড় নারী-নরে,
‘জীবন-বেদে’র গভীর শ্লোকে, মহাকালের ইঙ্গিতে
অকূল-তিমির উঠ্‌ল আলোয় ভরে’।

মিটিয়ে গেল বুভুক্ষু মন তপস্বি-রাজ ‘রাম-মোহন’
ব্রহ্ম-বাণীর অমৃত সন্দেশে,
মন্থিয়া বেদ উপনিষৎ, বিলিয়ে গেল পরম ধন,
ঘোর নিশুতি অমারাতির শেষে;
কোন ঘাটে তোর ভিড়্‌ত এসে মকর-ডিঙি শ্রীমন্তের?
মাস্তুলে তার সোনায়-বোনা পাল,
আন্‌ত খবর কত দ্বীপের, কত নতুন দিগন্তের;
ঘূর্ণিপাকে টুট্‌ত না তার হাল।

এক ছেলে তোর পেরিয়ে সাগর পৌঁছে সুদূর 'সুমাত্রা'য়,
তারার আঙুল দেখিয়ে দিত পথ।
পণ্য-বোঝাই কিস্তিগুলি দুল্‌ত ঢেউ-এর দোল খেলায়,
হাজার দাঁড়ি গাইত 'সারি' গৎ !
গড়্‌ল দেউল 'শ্যামচাঁদে'রি, কীর্ত্তি তাহার গায় না ভাট—
অশ্রুপাতের শব্দ শোনা যায়,—
সেই কাটালো 'পুরীর' পথে পুষ্করিণী এক-শো-আট,
অচঞ্চলা কর্‌ল কমলায়।

সেদিন গেছে তন্দ্রাঘোরে মণির ঝাঁপি হারিয়েছে—
কই সে বাহু ? কই সে বুকের পাটা ?
ঝড়ের মুকুট মাথায় পরে' ঘর ছেড়ে কে বেরিয়েছে,
দল্‌তে দু'পায় বিঘ্ন বাঁধার কাঁটা ?
পূজ্য তুমি পুণ্য ভূমি, অন্নদা মা ইন্দিরা,
আজ্‌কে তোমায় বন্দিছে এই দীন,
কম্‌নে এমন শান্তি ঢালে সন্ধ্যারতির মন্দিরা ?
কে পরিশোধ করবে মা তোর ঋণ !

চিরসুন্দর

কুসুম-হারে সূতার সম
লুকিয়ে আছ অ-প্রমাণ,
পাপ্‌ড়ি যখন পড়্‌বে ঝরে'
হের্‌ব তোমায়, বিশ্বপ্রাণ !
ধূলামাটির এই পৃথিবী
দিয়েছ নাথ পা'র তলে,
সেইখানে সে থাকবে পড়ে'
বাঁধা করম-শৃঙ্খলে ;

কাল কি হ'বে ? দুর্ভাবনায়
গল্‌বে না আর নেত্রজল,
দুঃস্বপনে চম্‌কে উঠে,
কাঁপ্‌বে না এই বক্ষতল।
হাসে যেমন সরল বালক,
হাসে ভুবন ভুলিয়ে রে ;
নির্ম্মলতা উথ্‌লে ওঠে
আনন্দ-দোল দুলিয়ে রে !

তেম্‌নি করে'　　　বইবে আমার
হর্ষ-পীযূষ-প্রস্রবণ,—
শান্তি শুধু　　　প্রসাদ-মধু,
প্রেম-সাগরে সন্তরণ।
দিগ্‌বলয়ে　　　রক্ত রবি
পূর্ণ ব্রহ্ম-মূর্ত্তি যাঁর,
অন্ধকারে　　　তারার হারে
ব্যাপ্ত বিরাট্‌ নির্ব্বিকার।

দীপ্ত তাঁহার　　　নয়ন-মণি—
কে গণে তার সংখ্যা নাই!
রাত্রি দিবা　　　যুক্ত-করে
করুণা তাঁর চাই গো চাই।
কত সুযোগ,　　　দীক্ষাগুরু
হারিয়ে হেলায় অন্ধ মন,
প্রত্যহ তুই　　　করিস্‌ সুরু
নবীন নেশার অন্বেষণ!

সুখ-পিপাসায়　　　শুষ্ক তালু,
সুখ না মিলে, সুখ সে কই?
হাত বাড়িয়ে　　　পাই নে কিছুই
বুক-ভাঙা এই দুঃখ বই।
কবে কোথায়　　　সাগর-কূলে
পেয়েছিলাম তার নাগাল,
আচম্বিতে　　　মিলিয়ে গেল,
চোখ মুছিনু, দীন কাঙাল।

নেহারিলাম কি হাসি তার,
কি সারল্য মুখ 'পরে!
পদ্মফুলের মতন বিমল
সুখ লভিনু বুক ভরে'—
সাম্‌নে আমার মুক্ত আজি
দূর দেউলের পুণ্য-দ্বার,
হেরিনু মোর প্রাণেশ্বরের
অতল অ-তীর প্রেম-পাথার।

বন-গিরিতে ঢের ঘুরেছি,
মন ভরে নাই কিন্তু নাথ,
ঊর্দ্ধে চেয়ে উদাস বুকে
উধাও ছুটি দিবস-রাত,—
জ্যোৎস্না-মেঘে মগ্ন পাথায়
লগ্ন ফেনমঞ্জরী—
যাত্রী আমার পরাণ-পাখী
নীল পারাবার সন্তরি'।

এই সুষমার সীমার শেষে
ঘর বাঁধিতে উন্মনা—
স্বর সহে না,— কোন্ ঠিকানা?
ফুরিয়ে গেল দিন গোণা।
সকল স্মৃতি দাও ঘুচায়ে,
থাকুক্ শুধু এক স্মৃতি,
জীবন থেকে দাও গো মুছে
ভক্তিহীনের দুষ্কৃতি।

আজও তুমি যাও নি ছেড়ে
আকাশ যে তার সাক্ষ্য দেয়,
ফুটিয়ে তোল' গোলাপ-কলি
ফুল্ল-ললিত লাল শোভায়।
মধুমাসের হিন্দোলাতে
মন্দ মৃদুল দোল-ভরে,
ফোটা ফুলের পরাগ-ধূমে
কানন-বধূর অন্তরে।

অরুণ আলোর ফুল-ঝুরিতে
চিরতরুণ আল্পনায়
বন্দে তোমায় স্বভাব-কবি
ভূমানন্দ-কল্পনায়।
বৃষ্টিধারায় তোমার বাণী
শোনে সেবক তন্মনে,
আছ অ-তাপ অনলসম
কঠিন শীতল ইন্ধনে।

মুহূর্ত্তেরি প্রমাদ-বশে
যদিই তোমায় বিস্মরি,
ঘুচিয়ে দিয়ো, বিনাশিয়ো
অবিশ্বাসের শর্ব্বরী।
ভাবি-দিনের মোহন মুখের
ঘোম্‌টা ছিঁড়ে দেখ্‌রে মন,
জলে স্থলে সূক্ষ্মে স্থূলে
শাশ্বত তাঁর সিংহাসন।

চিন্তা দিয়ে পথ বাহিয়ে
ছুটিস্ মিছা, হয় না লাভ !
সাম্‌নে উজ্জল অনিত্য জাল
বুন্‌ছে মায়ার ঊর্ণনাভ ।
যৌবনে নেই বিন্দু প্রমোদ,
ক'দিন রূপে মন ভোলে ?
সাম্‌নে নাচে ছিন্ন-মস্তা
কাম-রতিকে পায় দলে' ।

প্রহেলিকার গোলক-ধাঁধায়
ক্রোশের পরে ক্রোশ চলি,
রহস্যময় পরশ-মণি
ভর্‌বে কখন অঞ্জলি !
ঘোর বিপদের ছদ্মবেশে
মঙ্গল আসে, ভয় কি তোর ?
সাধন পথের বিভীষিকায়
শঙ্কা কিসের আত্মা মোর ?

বল্ দেখি আজ সকাল থেকে,
হায় রে ক্ষ্যাপা চপল মন,
কি করেছিস ? কি জপেছিস ?
হয়নি তো তাঁর নাম-স্মরণ ।
সবার সেরা বন্ধু যিনি,
'ওরে কৃপণ, যাঁর দানে
পূর্ণ করিস মঞ্জুষা তোর,
চাইলি না তো তাঁর পানে ।

ডাক্‌লি নে সেই নির্ব্বিশেষে
ইহার অধিক ভ্রান্তি নাই—
কোহিনূরের কান্তি হেরে
ক র্‌লি জমা কয়লা ছাই।
মৃত্যুশোকের শক্তিশেলে,
গরলে প্রাণ জর্জ্জরে—
তুমি যারে বরণ কর,
এই তুফানে সেই তরে।

আকুল সরিৎ সমুদ্রে ধায়
কর্‌তে জীবন বিসর্জ্জন,
পথের মাঝেই উজান জোয়ার
দেয় তারে প্রেম-আলিঙ্গন;
কোন্ মোহানায় তেম্‌নি আমায়
আগ্‌ বাড়ায়ে লইবে নাথ?
কোন্ লগনে কর্‌বে পরশ
এই বিরহীর রিক্ত হাত?

কুসুম-হারে সূতার সম
লুকিয়ে আছ অপ্রমাণ,
পাপ্‌ড়ি কবে পড়্‌বে খসে'?
চিনব তোমায় জগৎপ্রাণ।

ঋতু

মৃণু

আকাশ যখন আবীরে ভরিল
অথচ তারকা নাই ;
মেঠো পথ দিয়ে ধূলি উড়াইয়ে
ফিরিল পাটল গাই।
নধর চিকণ - বাছুরের গায়
বিগলিত যেন মোম,
ক্বচিৎ উরুতে কভু বা উদরে
শিহরি' উঠিছে রোম ।

এমনি সময়ে একেলা বাহির
হইল মৃণাল-বালা ;
এখনো তাহার গলায় দুলিছে
বাসর-কুসুম মালা ;
চোখের কোণায় অতি সাবধানে
নিপুণ তুলিকা ধরি'
ভুবন-ভুলান রেখা কে টেনেছে
পলাশ-বরণে মরি !

ভিন্ গাঁ হইতে নব বধূ কেউ
শ্বশুর-বাড়ীতে এলে—
মৃণু হয় তার প্রাণের দোসর
বাঁচে সে মৃণুরে পেলে ;
কিশোরী কলিকা পাপ্ড়ি মেলিছে
অথচ বালিকা সে—
যারেই শুধাবে তারেই মৃণাল
ভালবাসে সব চেয়ে।

চুলটি বাঁধিতে কিলটি তুলিতে
চুল্‌বুলে হাত দু'টি—
খোকা-খুকী পেলে বুকেতে আগলি'
হাসিয়ে পলায় ছুটি'।
মৃণুর মুখের হাসিটুকু তার,
কোঁকড়া কেশের রাশি—
নিমেষে নিমেষে নব রূপ ধরে
মৃণুরে দেখিতে আসি ;

ঘাসের উপরে বসেছে মৃণাল
তাল-পুকুরের তীরে,
দোলে গোধূলির সোণার নিশান
দূর বনানীর শিরে।
ঢেউয়ের সোহাগে শতদল-বধু
নিরুপায় প্রাণে নাচে,
কোনটি এখনো মুদিছে চক্ষু,
কোনটি বা মুদিয়াছে।

মৃণু সে মোদের চাহিয়া চাহিয়া
শ্যাম সলিলের পানে,
কি যেন একটা আকুলি ব্যাকুলি
পুষিল আপন প্রাণে;
মিষ্ট গলায় গাহিয়া উঠিল
পল্লীর প্রেম-গীতি—
অথচ মৃণাল বোঝে না কিছুই
বঁধুর মধুর প্রীতি;

সরল গানের কথাগুলি লঘু
বাণের মতন বিঁধে,
চোখের জলের বাঁধ ভেঙে দেয়
ভাবগুলি সাদাসিদে।
লুকায়ে লুকায়ে দেখিনু প্রতিমা
তাল-গাছ-তলা থেকে,
পিয়াস না মিটে যতবার দেখি
চেয়ে চেয়ে দেখে দেখে।

শুষ্ক পাতার খস্ খস্ ধ্বনি
পলাল মৃণাল ধেয়ে—
রক্তিম সাঁঝে মুক্ত চিকুরে
পলায় গ্রামের মেয়ে।
সে অনেক দিন দেখা হ'য়েছিল
তাল-পুকুরের ঘাটে;
আর আজ হেথা শাক বেচে মৃণু
'সর্ষে-জোড়ে'র হাটে।

অঙ্গে অঙ্গে যৌবন-রাগ
ছাপায়ে পড়িছে লুটে,
রঙ্গে ভঙ্গে রবির রশ্মি
রোমে রোমে ফুটে উঠে ,
ধূলা ঝুলিতেছে রুক্ষ অলকে
আলু থালু কেশপাশ,
মৃণুকে দেখিয়া থমকি 'চমকি'
দাঁড়ানু তাহার পাশ—

কি দেখিনু চেয়ে- মানসী প্রতিমা,
অচল হইল আঁখি,
বুকের শোণিতে আশার ফলকে
লইনু চিত্র আঁকি'।
বিধবা-বিবাহ ? মৃণুকে বিবাহ ?
কাঁপিল হৃদয়তলে—
প্রাণ-পতঙ্গ ঝাঁপ দিতে চায়
জলন্ত প্রেমানলে।

চলিলাম গৃহে, গ্রাম-পথে ধূলা,
সাপ গেছে পার হ'য়ে,
কোথাও পাখীর নখের ভঙ্গী
চোখে পড়ে রয়ে' রয়ে'।
সমাজের ভয় ? বিধবা-বিবাহ ?
মানিব কি পরাজয়—
জ্বালিনু মৃণুর রতন-দীপটি
জীবন-রজনীময়।

জ্বালাতন হয়ে' গ্রামের দয়ায়
ছাড়িয়া গেলাম গ্রাম,
আঁধারে আলোকে, পথে ঘাটে মাঠে,
মৃণালকে ঢাকিলাম ;
মুখপানে তার চাহিয়া দেখিনু
কি দিব্য জ্যোতি ঢালা !
সমাজের শরে ঢাল সম হ'য়ে
দাঁড়াল মৃণাল-বালা।

ঘর বাঁধিলাম পাহাড়ের গায়
সাঁওতালদের সাথে,
পাটল একটি গাভী ক্রয় করি'
সঁপিনু মৃণুর হাতে ;
মৃণার স্নেহের লতার তন্তু
আঁকড়িল গিরি-শিলা ;
পা ডুবাত মৃণু স্বচ্ছ নদীতে
আনন্দ-লঘু-লীলা।

সোণার শলাকা বুনিত গগনে
রেশমি বসন-স্তর,
অস্ত-তপন মুদিত নয়ন
মহুয়া-বীথির 'পর।
সকাল হইতে মাঠে খাটিতাম,
মৃণু যেত ভাত নিয়ে,
পরীর মতন মেয়েটি আমার
অবাক্ রহিত চেয়ে।

চুড়ীর সহিত জড়াইত হাতে
মায়ের আঁচলখানি,
মাঠের মাঝারে কেহ নাহি শুধু
আমরা তিনটি প্রাণী ;
চাহিতাম দূর দিগন্ত পানে—
সোণায় ফলেছে সোণা,
সার্থক ওগো উপত্যকায়
কমলার আলিপনা।

খাইতাম ভাত, চাহিতাম ভুলে
মৃণুর মুখের দিকে—
কি যেন মন্ত্রে যাদু করেছিল
মৃণু মোর মনটিকে ;
মউল ফুলের মধুর গন্ধ,
স্তব্ধ দ্বিপ্রহর,
ক্বচিৎ পাখীর করুণ কণ্ঠ
পলাশ ফুলের 'পর।

ধরিতাম চাপি' মৃণুর হাতটি,
হাসিয়া চোখের কোণে
চুমু দিত মৃণু মেয়েটির গালে
মোদের স্নেহের ধনে।
মৃণুর প্রাণের নির্ম্মল রস
চোখের দুয়ার দিয়া
ঝরিয়া পড়িত মুকুতা-ধারায়—
মৃণু সে আমারি প্রিয়া।

এত গুণবতী মাধুরীর নদী,
তরুণী হেরিনি আর,—
হাসির চাইতে ভ্রূকুটিতে তার
ঝরিত সুধার ধার !
আর এক দিন, সেই শেষ দিন,
তখন অনেক রাতি,
মেঘের লীলায় শিহরি' মিলায়
রৌপ্য-চাঁদের ভাতি ;

ময়ূরকণ্ঠি চেলীর মতন
কুয়াসা গিরির শিরে,
সহসা উঠিয়া বাতায়ন-দ্বার
খুলিয়া দিলাম ধীরে ;
হেরিনু মৃণুর বাহুটি বেড়িয়া
ঘুমায়ে পড়েছে কেশ,
চুম্বন দিনু কপোলে তাহার
ভুলিনু লজ্জালেশ—
কি এক আবেশে মুগ্ধ জীবনে
হেরিনু কান্ত মুখ,
করপুটখানি ভরিয়া দিলাম
বনফুল-যৌতুক ;
ঢলিয়া পড়িনু বক্ষে মৃণুর—
জীবন-মরণ মৃণু,
অধর-বাঁধুলি শোষণ করিয়া
নূতন মদিরা পি'নু ;

১০

মনে হ'ল সেই বালক-কালের
তাল-পুকুরের ঘাট,
মনে হ'ল সেই বিজুলি-বিভাস
'সর্ষে-জোড়ে'র হাট।
ঢলিয়া পড়িনু অবশ অঙ্গে
জাগিল না মৃণু আর—
স্বপনের রূপ ধরিল আমার
জাগরণ-অভিসার।

শেষ করি তবু, শেষ নাহি হয়,
অফুরাণ তার কথা,
অফুরাণ সেই চোখের ভঙ্গী
কালো কটাক্ষ-লতা।
এখনো-এখনো গভীর দুপুরে
সেই সে গিরির গায়ে,
একেলা একাকী শালের বনের
রৌদ্র-খচিত ছায়ে,

হেরি তার মুখ কণ্ঠ-কাকলী
কাণটি ভরিয়া যায়—
উত্তর থেকে হুহু হুহু করে'
আসে এলোমেলো বায়;
সুদূর মাঠের প্রান্ত উজলি'
রূপার তাবিজ প্রায়।
'পাহাড়ে' নদীর চিক্কণ রূপটি
সে মোরে দেখাত হায়—

আজ আমি একা কাছে নাই তুমি
কই, কোথা প্রাণাধিকে,
এইখান্‌টিতে বেড়াতে যে তুমি
এই পথে এই দিকে।
অলকের ফাঁদে রৌদ্র খেলিত,
দুলিত মুক্ত বেণী,
আসিতে লীলায় উড়িয়ে আঁচল,
পেরিয়ে শালের শ্রেণী,

তোমার চুলের ফুলের গন্ধ
আকুল করিত মন,
কখনো সোহাগ. কখনো সরম,
কখনো কঠিন পণ।
ওই বাজে তার চাবির রিংটি—
মুখে হাসি, চোখে লাজ,
নীল পাহাড়ের পইঠায় বসি'
পর' আজি ফুল সাজ।

আনমনে ওগো ঘুমাইয়া পড়ি,
ঘুম যে সুখের বাড়ী,
ঘুম ভেঙ্গে দিয়ে সে ওই পলায়,
পিছে ধাই তাড়াতাড়ি—
কই কই কই? ওই যায় ওই—
হায় হায় করে হাওয়া—
ঝলসিয়া যায় প্রাণের ভিতর
হারালে যায় কি পাওয়া?

কুণাল-কাঞ্চন

সম্রাট অশোক।

তিস্‌সরক্ষিতা—অশোকের পত্নী, কুণালের বিমাতা

কুণাল—অশোকের পুত্র।

কাঞ্চনমালিকা—কুণালের পত্নী।

নয়ন মেলিছে শয়ন-শিয়রে রজনী-গন্ধা-বালা,
জাগিয়া বসিয়া অশোকের প্রিয়া ছিঁড়িছে বরণ-মালা,
কুসুম-ধনু সে খালি করে' তূণ
বরাঙ্গে তার জ্বেলেছে আগুন,
ভাবিছে কিশোরী কটাক্ষে কা'র উপেক্ষা-বিষ ঢালা।

রাজার দুলাল, তরুণ কুণাল, সতীনের ছেলে তার,
দলিয়া গিয়াছে রূপের অর্ঘ্য, বাসনার উপহার;
রতির গলার মুকুতার মালা
ঝলসিয়া গেছে বিদ্যুৎ-জ্বালা,
বুকের ভিতরে ফুঁসিছে নাগিনী তিস্‌সরক্ষিতা'র।

"চূর্ণ করিব স্পর্দ্ধা তাহার"—কহিল আত্মহারা,
"উপাড়ি' তুলিব বজ্রনখরে কুণালের আঁখিতারা,
"সে যে 'কাঞ্চন-মালিকা'র রূপ
ভুঞ্জিবে সুখে পুলক-লোলুপ—
শিরায় শিরায় ফেনায়ে উঠিছে হিংসা-মদিরা-ধারা।

ফেনায়ে উঠিছে হিংসা-মদিরা, কাঁপিছে মর্ম্মাহতা ;
চীৎকারি' ওঠে ক্ষিপ্ত বাতাসে প্রতিশোধ-মাদকতা।
"পাগল করেছে যে পরশ-মণি,
হরিব গো তার আলোর অবনী—"
উথলে চক্ষে, কপোলে, বক্ষে, উন্মাদ-চপলতা।

অর্দ্ধরাত্রে নিদ্রা তেয়াগি' উঠিল মহিষী জেগে,
বাহিরে তখন বাদল-নৃত্যে মাদল বাজিছে মেঘে ;
এ ঘর ও ঘর ছুটিয়া ছুটিয়া,
অলিন্দ-পথে পড়িল লুটিয়া,
অন্ধকারের অতল রন্ধ্রে ধাইল পবন-বেগে।

* * *

গেছে তার পরে বরষ ঘুরিয়া ; 'পুষ্পপুরে'র পথে
কে গায়িছে ওই অন্ধ যুবক ? উতলা সুরের স্রোতে
গলিছে চরণে পথের পাথর ;
প্রভাতের আলো করুণা-কাতর,
কোন্ ভুলে-যাওয়া শেষ পথ-চাওয়া ফুরায়েছে আঁখি হ'তে।

হাতে হাত রাখি' সাথে সাথে তার পথ দেখাইছে নারী,
নাথের মলিন মুখপানে চেয়ে ঝরিছে শিশির-ঝারি—
হায় কাঞ্চন-মালিকা তোমার
বেদনা-জলধি এপার-ওপার।—
পথের কিরণে শিহরি' উঠিছে সোণার খাঁচার সারী।

কুণালের গান

আকাশে নীরব রঙের ভাষা,
সাগরের নীলে কুহক নাই ;
কাণ পাতি' শুনি জোয়ার-ভাঁটায়,
উজান বাহিয়া ফিরিয়া যাই।
নিশা আজি মোর দিনের মতন,
আঁধার আড়ালে হারাণ' কিরণ
জ্ঞানের নয়নে পলক নাই !
উধাও—উর্দ্ধে—দূর-দূরান্তে কাঁপে অন্ধের গান,
এ যেন নিশুতি নিশীথ-নিথরে ঝরণার কলতান—
হা উষার পাখী বেদনা-আতুর,
কোথা শিখেছিলি কাকলি মধুর ?
গেছে ফুল-ফুটান'র তৃষা—মধুমাস অবসান।

প্রাসাদ-কক্ষে নিদ্রোত্থিত রাজার পরাণ-মাঝে
সেই পুরাতন শিশুর কণ্ঠ আরতির সুরে বাজে।
অতীতের স্মৃতি-পাত্র ছাপিয়া
স্নেহের ফোয়ারা উঠিছে কাঁপিয়া,
বাতায়ন-পথে নেহারে দুলাল দাঁড়ায়ে ভিখারী-সাজে।

তোরণ-বাহিরে আসিল অশোক আবেগে দু'বাহু মেলি,'—
"কাল রাতে তোরে স্বপন দেখিছি, কুণাল, দুলাল, এলি,
ফিরে কি এলি রে নয়নের মণি ?"—
উত্তরে তার গর্জ্জে অশনি,
কে দহিল হায় প্রাণের কমল অনল-কুণ্ডে ফেলি'।

"ওরে প্রভাতের খসা তারা মোর, কথা কও আঁখি তুলি',
মণি-নির্ম্মল, সোণার অঙ্গে কেন গৈরিক ধূলি ?"
পুত্র কহিল,—"পিতার আদেশে
নয়ন হারায়ে ফিরিয়াছি দেশে,
দাও পদধূলি"—ওঠে নীল শিখা পাতালের দ্বার খুলি'।

একি আঁখিহীন ! নৃপতি অশোক লুটায় ধূলার 'পরে—
সহসা 'তিস্‌সরক্ষিতা' আসি' কহিল ক্ষিপ্ত স্বরে—
"জ্বলে' যায় আঁখি বজ্র-শলায়,
গরলের ক্ষত কটি-মেখলায়,
আয় রে কুণাল, রাজার দুলাল, ফিরে আয় তোর ঘরে।

"শোন মহারাজ, নাহি আর লাজ, এই তরুণের পায়
সঁপিনু নারীর পরম রতন, হায় বুক ফেটে যায়,
নব-যৌবন-পশরায় মোর
পদাঘাত করি' গেল মনোচোর,
তারি প্রতিশোধ নিয়েছি, কুণালে অন্ধ করেছি হায়।

"জাল করে' তব রাজ-স্বাক্ষর লিখেছিনু লিপি হায়,—
'যে চোখে চেয়েছ বিমাতার পানে উপাড়ি' ফেলিবে তায় ?'
সেই দিন থেকে বুক চেপে ধরে'
কে যেন চকিতে শ্বাস রোধ করে,
নিদ্রাবিহীন মূর্চ্ছিত রাতি পোহাইতে নাহি চায়।

"আমরাই মায়া-স্বপন-দোলায় রূপের ফুলের ডালি,
আহতা, দলিতা ফণিনীর মত কাল-কূট-ফেনা ঢালি।
রসাল-শাখার মধুমঞ্জরী
কেতকীর খর কণ্টকে ভরি ;
পান করি মোরা শ্যামা যামিনীর ছায়া-দুকূলের কালী।"

চাহিছে প্রকৃতি উদাস নেত্রে, মানবের সুখ-দুখে
দেয় না সে সাড়া, জাগে না হর্ষ, বাজে না বেদনা বুকে।
হেরিল নৃপতি পিছু পানে চেয়ে,
ফাগুনের পাখী ওঠে গান গেয়ে—
এ পারে অরুণ, ও পারে গোধূলি—চির প্রশান্তি মুখে।

"তুষানলে তব প্রায়শ্চিত্ত, হে তিস্যরক্ষিতা,
দেশের রাজার বিচারে আজিকে হইলে শৃঙ্খলিতা।"
অশোক রাজ্যে শোকের তুফান
ভাসাল' দিগ্বিজয়ের নিশান,
নয়ন-হারা সে তনয়ের সাথে কাঁদিল মৌনী পিতা।

মঠে—মন্দিরে—বিহারে চৈত্যে, পাষাণের স্তূপতলে
গলিয়া পড়িল শোকের কাজল ভিক্ষুর আঁখিজলে,
নমি' বুদ্ধের পদপল্লবে
রাজ-মঙ্গল বর যাচে সবে,
হায় কুণালের আঁখির বিকার টুটে কি পুণ্যফলে।

সন্ন্যাসী এক চলিল একদা, দূর রাজধানী পানে,
তপোবল তার অন্ধ আঁখির আঁধার হরিতে জানে।
কহিল অশোকে—"হোক মহাসভা,
প্রভু বুদ্ধের করুণার প্রভা
জাগাও অঙ্গে, মগধে, বঙ্গে, ধর্ম্ম-সংঘ-গানে।

'শরণ লয়েছ চরণে যাঁহার, গাও গো তাঁহার জয়,
পরিহর' শোক, উঠ গো অশোক দূরে যাক্ ক্ষতি-ক্ষয়।
ডাকিছে তোমারে মহানির্ব্বাণ,
জ্ঞান-হিমালয়ে উড়িছে নিশান,
উঠ নরনাথ, ফুটিছে প্রভাত, নাহি শোক, নাহি ভয়।

"নবীন নেত্র মেলিবে কুণাল, করিবেন প্রভু দয়া,
বোধি-দ্রুম-ছায়ে পরমা-সিদ্ধি হয়েছে সর্ব্বজয়া ;
সেই তথাগত গৌরব-গীতে
গলিবে নয়ন ভক্তি-সরিতে,
অন্তর-তলে কর নির্ম্মাণ প্রেমের বুদ্ধ-গয়া।

"সঞ্চিত কর' কাঞ্চন-ঘটে সাধুর অশ্রুকণা
ঝরিবে যখন দিব্য জীবনে তন্ময়-উপাসনা,—
ঢালি' দিও সেই পুণ্য সলিল
পুত্রের আঁখি হবে অনাবিল,
নিরঞ্জনের ধ্যান-অঞ্জনে হও গো ধন্য-মনা!"

সে এক প্রভাত, পাটলিপুত্র জাগিল সগৌরবে,
স্বর্গ হইতে পুষ্প বরষে নির্ম্মল নীল নভে,
হেরিল কুণাল ভাস্বর ভাতি,
পূর্ব্ব-আশায় পোহাইছে রাতি,
নমিল অশোক—নমিল কুণাল ভকতি-মহোৎসবে।

চণ্ডীদাস

উথলে মধুর জলের উৎস
লবণাম্বুর তলে,
ডুব দিয়ে তুমি রসের কুম্ভ
ভরি' নিলে কুতূহলে ;
ঢালি' দিলে তাহা প্রেম-নিকুঞ্জে,
জীবন-মঞ্জরীতে ;
খুঁজে নিলে কবি, অমিয়া-ফোয়ারা
সখী রজকিনী-চিতে।

মদন-মোহের পরিমল-হীনা
দেহের পিপাসাহারা,
'পীরিতি' তোমার ধ্যানের ভুবনে
হইল উদয়-তারা।
অনাদি ঊষার পরম বাসরে,
যে মাধুরী রূপ ধরি'
বিহরে কবির মানস-পুরীতে
চির দিবা-বিভাবরী। *

অবাক্ গুবাক- সারির তলায়,
পল্লী-দীঘির কূলে,
ছিপ হাতে লয়ে' বর্ষ দ্বাদশ
ভাবিলে কি মন-ভুলে ?
চাহিয়া থাকিতে জলের ওপারে
ঘাসের গালিচা 'পরে,
কে দিত শুকাতে শুভ্র বসন,
নেহারিতে মোহভরে।

বারটি বছর চেয়ে ছিলে কভু
কহ নি একটি কথা,
ঝরিত তোমার আঁখির পাতায়
স্বরগ-নির্ম্মলতা !
এমনি করিয়া ফুরাইত দিন
তোমার হিয়ার মাঝে
কেহ জানিত না রস-মূর্চ্ছনা
সুধার রাগিণী বাজে !

বারটি শরৎ এসে ফিরে গেল,
একদা প্রভাত-বেলা,
কহিল রমণী,— 'শুন হে ঠাকুর
একি তব ছেলেখেলা !
এ কি নেশা হায় না পারি বুঝিতে
এ কেমন মাছ-ধরা !
খালি হাতে রোজ ফিরে যাও ঘরে
তবু মুখে হাসি ভরা।

দেখি ওই হাসি সমান রয়েছে ;
নাহিকো জোয়ার ভাঁটা,
জানি তুমি কবি, কবির প্রাণে কি
বাজে না দুখের কাঁটা ?'
সেই হাসিরাশি উছলি' উঠিল
চণ্ডীদাসের মুখে—
'সত্য বলেছ, দুঃখের কাঁটা
বাজে না কবির বুকে।

তবু এক দুখ— কহ' নাই কথা,
এক যুগ বসে' আছি,—
ছিনু যেন আমি দূরতম গ্রহে—
এসে এত কাছাকাছি !
সে অনেক দিন, চাহিল কণ্ঠ
তোমার বাহুর ডোর—
গেলে "নীল শাড়ী নিঙাড়ি' নিঙাড়ি'
পরাণ সহিত মোর !"

রূপের বিন্দু- সরোবরে ডুবি'
প্রবাল-অধর লাগি',
সুন্দর দু'টি আঁখির কুহকে
নহি সখি, অনুরাগী।
কামের ভস্ম ভূষণ করিয়া
ছুটি না তোমার পিছে,—
আমার তাপসী 'পীরিতি'র কাছে
অপ্সরী-লীলা মিছে !

কি আর বলিব— "শুন বিনোদিনি,
সুখ দুখ দুটি ভাই ;
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি
দুখ যায় তারি ঠাঁই !
"তোমার ওরূপ কিশোরী-স্বরূপ,
শুন রজকিনি রামী,
ও দু'টি চরণ শীতল জানিয়া,
শরণ লইনু আমি !

'কি বল ঠাকুর ?— কহে রজকিনী,
'দুখিনী অবলা আমি,
আমার ধরম, সরম-ভরম
জানে অন্তর-যামী ।
একি কথা ক্ষ্যাপা পাগলের মত,
শুনে অমি লাজে মরি !
মাছ ধরিবার ছল করে' ছি ছি,
রূপ দেখ আঁখি ভরি' !

'ভুল বুঝিয়াছ !'— কহে দ্বিজ কবি,
'ছুঁইতে চাহি না গা,
লোমকূপে যার কোটি ক্রিমি কীট,
পীরিতি যাচে না তা !"
"কপট পীরিতি আরতি বাড়ায়
মরণ অধিক কাজে,
লোক-চরাচরে কুল রাখা দায়,
জগৎ ভরে গো লাজে !"

এস সখি এই পূজারির সাথে
চল' প্রান্তর-পারে,
'বাশুলী' দেবীর মন্দির-মুখে
প্রেম-সুখ-অভিসারে—
ফুটিয়াছ কোন্ সাগর-ফেনায়
উড়াইয়া গুণ্ঠন!
পদ্মালয়ার চরণ-পরশে
রভসে উন্মগন!

তুমিই স্বর্গ, চতুর্বর্গ
কল্প-মোক্ষফল;
ধ্রুবের বিরহ- সন্তাপে তুমি
অমৃত শান্তিজল;
"তুমি গায়ত্রী, ত্রিসন্ধ্যা মম,
তুমি হও মাতা পিতা,"
তুমি উপাসনা রসের সাধনা,
এস মনোবন্দিতা।

সাগর-বর্ণ আকাশের তলে
দীপ্ত শারদ প্রাতে,
চলে রজকিনী প্রান্তর-পথে
চণ্ডীদাসের সাথে;
ঝরিল ভুবনে আনন্দ-রেণু,
পথ দেখাইছে কবি,
চলে রজকিনী মন্থর পদে
হেরে উজ্জ্বল রবি!

ছাড়ি' ঘড়-বাড়ী চলিতেছে নারী
কাঁপে তনু থরথরি'—
থমকি' চমকি' চাহে পিছু ফিরে
আঁখি আসে জলে ভরি' ;
সমতল পথ এত বন্ধুর
লাগে নি তো কোন দিন !
এ কি আশঙ্কা এ কি উদ্বেগে
ছিঁড়িল মর্ম্ম-বীণ্ !

কহে সংশয় এ কি পরাজয় ?
এ কি লাভ ? এ কি ক্ষয় ?—
ফিরিবার পথ ক্রমশঃ দীর্ঘ,—
এ কি প্রেম ! এ কি জয় !
চরণ হইতে সরে ক্ষিতিতল,
যা' ছিল তাই কি ভালো ?
একি সুখ-ঊষা ? একি মরীচিকা ?
আলেয়ার হাসি আলো ?

'যাবনা—যাবনা, পিছনে সহসা
কহে রামা চীৎকারি',
'ফিরাইয়া লও মন্ত্র তোমার,
পায়ে ধরি, দাও ছাড়ি' ।
পুনঃ সেই হাসি ভাসিয়া উঠিল
চণ্ডীদাসের মুখে—
'সম্মুখে ওই প্রীতির প্রয়াগ
বল বাঁধ' সখি বুকে ।

শিরে নীলাকাশ, দেবতার বাস
আরতি-চন্দ্রাতপ,
তরুলতাভরা ধরণীর পীঠ
তাঁরি পূজামণ্ডপ।
সংসার যাঁর বিভূতি তাঁহার
চরণে দাও গো ডালি!—
যৌবন-ধন জীবন-মরণ—
ঘুচিবে মনের কালি!

ভাসাও পুণ্য- পাপের পসরা
মুক্ত-বেণীর নীরে—
জান না এসেছ কোন্ সাধনায়
উতরিবে কোন্ তীরে!
যাও যাও ফিরে, নহ বন্দিনী,
তোমার কুটীর-দ্বারে,
ছাড় শঙ্কিতা সঙ্গ আমার
মাধুরীর অধিকারে।'

'রবে মোর ঘরে?'—কহে রজকিনী,
'কলঙ্কে ডরিব না,
কর গো শপথ, দেবতা সাক্ষী,
করিও না প্রতারণা।
এস ভালবেসে হে প্রাণ-বঁধুয়া,
জীবনে মরণে মোরে
যাবে না ছাড়িয়া, দাও পাণিতল,
বাঁধিনু পীরিতি-ডোরে।

হের হের বঁধু, হিয়ার মাঝার
লইয়া আমার আঁখি—
বুক-চেরা এই শোণিতে রাঙায়ে
পরাইনু প্রেম-রাখী।
তোমার সাধনে আমার সাধন
যুগ-যুগান্ত ধরি'!
তোমার ধরমে আমার ধরম—'
মূরছিল সুন্দরী।

পথধূলি হ'তে বুকে তুলি' তারে
ভাবে কবি বিস্মিত—
একি—কূল-ভাঙা ভাবের প্লাবন!
জীবন উন্মথিত!
রজকিনী-গৃহে হেরিয়া কবিরে,
করে লোকে কাণাকাণি,
ঘাটে মাঠে হায় রটে কলঙ্ক,
বিঁধে বিদ্রূপ-বাণী।

'কীর্ত্তি রাখিলে!'— কহে সহচরে,
করে শ্লেষ পরিহাস—
'যজ্ঞোপবীত ধরিয়া কণ্ঠে
হ'লে রজকিনী-দাস!'

* * *

সে এক রজনী বড় সুন্দরী
নদী তীর-পথ ধরি'
শর-বন ভাঙি' চলে' যায় কবি,
সাথে তার সহচরী।

পাংশু আকাশে, জাফ্‌রাণ্‌-মেঘে
তাকায় ইন্দুলেখা,
অদূরে ভগ্ন দুর্গ-প্রাচীর
ভ্রমর-বরণে আঁকা ;
গোল গম্বুজ দীর্ঘ ছায়ায়
কাঁপিছে নদীর জলে,
প্রান্তর যেন থির সমুদ্র
চন্দ্রকলার তলে—

'হের সহচরি শোভার লহরী
বহে' যায় এ নিখিলে—
একা দেখে' সুখ জাগে না পরাণে,
তুমি যদি না দেখিলে—
উদিয়াছ তুমি ওই শশী সম,
চির বিচিত্রতম,
সমাজের ভাঙা দুর্গ-তোরণে
হরিতে তামসী মম !

ওই শশাঙ্ক খণ্ড, মলিন,
কলঙ্কে বিজড়িত—
তুমি রজকিনী পূর্ণ অমল
মণ্ডিছ মম চিত।'
নীরব হইল ধ্যানময় কবি,
চমকি' আচম্বিতে
চাহে অভিজিৎ তারকার পানে
যেন কা'র ইঙ্গিতে—

কল্পনা-রাণী খুলে দিল কোন্
স্বপনের বাতায়ন—
ঝাউ-বীথিকার ছায়া-মাস্তুলে
কুহেলির আবরণ।
লোল অপাঙ্গ- ভঙ্গিমাভরে,
কোন্ সুর-কিশোরী
রজনীর সেই চাঁদোয়ার তলে,
ফুকারিল বাঁশরী!—

দেখা দিল দূরে অরুণের রথে
নিশীথের মাঝ্খানে,
নীরবতা যেন মুরতি ধরিয়া
শিহরিল বাঁশীতানে!
দেখিতে দেখিতে সরে' গেল সেই
কুহেলির নীহারিকা—
ফুটিল সমুখে পিতার ভবন
প্রভাত-ভানুর শিখা—

মাতার কণ্ঠ পিতার দৃষ্টি,—
ডাকে 'আয় ফিরে আয়,
ভুল করেছিস্, ভাঙ্ সেই ভুল!
অশ্রুর ঝরণায়!
আয় ধুয়ে আয় পুণ্য-ধারায়,
আয় রে নির্ব্বাসিত,
পিতৃগণের গচ্ছিত নিধি
সুখ-মঙ্গল-হিত,—

তুই কি বুঝিবি, অবোধ বালক,
সংযমে কি সুষমা !
'ফিরে আয় ঘরে ওরে অবাধ্য,
করিবে সে তোরে ক্ষমা।'
সেই মুহূর্ত্তে পশ্চাৎ হ'তে
ডাকে তারে রজকিনী—
'আর কেন দেরী ? ফিরে চল ঘরে
পোহায় যে নিশীথিনী—

'কেন ডাক মোরে ? যাব কোন্ ঘরে ?
ঘর কই ? এ যে পথ !
পথের জ্যোছনা ভুলায় আমারে—
কাঁপে প্রাণ-পারাবত।
এস সহচরি, এস ত্বরা করি',
দাঁড়াব না পথে আর—
তোমাতে আমাতে তরুণ বিভাতে,
অপার হইব পার।

কাম্য-কামের শেষ-সীমানাতে,
দুস্তর পরিখাতে,
আত্ম-দানের সান্ত্বনা-স্রোতে,
সাঁতারিব হাতে হাতে !
কল্পকালের বল্লভে স্মরি'
নিবেদিব অঞ্জলি,
সবিতা যাঁহার পঞ্চ-প্রদীপ
ধরে চির-উজ্জ্বলি' !

একটি অরুণ পূর্ণ উদিত
রস-অর্ণব-কূলে—'
বলিতে বলিতে রজকিনী-পাণি
নিল কবি করে তুলে'।
ঘিরিল তাহার অলক-প্রান্ত
অপরূপতম জ্যোতি,
তারকা-খচিত আকাশের পটে,
দাঁড়ায়ে রহিল সতী।

আরেক রজনী, ঝঞ্ঝা-অশনি
দেয় ঘন হুঙ্কার,
পথ পানে চেয়ে জাগে রজকিনী
বিজন কুটীরে তার,
সাজায়ে অন্ন বসিয়া আছে সে
ভুঞ্জিবে বঁধু এসে,
নিমন্ত্রিতের তৃপ্তির পরে
প্রসাদ মাগিবে শেষে!

আসে পূজা সেরে, প্রতি দিনান্তে,
আজ কেন এত দেরী!—
বাজিয়া উঠিল নীল অঙ্গনে
বরুণের রণ-ভেরী।
বাহিরে যাইতে চাহে বিরহিণী,
পদে পদে বাধা পায়,
একি প্রলয়ের শিলার সৃষ্টি
বৃষ্টির দরিয়ায়!

নিবারে তাহারে দিগ্-বারণেরা,
ঝটিকায় লোটে বাস,
যতবার ধায় পড়ে আছাড়িয়া—
এস গো চণ্ডীদাস!
মন যে ছুটিছে বাহিরের পানে,
কেমনে রহে সে ঘরে।
বঁধুর বিরহ- আঁধারের রাশি
গ্রাসিয়াছে চরাচরে।

কড়্ কড়্ রবে সাড়া দেয় বাজ,
ছুটিল সে দিশেহারা,
আকুলতা এসে ধরেছে আঁকড়ি',
করিয়াছে মাতোয়ারা।
আসে আশঙ্কা, ডাকিনী-মূর্ত্তি,
ভীম কটাক্ষে চায়,
দোলে বিভীষিকা অট্ট হাসিয়া
ঝটিকা-হিন্দোলায়।

'বাশুলী' দেবীর দেউলের চূড়ে
ঝলে ত্রিশূলের ফলা,
পঁহুছিল রামা দেবতার দ্বারে
অনুরাগে বিহ্বলা।
বড় আশা ছিল প্রাণ-বঁধুয়ারে
নেহারিবে সেইখানে,—
ডেকে ডেকে হায় ঘুরে একাকিনী
প্রতিধ্বনির তানে!

ভরে অঙ্গন, বিল্ব-কানন—
শুধায় সে দেবতায়,
'কোথা বঁধু মোর ? বল্ মা আমারে,
কোথায় খুঁজিব তায় !
জানিস্ সকলি, ভুলাস্ নে মিছে !'—
পাষাণ-বেদীর মূলে,
নিরমাল্যের ফুল-চন্দনে
লুটাইল এলোচুলে।

*   *   *

পল্লী-রমণী পূজা দিতে এল,
ফিরে গেল একে একে,
কাঁপিল না হায় কাহারো হৃদয়,
জাগাল না তারে ডেকে।
তৃতীয় প্রহরে ভাঙিল মূর্চ্ছা,
কেঁদে ওঠে রজকিনী ;
দৃক্‌পাত নাহি কিছুতে তাহার,
ছুটিল উন্মাদিনী।

আলুথালু বেশে ধাইল উধাও
হাটের মধ্য দিয়া,
ব্যাপারীরা সব ফিরিছে তখন
শূন্য পসরা নিয়া।
রক্ত-উজল চরণালক্তে
ছুটিল রুদ্ধশ্বাসে,—
বহু পথ ঘুরে পঁহুছিল শেষে
গ্রামের শ্মশান-পাশে।

দেখিল অদূরে ওঠে চিতা-ধূম
'বেড়াগ্নি' দেয় কারে !
এ যে তারি বঁধু আগুনের মাঝে
দেখিয়াই চিনে তারে ;
ধরিয়া হৃদয়ে পদ-যুগ তার,
নিবিড় আলিঙ্গনে
বাঁধিল বঁধুরে— দহিল না দেহ
পিঙ্গল হুতাশনে !

সৎকার লাগি' চণ্ডীদাসের
শব লয়ে' প্রতিবাসী,
এসেছিল যারা, বাধা দিল মিছে,
কহে তারে সম্ভাষি',—
'কেন ডাক আর ! বঁধুয়া তোমার
মহানিদ্রার দ্বারে !
শান্তিতে তারে দাও গো ঘুমাতে,
ডাকিও না হাহাকারে ।

কালি রজনীতে ফুরায়েছে আয়ু,
পড়িয়াছে শিরে বাজ ।'
'নহে, কভু নহে', —কহে রজকিনী—
'উঠ গো হৃদয়-রাজ,
এরা কি বুঝিবে 'দশা' পেয়ে তুমি
প্রেম-রসে অচেতন,
ভাবের আবেশে রয়েছ নীরব,
কথা কও প্রাণধন ।

উঠ গো কান্ত, প্রিয়তম মোর',—
কহে জুড়ি' দু'টি কর—
'উন্মীল' আঁখি, ডাকে দাসী তব,
উঠ জীবনেশ্বর!
ওই দিনমণি সাক্ষী করিয়া
বাঁধিয়াছ প্রেম-ডোরে—
শপথ করেছ, জীবনে মরণে
ছাড়িয়া যাবে না মোরে।

বসি' একাসনে মিশিয়া দু'জনে
নাম জপিয়াছি যাঁর,
হের গো ফুটেছে শিয়রের কাছে
চরণ-পদ্ম তাঁর!
দোলে বনমালা কণ্ঠ বেড়িয়া,
অধরে মুরলী বাজে,
এসেছেন ওই রাধিকা-রমণ
সাজিয়া মোহন সাজে;

হের বঙ্কিম ময়ূরের পাখা,
পীত-ধটী, পীত-বাস,
মেলিয়া লোচন কর নিবেদন
জীবনের অভিলাষ।
এসেছেন ওই শোন' মঞ্জীর
মনোরঞ্জন মোর—
উঠ গো দয়িত, মরম-মিত্র,
মুছাও নয়ন-লোর।

মিছে কলঙ্ক ঘুচাও বন্ধু,
জাগ গো জীবন-ধন,
জীয়াব তোমারে নাহি অভাগীর
হেন প্রেম-রসায়ন !
তোমারি দীক্ষা- মন্ত্র জপিয়া
পাইব তোমারে ফিরে—
ঝাঁপ দিল রামা চিতার অঙ্কে
ভাসিয়া নয়ন-নীরে।

ভেঙে গেল ধ্যান চণ্ডীদাসের,
ডাকিলেন,—'সুভাষিণি,
এস মোর সনে মধুময় পথে
মাধবেরে ল'ব জিনি !
সাঙ্গ আজিকে সংসার-খেলা,
এস বরাননি ধনি,
হেরিব কৃষ্ণ, জীবন-কৃষ্ণ,
রাধার হৃদয়-মণি।

কেলি-কদম্ব- কুঞ্জ-ছায়ায়
ধায় কালিন্দী বাঁকা,
কৃষ্ণ-চূড়ার পুষ্প-মালিকা
নবীনাম্বুদে ঢাকা,—
কোথা মুকুন্দ, দোল-গোবিন্দ
ভুবন-বন্দনীয় ?
এস অনিন্দ্য, নয়নানন্দ,
হে পরম রমণীয়।

নব নীলাব্জ নিন্দি' মাধুরী,
করুণাসিন্ধু নাথ,—
হৃদি-মৃদঙ্গে জলধি-মন্দ্রে
মঙ্গল করাঘাত!
মধুর অধরে, মধুর বদনে,
মধুর নয়নে হাসি'
মধুর বেণুতে, মধুর রেণুতে
পরসাদ মধুরাশি—

বলিতে বলিতে চলে' যায় কবি
শ্রীবৃন্দাবন পানে,
প্রেম-উল্লাসে নাম বিলাইয়া
অমৃতের সন্ধানে!

জয়দেব

অমৃতের ধ্রুব ধারা মিশে যেথা শেষ মোহানায়,
দাঁড়াইল ব্রহ্মচারী অনন্ত সে অকূল বেলায়।
অন্তর-সমুদ্র-মন্থে মিশে গেল জলধি-মন্থন,—
ডাকিয়া এনেছে তারে কে অজানা আপনার জন!

বিরাট্ মন্দির-চূড়া, ছায়া যার পড়ে না ভূতলে,
ধ্যান-মগ্ন ব্রহ্মচারী লুটাইল সিংহদ্বার-তলে!
রুদ্ধ তার বহির্নেত্র, মৃত্যুমুক্ত অনন্ত-জীবন—
হেরিল বেদীর'পরে অন্তরঙ্গ পূর্ণ সনাতন,
নির্ব্বিকার, নির্ব্বিকল্প, সর্ব্বরূপ, সর্ব্বরূপোত্তম,
নীলমাধবের কান্তি উজলিছে স্থাবর-জঙ্গম।—
কিশোর সে দিন হ'তে রহিল সে দেব-পুরীমাঝে,
ভুবন-পাবনী বীণা সদা তার সুধাকণ্ঠে বাজে।

সে এক বরদা রাত্রি, ওঠে বাণী দেউল-প্রাঙ্গণে,
কে ওই কহিছে ধীরে, কণ্ঠ-স্বর কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে—
"থাক, বৎসে, পদ্মাবতি, খোলা হেথা মুক্তির দুয়ার,
হেথা তোর চিরপ্রিয় হরিপূজা কর্ মা আমার।"

কই সে পরশমণি ? পদ্মাবতী হেরিল স্বপন,—
মরুদ্‌-ডম্বরু-মন্দ্রে উতরোল অম্বুধি-গর্জ্জন,
বিসর্পিত জলে স্থলে নিশীথের নয়ন-কজ্জল,
ক্ষিপ্ত নভে জলস্তম্ভ, সংজ্ঞাহারা জ্যোতিষ্কমণ্ডল,
সেই সান্দ্র সমুদ্রের অন্ধকার-ধূম্র সরোবরে,
ফুটে কার লীলাপদ্ম ? ডাকে তারে যুগ-যুগান্তরে।

স্বপ্নভঙ্গে দেখে বালা—রজনীর বাসর ফুরায়,
নিবিছে নবেন্দু-লেখা, শুক্‌-তারা আঁখি তুলে' চায়
নিস্পন্দ মন্দির ব্যোম, উথলিছে অরুণ-তুফান,
অদূরে পড়িল চক্ষে ব্রহ্মচারী – মূর্ত্ত যেন ধ্যান!
স্বপ্ন-ছবি সত্য হ'ল, ভালতটে মূর্চ্ছিত চন্দ্রিকা—
অর্দ্ধনারীশ্বর রূপ, দেবনেত্রে ব্রহ্মতেজঃ-শিখা,
বিস্ময়ে শুনিল পদ্মা দৈববাণী ভরে' দেবালয়—
'ওই ব্রহ্মচারী সনে কর, বৎসে, মাল্য-বিনিময়।'

রজনী প্রভাত-কল্প, উদয়ের দেবতার পানে
চেয়ে আছে পদ্মাবতী—কুন্দকলি লুটায় পাষাণে।
ঘিরি' তারে প্রশ্ন করে জনতার নীরব রসনা,
অকস্মাৎ পুরীমাঝে ওঠে রাজ-তূরীর ঘোষণা।
নবীনা কুমারী মূর্ত্তি নিরখিয়া মন্দির-দুয়ারে,
বিস্মিত অন্তরে রাজা সসম্ভ্রমে শুধাইল তারে,—
"কাহার দুলালী তুমি ? হে নলিনি, কোন্ কূল হ'তে
নিশি-শেষে, বৃন্ত ছিঁড়ে, ভেসে এলে নীল সিন্ধু-স্রোতে ?"

কহে ধীরে পদ্মাবতী—অশ্রুমুখী, আনত-নয়ান,—
'জনক-জননী মোর যতদিন ছিল নিঃসন্তান
মানত করেন তাঁরা পরশিয়া আরাধ্য-চরণ'—
'পুত্র হোক্, কন্যা হোক্, দেবতারে করিব অর্পণ।'
তাই তাঁরা কালি রাতে রক্ষা করি' সুকঠিন পণ,
আমারে দিলেন অর্ঘ্য, দেবপদে দেবতার ধন।
আচম্বিতে রাত্রিশেষে বসি' হেথা শুনি স্বপ্নবাণী,
দেবতা কহেন মোরে—'ধর বৎসে, ওই পুণ্য পাণি।'

"কিছুই না বুঝি আমি—শঙ্খ ভরি' সঙ্কল্পের নীরে
অন্তরের ধূপ-গন্ধে ব'সে আছি ধ্যানের মন্দিরে।"
শুনিয়া পদ্মার কথা পুরীরাজ ভাবে মনে মনে,
আজিও জানে না বালা লুকাইতে লাজের বসনে,

মানস-বসন্তোদয়ে বিকশিত প্রসূন-পসরা—
অচেনার বাহুপাশে অকুন্ঠিতা দিতে চায় ধরা,—
তরঙ্গিয়া অঙ্গরাগে যৌবনের অনঙ্গ-অনল
রূপের গোলাপ-বাগে ব্রহ্মচর্য্য করিবে নিষ্ফল!

কহে রাজা—"হে কুমারি, র'বে এই দেবপুরী মাঝে,
সেবাব্রতে মনঃপ্রাণ নিবেদিয়া দেবতার কাজে।"
রাজাদেশে পদ্মবতী রহে সেথা, কিন্তু তার চিতে
ব্রহ্মচারি-মুখকান্তি জাগে নিত্য জাগ্রত সুপ্তিতে।
নিরজনে আঁখিজলে ভেসে যায় পূজা-আয়োজন—
কারে দেয় পদ্মাবতী অন্তরের তুলসী-চন্দন!

জপমন্ত্র ভুলে গিয়ে ঝাঁপ দেয় সিন্ধুর খেলায়,
বারে বারে কূল পানে ফিরে আসে বেলা-বালুকায়
কি ভাবিছে পদ্মাবতী ? কার কোলে এমনি করিয়া
বিশ্ব-মানবের উর্ম্মি রাত্রিদিন পড়ে আছাড়িয়া ?
উদ্‌ভ্রান্ত চাহিয়া দেখে, ফুটে উঠে নিখিল-উৎপলে
প্রভাতী গায়ত্রী বিভা অর্দ্ধোদিত বালার্কমণ্ডলে।

খুলে গেছে 'স্বর্গদ্বারে' উষসীর স্বপন-তোরণ,
গায়িতেছে ব্রহ্মচারী, ছায়াপথে শিহরে মূর্চ্ছন,
স্বর্গঙ্গার গুরু গুরু জলদ-গম্ভীর জয়-গীতে
ওঠে তার প্রতিধ্বনি পুষ্পিত নন্দন-অটবীতে,
"প্রলয়-পয়োধি-জলে জয় জয় জগদীশ হরি,
মগ্নপ্রায় বেদত্রয় উদ্ধারিলে মীনরূপ ধরি'।
মহাকূর্ম্ম অবতারে সুবিপুল পৃষ্ঠে আপনার
গৌরবে বহিলে প্রভু সসাগরা ধরণীর ভার—"
গাইতে গাইতে কবি অকস্মাৎ চাহিল পিছনে,
হেরিল কে ছায়াময়ী লুটাইছে তাহার চরণে,
চোখে তার কি আকুল অন্তরের নীরব প্রণতি,—
অদূরে দাঁড়ায়ে আছে চিন্তা-মৌনী পুরীর নৃপতি।

ডাকে রাজা—"হে কিশোর"—ধ্যান-ভঙ্গ ! খুলিল নয়
নীরবিল কবি-কণ্ঠ—রোষে সিন্ধু করিল গর্জ্জন,—
"এই যে ললিতা লতা, তব কল্প-স্বপন-মানসী
হে কবি, দিয়াছে দেখা শরীরিণী তরুণী রূপসী,
জানি আমি কূলে শীলে অনিন্দ্যা এ বিপ্রের কুমারী
আলয়-কমলা-রূপে ধর্ম্মপত্নী হোক্ সে তোমারি।"

চমকি' উঠিল কবি, অধরের স্মিত হাস্য-রেখা
উজলিয়া বর কান্তি ফুটে যেন নব জোৎস্নালেখা,—
"চাহিনি মুহূর্ত্ততরে এ জীবনে নারী-মুখ-পানে"
উত্তরিল ব্রহ্মচারী—"যে শাশ্বত সত্যের সন্ধানে
এসেছি শ্রীক্ষেত্রদ্বারে চূর্ণ করি' ভোগের অর্গল,
যেই আলোকের লাগি' মুক্ত মোর চিত্ত-শতদল,
যে মধুর যোগানন্দে অহর্নিশি আছি নিমগন,
ধ্যানের রসনা মম করে নিত্য যে রস-গ্রহণ,
তুমি কি বুঝিবে রাজা!—ফিরিতেছ নিষাদের সাজে
বিষয়ের বন-পথে!

কহে রাজা—"এ বিশ্বের মাঝে
যোগ শিখিয়াছ শুধু—বুঝ' নাই নারীর মহিমা,
নারী দেবী, নারী শক্তি, নিখিলের মোহিনী প্রতিমা,—
এ নহে নির্ব্বেদ তব, বাসনার বিচিত্র বিকার,
সন্ন্যাসীর ছদ্ম-বেশে রুধিতেছ মোক্ষের দুয়ার।"

শুনিতে শুনিতে বাণী অকস্মাৎ অশ্রুবাস্প-মেঘে
ব্রহ্মচারি-মুখশ্রীতে রুদ্র ক্রোধ-বজ্র ওঠে জেগে,—
"রাজা তুমি জানি তাহা, কহ কিন্তু কোন্ অধিকারে
আজন্ম তপস্যা মম, ব্রহ্মচর্য্য চাহ ভাঙিবারে?
রাজা তুমি, কিন্তু জেনো—নহি তব আদেশের দাস,
বর্জ্জিলাম আজি হ'তে তব সখ্য, তব সহবাস।"
"কি বলিছ হে কপট"—ক্ষিপ্ত কণ্ঠ গর্জ্জিল রাজার—
"পদ্মাবতী-পাণি, কিংবা তব ভাগ্যে অন্ধ কারাগার!"

"বসিয়াছ স্বর্ণাসনে রক্তস্রোতে সিক্ত করি' মহী"
উত্তরিল ব্রহ্মচারী—"কে আমি—তোমার প্রজা নহি,
কা'রে দাও কারাদণ্ড ? দেহ-পিণ্ড বন্দী করিবার
জানি জানি হে দাম্ভিক, আছে তব তুচ্ছ অধিকার !

"পরিণয় ?—জেনো রাজা—এ জীবনে করি যদি আমি
করিব আদেশে তাঁরি—যিনি বন্ধু, যিনি অন্তর্যামী,
প্রবাহিত যাঁহা হ'তে দেশ-কাল-পুরুষ-প্রকৃতি,
যিনি ধর্ম্ম, যিনি ঋষি, যিনি সৌখ্য, অভিসার-প্রীতি !"
কহে নৃপ—"বন্দী তুমি, ভক্তি যদি থাকে অকপট,
ডাক' সেই ভক্তাধীনে, এড়াইবে সংশয়-সঙ্কট।"

কারা-কক্ষ রুদ্ধদ্বার—অন্ধকার অকূল রজনী—
বন্দী হেথা ব্রহ্মচারী—অসম্বৃত বসনে অবনী
মেরুর তিমিরে তার নিশীথের রবিরশ্মি ধরি'
ছুটিছে তারার পথে আপনারে নিরুদ্দেশ করি';
ডাকিতেছে ব্রহ্মচারী—"কোথা প্রভু বিপদ-ভঞ্জন,
দেখা দাও, কথা কও, কতদিন করিব ক্রন্দন।

হে আদি-অনাদি-নাথ, পালিব গো তোমারি আদেশ,
কত দিনে হ'বে প্রভু, এই অগ্নি-পরীক্ষার শেষ !
দেখা দাও হে ঠাকুর, শুভাশুভ বুঝিতে না চাহি—
তোমা হ'তে ভ্রষ্ট হ'য়ে, এই দ্বন্দ্ব-'স্রোতে অবগাহি'
কাঁদিব না বারে বারে।

—কেন পশে পূজা-গৃহে মোর
পদ্মাবতী ? কেন আসে ? চেয়ে থাকে ব্যাকুল বিভোর ?
আচম্বিতে কার ছায়া গাঢ়তর করিল আঁধার,
কান্নার গবাক্ষ-পথে অশ্রু-মুখী মূর্ত্তি করুণার,
করযোড়ে কহে ছায়া—"লহ, প্রভু, দাসীর প্রণতি,
মোর পাপে তব প্রতি অত্যাচার করিল ভূপতি ;
বিনা দোষে মোর লাগি' সহিতেছ যন্ত্রণা ভীষণ,
ঝাঁপ দিব সিন্ধুজলে, রাখিব না এ ছার জীবন।
প্রভাতে শুনিবে রাজা অভাগীর মরণ-বারতা,
তোমার ধ্যানের বেদী বেড়িবে না কণ্টকের লতা !
আসে মৃত্যু মহোৎসবে—সেবিকায় দাও পদধূলি,
সুদূর মিলনানন্দে সর্ব্বপ্রাণ উঠিছে আকুলি'।"

"আবার এসেছ পদ্মা ? ফিরে যাও"—কহে ব্রহ্মচারী—
"এ পাপ-সঙ্কল্প হ'তে ফিরে যাও, উন্মাদিনি নারি !
কহিছ মুক্তির কথা ? মুক্তি কোথা ? কারাক্লেশ হ'তে
পার' বটে মুক্তি দিতে—কিন্তু যেই মহাদুঃখ-স্রোতে
বিকাশি' পরার্দ্ধদল ভাসে এই মৃত্যুজিতা মহী,
প্রাক্তন কর্ম্মের বশে কোটি কোটি পুনর্জন্ম সহি'
কভু ধরি' তরু-রূপ, কভু পশু, কভু হ'য়ে নর,
ফুটিছে বুদ্বুদ সম আশাবদ্ধ-বেদনা-কাতর—
অন্তহীন আর্ত্তনাদে লুটাইছে অদৃষ্ট-বেলায়,
সে গভীর দুঃখ থেকে কোন্ পথে মুক্তির উপায় ?

অক্ষয় আনন্দ-মুক্তি বাঞ্ছা যদি কর হে কুমারি,
ডাক' সে অনন্ত-রূপে, শঙ্খ-চক্র গদাপদ্মধারী,
মুক্তির বিধাতা যিনি, বিশ্ব যাঁর ভক্তের প্রয়াগ,
ঊর্দ্ধশিখ যাঁর পানে চতুর্দ্দশ ভুবনের যাগ।"

ফিরে যায় ছায়াময়ী, অন্তরের অন্তরে তাহার
মহাপদ্ম সহস্রারে ওঠে ছন্দ রাগিণী-ঝঙ্কার।
হেরে অন্ধকার নাই, দুঃখ নাই, মৃত্যুশোক নাই,
নাহি নৃপ, নাহি ভিক্ষু, নাহি মিত্র, রিপুর বালাই।

রুধিয়া গবাক্ষ-দ্বার—ব্রহ্মচারী নাম-সঙ্কীর্ত্তনে
ধ্বনিল নিদ্রিত পুরী; নেহারিল মানস-নয়নে
নবীন বাসর-কুঞ্জে হাসিছেন প্রেমের ঠাকুর,
মধুর মন্দিরা বাজে, রুণু ঝুণু মণির নূপুর,
বিহরে বাঁশীর ধ্বনি কদম্বের কেশরে কেশরে,
নাচিছে চম্পক-মালা যমুনার উজান লহরে,
মদন-মোহন-রূপ মিলেছেন কিশোরীর রূপে,
ঢেকে গেছে রাকা শশী অনুরাগ-আবিরের স্তূপে।

নন্দাগিরি-ছায়াপথে মিলনের পৌর্ণমাসী ভায়;
বাজিছে উতল বাঁশী, ব্রহ্মচারী আঁখি তুলে চায়।—
সুর সে মূরতি ধরে, ফুটে ওঠে করতলে তার
নন্দন-করবী-রাগ, ঝরে কণ্ঠে অশ্রুমোতি-হার;
ভুবনমোহিনী তন্দ্রা, ইন্দ্রজাল-মঞ্জু-জাগরণ,—
একি স্বপ্ন! একি সত্য! ফুকারিছে মুরলী-নিস্বন—
'ধর গো অঙ্গুলি তার, সে তোমার দ্বিতীয়-জীবন,
বরনারী পদ্মাবতী ধরাতলে অমরা-স্বপন।

'সে করপল্লব-তলে পাবে মোর মধুর পরশ,
নির্ম্মল অধরপুটে পিবে মম পরসাদ-রস।'
তন্ময় হইয়া কবি শোনে সেই বাঁশরী-আদেশ,
কহিল প্রসারি' বাহু —"এতদিনে এলে কি প্রাণেশ,
তুচ্ছ গণি' খেলাধূলা, বাঁশীরবে হইয়া আকুল,
পাশরিয়া হাসিভরা কেন্দুবিল্ব, অজয়ের কূল,
পশিনু গহন বনে, বসিলাম সাগর-সৈকতে,
তৃষিত কাতর প্রাণে নিশিদিন ঘুরি পথে পথে !"
খুলিয়া কারার দ্বার পশে রাজা, ম্লান রাজ-বেশ,—
"ধন্য আমি, শুনিলাম শ্রীহরির বাঁশীর আদেশ,
শিরস্ত্রাণ রাখে রাজা, সিদ্ধতপা ভক্তের চরণে।—
"কি আর কহিব তোমা, মহাদানে করিয়াছ ধনী—
দাও মহামন্ত্র-দীক্ষা, খুলে দাও মোহের বন্ধনী।"

বাঁশী শুনে আসে পদ্মা, আলুথালু উড়িছে কুন্তল,
"এনেছি পূজার অর্ঘ্য, দাও প্রভু চরণ-যুগল,
মানবের ছদ্মবেশে দেখা দিলে জীবনবল্লভ,
ছাড়িব না প্রাণবঁধু, হে মোহন আনন্দ-মাধব।"
বসুন্ধরা-চতুর্দ্দোলে মহাসিন্ধু শঙ্খধ্বনি করে
জগন্নাথ-পুরদ্বারে পরিণীত নব বধূ-বরে।

জীবন-ভিক্ষা

(বুদ্ধদেবের প্রতি কিসা গোতমী)

দেউলে দেউলে কাঁদিয়া ফিরি গো,
দুলালে আগলি' বক্ষে,
বিয়োগ-উৎস উষ্ণ সরিছে
দর-বিগলিত চক্ষে,
শত চুম্বনে মেলে না নয়ন,—
চুরি গেছে মোর আঁচলের ধন !
অভাগী বিহগী দারুণ আহত
মরণ-শ্যেনের পক্ষে ।

স্তন-ক্ষীরধার অধরে যাহার
আজি কি লাগিছে তিক্ত ?
রসনা-প্রসূন কোন্ পরসাদ-
মধুরসে পরিষিক্ত !
মুখচম্পকে মরুর বর্ণ,
শুষ্ক অধর-কমল-পর্ণ,—
কি পাপে আমার প্রাণের ইন্দু
সুধার বিন্দু-রিক্ত ?

অমরা-মাধুরী আধ আধ বুলি
কুন্দ বৃন্ত-ছিন্ন,
দন্ত-রুচিতে কই সে কান্তি
পুণ্য-হাসির চিহ্ন ?
জানি, প্রভু, তব পাণির পরশে,
ননীর পুতলি জাগিবে হরষে !
কোন্ পাষাণের বিষমাখা বাণে
এ নয়ন-মণি ভিন্ন ?

কানন হয়েছে আমার ভুবন
সুখশশী রাহুগ্রস্ত,
ধাই দিশেহারা— রোদনের রোলে
ধ্বনিয়া উদয়-অস্ত ।
যে দিকে তাকাই, বাছা মোর নাই !
প্রাণ দিলে যদি প্রাণ ফিরে পাই—
উড়িয়া উড়িয়া শ্মশানের ছাই
ভরিল বিকল হস্ত ।

প্রভু, অবনীর এই পদ্ম-বেদীতে
হরিলে ত্রিতাপ-দুঃখ,
যাত্রা করেছ, দুরধিগম্য পথ
ক্ষুর-ধার-সম সূক্ষ্ম ।
দিলে তপোবল, মহানির্ব্বাণ,
কুমারে আমার কর প্রাণদান—"
লুটায় যুবতী বুদ্ধ-চরণে
আলু থালু কেশ রুক্ষ !

চাহেন শুদ্ধ, সৌম্য, শান্ত
গৌতম ধ্যান-ভঙ্গে,
অখিল-পাবন করুণা-জ্যোৎস্না
বরষি' বালক-অঙ্গে,—
নিমেষের তরে মেলিবে কি চোখ?
উথলি' অরুণ পুলক-আলোক,
নিবাবে আগুন কিসা-গোতমীর
শিশুহারা উৎসঙ্গে?

কহেন বুদ্ধ, "কুমার তোমার
নীরব-সমাধি-মগ্ন,
বরণ করেছে চিরসুন্দর
মরণের মহালগ্ন;
থাকে যদি কোথা অশোক-আলয়,
ভিখ্ মাঙ্গি' আন সর্ষপ-চয়,
পরশে তাহার দুলিয়া উঠিবে
পরাণ-মৃণাল ভগ্ন।"

বিশাল পুরীর দ্বারে দ্বারে ঘুরে,
কেহ নাহি দেয় ভিক্ষা;
নিবেদিল শেষে গুরুপদে এসে,—
"শিখাইলে শেষ শিক্ষা,
জীয়াতে চাহি না তনয়ে আমার,
ভবনে ভবনে ওঠে হাহাকার—
হর' জগতের বিরহ-আঁধার
দাও গো অমৃত-দীক্ষা।"

বাদ্‌শাজাদী

(জেব্‌-উন্নিসা)

কম্‌লাফুলি ঘোম্‌টা খুলি' এলিয়ে দিয়ে চুল,
একলা ঘরে বাদ্‌শাজাদী ছিঁড়্‌তেছিল 'গুল' ।
আচম্‌কা সে ফিরিয়ে গ্রীবা ঝর্কা পানে চায়,
সুর্‌কি-রাঙা রাস্তা থেকে দেখ্‌লে যুবা তায় ।
কি সুন্দরী সেই তরুণী ইরাণ-নারী-কবি !
অরুণ-রথে আবীর-খেলা কর্‌লে সুরু রবি ।
"ভুলিয়েছে মন রঙীন্‌ স্বপন্‌"—গাইল রূপোন্মাদ,
"কে পেতেছে সূর্ম্মা-পিছল চোখের চোরা ফাঁদ ?
ভোরের রাঙা রঙের রসে ঠোঁট-দুখানি লাল,—
দুল্‌ছে আলোর ঝুম্‌কো লতা, উড়্‌ছে অলক-জাল ।
মেহ্‌দি-রাঙা পা-দু'খানির আধেক দেখা যায়,
লুকিয়ে আছে আঙুলগুলি জরির পাদুকায় ।
এস আমার ফুল-বাসরে ফাল্গুনেরি রাণি,
রূপের নতুন নওরোজাতে বাড়িয়ে দেবে পাণি ।"

সে গান গিয়ে ঢেউ তুলিল বাদ্‌শাজাদীর বুকে,
রঙ্গঢালা হাসির আলা ফুট্‌ল চোখে মুখে ।
ভাব্‌লে বালা খেল্‌বে খেলা, মনের-ছিনি-মিনি,
ছড়ায় পথে গুল্‌পশরা বাদ্‌শাহ-নন্দিনী ।

প্রাণের গোপন কার্ব্বা থেকে ঝর্‌ল সুবাস-ধায়,
পিছন থেকে খেলার পরী চোখ টিপিল তায়।
গাইল বালা,—' চায় কে মালা ? স্পর্দ্ধা এত কার !"
থাম্‌ল বনে বনের পাখী গাইল না সে আর।

বছর পরে আবার দেখা, সে এক সন্ধ্যাবেলা,
রাবির জলে বাদ্‌শাজাদী করছেছিল খেলা।
নবীন এলা-বল্লী জিনি' নন্দিত-যৌবনা,
মন্মথ-মন-উন্মাদিনী, নেত্রে অনল-কণা।
আবার হলো চোখোচোখী,—নিখুঁৎ পদ্মফুল
পাপ্‌ড়ি মেলে রাবির জলে সৌরভে আকুল।
সাক্ষী রহে আশ্‌মানেতে ইদের চাঁদের ফালি,
সন্ধ্যাতারার চোখের পাতে দেয় রূপালি ঢালি'।

মুগ্ধ যুবা দেখ্‌ছে তখন—দুল্‌ছে স্বপন-দোলা,
নাচ-মহলের কাচ-দরজা, সাম্‌নে গো তার খোলা।
মেজের পরে শাদা-কালো মার্‌বেলেতে গাঁথা
অপরূপ এক পাশা-খেলার 'ছক' রয়েছে পাতা !
বাদ্‌শা খেলেন রূপের পাশা, বেগম-ঘুটি চেলে',
চম্‌কে ওঠেন ঠুংরী-ঠেকায়, তালটি কেটে গেলে,
হুকুম ছিল উড়িয়ে ওড়ন্‌ চরণ ফেলে ফেলে,
মিলিয়ে গলা বেয়ালা-সুরে, খোস্‌বো যাবে ঢেলে।

নূপুর-ভরা নৃত্যলীলা, অপাঙ্গে ফুল-বাণ,
সুন্দরীরা 'আড়ি'র দানে মাৎ করে গো প্রাণ,
জোড়ায় জোড়ায় ঘাঘ্‌রা ঘোরায় পাঁচশো কিশোরীতে-
সিট্‌কিরীতে টিট্‌কারী সুর ছুট্‌ল বাঁশরীতে।

তর্ করেছে আগ্‌রা-পুরী রসের তরঙ্গী,
স্ফূর্ত্তি-জোয়ার উজিয়ে চলে হাজার ভ্রূভঙ্গী।
সুরৃতি রসে ঘুর লেগেছে, পড়্‌ছে টলে শির,
গল্‌ছে তরল গুল্-ফোয়ারা পাঁচশো রূপসীর।
ভাব্‌ছে ওকিল সাজিয়ে আসর, খেল্‌তে হবে পাশা,
বাদ্‌শাজাদী বস্‌বে পাশে, পূর্‌বে নাক'আশা?
জ্বল্‌বে আলো বেল্‌ঝাড়েতে, গল্‌বে হাজার বাতি,
কাট্‌বে জীবন বিলাস-লীলায় রাত্তির পরে রাতি।

সে সব কথা বিঁধ্‌ল গিয়ে আরংজীবের কাণে,
উঠ্‌ল ফুলে' ললাট-শিরা দারুণ অপমানে,
শৌর্য্য-তেজে ভারত জুড়ে' পাঞ্জা আঁকা যাঁর,
লড়্‌কীরে তাঁর কর্‌বে দাবি স্পর্দ্ধা এত কার?
কর্‌বে 'সাদি', পর্‌বে গলায় বাদ্‌শাজাদীর হার,
খপ্পা হ'য়ে উঠ্‌ল খাপে তুর্কী-তরবার।

"ধিক ধবল, হক শবল" ছুট্‌ল বাজীর দল্,
বাদ্‌শা চলেন দেখ্‌তে বেটী, দিল্লী টলমল্।
শ্বেত-পাথরে তৈরি মহল 'রাবি'র কিনারায়,
সোনায় মোড়া হাওদা তাঁহার লাহোর-পথে ধায়।

বাদ্‌শা সেথায় পৌঁছে গেলেন, ফটক-নহবতে।
ফেনিয়ে ঝরে সুর-ঝরণা মূলতানেরি গতে।
ঈষৎ 'দুনে' শানাই শুনে,' টল্‌ল 'রাবি'র জল,—
বাদ্‌শাজাদীর চোখ দুটি গো অশ্রুতে ছল্‌ছল্।

মোগল-আদব-কায়দা-মাফিক কুর্ণিশে কুর্ণিশে
জেব্-উন্নিসা বাপ্‌কে তাহার এগিয়ে নিল এসে।
বাদ্‌শা পশেন শীস্‌মহলে, কুঞ্চিত তাঁর ভুরু,
বাঁদীর দলে চামর ঢুলায়, হৃদয় দুরু দুরু।
পায় না সাহস জেব্‌উন্নিসা আস্‌তে বাপের কাছে,
কেমন যেন মেজাজ আজি, করেন গোসা পাছে।

আল্‌বোলাতে পুড়্‌ছে ছিলিম বাদ্‌শাহী কল্কেতে,
স্নিগ্ধ মধুর গন্ধ-ধূমে কক্ষ 'ওঠে মেতে।
তপ্ত তাওয়ায় তাম্রকূট হায় পুড়্‌ছে মনের দুখে,
বাদশা আজি সুখ-টানে চুম্ দেন না নলের মুখে।
সাম্‌নে জলের যন্ত্র খোলা, তুষার গলা ধার
ঝর্‌ঝরিছে, ছাপিয়ে গেছে স্ফটিক জলাধার ?
'খরা' ভাসে গন্ধ তেলে, একটি ফোঁটাও তার
করতে পরশ নেইক খেয়াল আজ্‌কে শাহান্‌শার।

চিত্ত তাঁরি জিজ্ঞাসারি চিহ্নেতে ভোরপুর,
রুদ্র-তালে দীপক-রাগে লুপ্ত কোমল সুর !
ভাঙ্‌ল চমক—দিচ্ছে আজান মস্‌জিদ্-আঙিনায়,
বাদ্‌শা চলেন পড়্‌তে নমাজ ওক্ত বয়ে' যায়।
মজ্‌লো ওরে গজল-সুরে আরংজীবের দিল,
পড়্‌ল চোখে জোড়ের মুখে কোন্‌খানে গরমিল।
পাগ্‌ড়ীতে তাঁর মুক্তাহীরার জেল্লা হ'ল ছাই,—
সুখ কিছুতেই নাই রে ওরে, সুখ কিছুতেই নাই।
পড়্‌ল এসে শুক্ল কেশে দিন-ফুরানোর আলো,
বাদ্‌শাগিরির দিক্‌দারি আর, লাগ্‌ছে নাকো ভালো।

ছিটিয়ে ফেলেন থুথুর মত রংমহলের সুখ,
খেদিয়ে দিলেন তয়ফাওলীর সরাব-রাঙা মুখ,
খেতাব-খাতির ভেল্কিখেলা, দুনিয়া ফক্কীকার—
এক নিমেষে কোন্ খেয়ালীর ধাক্কাতে চুরমার !—
সাঁচ্চা যখন মিল্‌বে তখন চল্‌বে কি আর মেকি ?
দেশ-বিদেশের ধর্ম্মফলের রস-মধুটি একই।
নমাজ শেষে বাদশা বসেন ফুলের গালিচায়,
বসিয়ে কাছে আর্দ্রস্বরে কহেন দুহিতায়,—
"জেব্-উন্নিসা, আল্লা তোমায় করুন মেহের্‌বানি,
বাদ্‌শার উপর বাদ্‌শাহ সেই 'মৌলা' তোমার পাণি,
যুক্ত করুন সেই হাতে, যার মুক্ত তরবার
কাফের-শোণিত সিক্ত মুলুক কর্‌বে অধিকার।"

বাঁদীর মুখে বাপের কথার জবাব দিল বালা,—
"চায় সে হতে স্বয়ংবরা ; তারেই দেবে মালা
তস্‌বীরে যার মূর্ত্তি দেখে' ধর্‌বে নেশা চোখে ;"—
মনটি যে তার টল্‌ছে তখন প্রেম-সিরাজির ঝোঁকে।

বাদ্‌শার হুকুম বাদ্‌শাজাদীর হয় নি মনোমত,
ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটায় কল্‌জে-ঢাকা ক্ষত,
দরদ-ব্যথায় জেব-উন্নিসার টুটল চোখে নিদ্—
হার মানিলেন পিতাই শেষে, রইল মেয়ের জিদ্।
হাজার যুবা দূতের হাতে পাঠিয়ে দিল ছবি ;
প্রেম-ডুরিতে বাঁধ্‌বে কারে এই তরুণী কবি !
দ্বিতীয় বার পছন্দ তার হোলো ওকিল খাঁয়,
কিন্তু মিলন ? আশ্‌মানে ফুল ফুট্‌বে যখন হায়।

সাধ্য গো কার এড়িয়ে যাবে অদৃশ্য সেই হাত ?
ইঙ্গিতে যার নিব্‌ল বাতি, উৎসবেরি রাত।
কর্‌লে আঁধার বেল্‌সাজারের ভোজ না হ'তেই শেষ,
থাম্‌ল হঠাৎ ঝঙ্কৃত বীণ, সঙ্গীতেরি রেশ।
অঙ্গুলি তার রুদ্র লেখা লিখ্‌ল দেওয়াল-গায়,
পেন্সিলে নীল কৃষ্ণ ছটায় উল্কা ছুটে যায়।
সে হাত এসে হইল বাদী বাদ্‌শাজাদীর সাথে,
রহস্যময় নিষেধ-বিধি লিখ্‌ল নতুন ছাঁদে।

বাদ্‌শা গিয়ে ওকিল খাঁয়ের পত্র দিলেন লিখে,—
"চাই সঁপিতে তোমার হাতে স্নেহের দুলালিকে।
দিল্‌-পছন্দ হয়েছে তার তোমারি তস্‌বীর,
দিল্লী এস, রোজার শেষে দিন করেছি স্থির।"

ওকিল খাঁ এক বন্ধুকে তাঁর দেখান চিঠিখানি,—
(হায় তিনিও ধ্যান করেছেন বাঞ্ছিত সেই পাণি।)
ঈর্ষা চেপে কহেন, "সখা, কর্‌ছি আমি মানা,
নয় সে উচিত তোমার আমার বাদ্‌শাজাদী আনা।
ঝাঁপ দিওনা আগুন-খেলায়, বল্‌ছি তোমায় সোজা,
এই লেফাকা ফন্দীভরা—যায় না ভাল বোঝা;
দিল্লী যেতে সাধেন কেন বাদ্‌শা আরংজীব ?
পাগ্‌লী মেয়ের খাম্‌খেয়ালি কর্‌লে কি উদ্‌গ্রীব ?
বুঝ্‌তে নারি এই হেঁয়ালি মুণ্ড ঘুরে যায়,
ভাব্‌না আমার, একটা বিষম কাণ্ড ঘটে হায়,
শেষটা কি গো শিব্‌জী সম বন্দী রবে তাঁরি ?
শোধ নেবেন এই অপমানের, কাজ কি এ ঝক্‌মারি !

শঙ্কা ভয়ে শিউরে ওঠে ওকিল খাঁয়ের মন,
লুকিয়ে বুকে বুকের দাগা করেন পলায়ন।
যাবার বেলায় জেব্‌উন্নিসায় পত্র পাঠান হায়—
"ধর্‌ণা দিয়ে পড়্‌ব প্রিয়ে, পীরের সে দরগায়!
চোখের জলে ঝুর্‌ছে হের, দর্‌বেশেরি বেশ,—
এই মুসাফির প্রেমের ফকির ছাড়্‌ল গো আজ দেশ,
লাগ্‌ত যে দেশ বেহেস্‌ত্‌ সমান তাকিয়ে তোমার পানে—
কি খুব্‌-সুরৎ তুহার মুরৎ—হুরীরা হার মানে।
দিল্‌ মস্‌গুল্‌ কর্‌লে তোমার 'গুলেস্তাঁ'রি গুল,
উড়ল বঁধু তোমার পেয়ার, দিওয়ানা বুল্‌বুল্‌।"

পত্র পড়ে' জেব্‌-উন্নিসা দুনিয়া দেখেন খালি,
জ্বল্‌ছে হরফ বুক-চেরা তার রক্ত-জমাট কালি।
নিত্তি-নতুন টন্‌টনানি প্রাণ-বঁধুয়ার ধ্যানে,
বেদ্‌না চেপে ওঠেন কেঁপে—লুটান্‌ রাজোদ্যানে।
খর্‌গোসেরা পায় না সোহাগ, যায় না গো তার কাছে,
তেমন উতল রং ঢেলে আর ফুল ধরে না গাছে ;
আল্‌বালে আর জল পিয়ে না ময়না টিয়ে সারী
ডুক্‌রে ওঠে স্তব্ধ রাতে কাঁদন শুনে তারি।

ফল্‌ল না রে রাঙা স্বপন ভাগ্যে ওকিল খাঁর!
কম্‌নে যাবেন ইরাণ মরুর মরীচিকার পার?
উট চলে ওই ঘণ্টা বাজে, আব্‌ছা কাঁপে দূরে,
মাথায় পড়ে দীপ্ত তারা, একলা যুবা ঘুরে।
দুই-কুঁজ্‌ওলা উট চড়ে' যায় হাব্‌সী যুবতীরা,
কাঁচল পরে' নুর-দরিয়ায় ঝক্‌মকিছে হীরা।

তৃপ্তি হাসে রূপ ধরে' ওই মায়াপুরীর পথে,
চুষ্‌ছে সুধা মরুর শিশু মার পয়োধর হ'তে।
চার্‌দিকে প্রেম ;—ফকির ওকিল পায় না নাগাল শুধু।
পথ-হারা তার দিল-সাহারায় জ্বলছে আগুন ধূ ধূ !

তৃষ্ণা-মেটার ঝর্ণাটি তার দিল্লীতে ঝর্‌ঝর,
আস্‌ছে খবর বিনা তারেই, যন্ত্র থাকে ধর্‌।
পড়ল মনে 'রাবি'র জলে ভাসিয়ে আদুল গা,
ইদের সাঁঝে বাদ্‌শাজাদী ছুঁড়্‌তেছিল পা ;
বিদায়-বেলা দুষ্টু রাবি চুমার ঢেউ-এ ভরে'
ছাড়্‌ল বালার আপেল-গালের রংটি ফিকে করে'।
দিল্লী ফিরে চল্‌ল ওকিল্‌ চোখের দেখার লাগি'—
আজ যে তারে ডাক দিয়েছে হিয়ার দরদ্‌ভাগী।

ফাগুনেরি ফুল-দানীতে রং জমেছে দলে,
মিল্‌ল দাঁহে পারুল-বাগে জলপায়েরি তলে।
চাঁদ্‌নী রাতে হাতে হাতে পরশ-রসে ভোর,
লুকিয়ে মনের কোণে-কোণে খেল্‌ছে মনোচোর।

রূপ সে খেলায় 'কাণামাছি', প্রেম হোলো রে 'বুড়ি'
প্রাণ-বঁধুয়া স্পর্শি' তারে, বস্‌লো রে বুক জুড়ি'।
চুমকুড়ি দেয় ফুল-কুঁড়িরা, মান্‌বে কে আজ মানা ?
নিঙ্‌ড়ে দে তোর আনার-মধু, যা খুসি তাই গা' না !
পিক্‌ পাপিয়া দিক্‌ ছাপিয়া, দেয় রে উলুধ্বনি,
ভর্‌ পেয়ালা প্রাণের সাকী দুলিয়ে বেণীর ফণী।

বৌ-কথা-কও সাম্‌নে এসে করছে পরিহাস—
"হায় তরুণি, এই বেলা তোর মিটিয়ে নে রে আশ।
যার লাগি' তোর বাদ্‌শা পিতা 'হুলিয়া' দিয়েছে,
তুলিয়ে দে হার কণ্ঠে লো তার সেই আজ এয়েছে।"

আচম্বিতে ফুল-বীথিতে সারং বেসুর বলে,
আরংজীবের কালো ছায়া কাঁপ্‌ল বেদীর তলে।
তর্‌ সহেনা লুকায় কোথা ? আজ্‌কে ধরা পলে'
বাদ্‌শার হুকুম কর্‌বে তামিল ডাল-কুত্তার দলে।
কয় সে বঁধুর কাণে কাণে—"সময় যে আর নাই,
লুকিয়ে থাক, বাদশা আসেন—পায়ের আওয়াজ পাই।
লুকিয়ে থাক ডেক্‌চিতে ওই,—থেকো নীরব হয়ে'—
মান রেখো গো বাদ্‌শাজাদীর, যায় গো সময় বয়ে'।
হয় তো মোদের শেষ চুমু এই, মিট্‌ল না রে তৃষা,"
ফিরিয়ে নিল ব্যগ্র অধর ত্রস্ত জেব্‌-উন্নিসা।
"কি আছে ওই ডেক্‌চি মাঝে ?"—আরংজীবের স্বর,
বজ্রভরা-মন্দ্র-মেঘে কাঁপ্‌ছে থরথর।
কইল বালা,—"আছে ঢালা টাট্‌কা গোলাপ জল।"
শির-দাঁড়া তার গুঁড়িয়ে গেল, ফাট্‌ল পাঁজরতল।
বাদ্‌শা কহে,—"চুইয়ে নেব, আতর হবে বেশ।"
বহ্নিতাপে ফুট্‌ল বারি বাদ্‌শাহী আদেশ।

সেই আগুনেই ঝল্‌সে গেছে ফুল্ল পারুল-বাগ ;
মন্দুরেরি শুভ্র পরীর দগ্ধ বুকের দাগ !
দীর্ণ করে' ফুঁপিয়ে ওঠে গুমরে-কাঁদন কা'র !
অশ্রু ঢেলে' কর্‌লে লোনা রাবির বারি-ধার !

চির-কুমার

আজ্‌কে যেন হচ্চে মনে—কত হাজার বছর পরে
সেই সে-কালের মতন মধু ঝুর্‌ছে তোমার কণ্ঠস্বরে।—
বুলিয়ে আঙুল আঙ্গিনাতে দিচ্ছিলে শ্বেত আল্‌পনা
দেখ্‌নু তোমায়,—ভুল্‌ব না সেই কল্পনারি ফুল্‌-বোনা!
ছিনিয়ে নিতে মনটি আমার বিনিয়েছিলে বিউনিটি ;—
ক্ষেপিয়ে দিল আধেক-চেনা স্বপ্ন-চপল চাউনিটি।
মিষ্টি তোমার দুষ্টুমিটি নিত্যি-নতুন কোত্থেকে?
ঝগ্‌ড়া হলেও লুকিয়ে তোমার সঙ্গ নিতাম দূর থেকে।

ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসে মিল্‌তাম আমি তোমার সাথ,
আলের পথে বাড়িয়ে দিতে শিউলি-রাঙা ছোট্ট হাত।
খুঁজতে যেতাম পাখীর বাসা, বাজ্‌ত কাঁটায় অঙ্গুলি—
ছিট্‌কিটে রঙ্‌ তিনটি ডিমে তা দিত সেই বুল্‌বুলি।
পাতায় পাতায় সেলাই করে' বাঁধ্‌ত বাসা টুন্‌-টুনি ;
ফুলের মৌ-এ মাতাল হয়ে বইত হাওয়া ফাল্গুনি।
বেলা-শেষের মেঘের ছায়া কাঁপ্‌ত যখন পাহাড় গায়,
খানিক-আলো খানিক-কালো রঙ-ভাঙা এক আব্‌ছায়ায়

অদূর মাঠে বৃষ্টি-ঝরার শব্দ হঠাৎ কাছিয়ে আসে,
মোটা মোটা জলের ফোঁটা পড়্‌ল এসে শুক্‌নো ঘাসে।
দুই জনারি মনটি খুসি—পশ্চিমে নীল মেঘের গায়,
চোখ্‌-ঝলসা আলোর ঝিলিক্‌ চম্‌কে উঠেই মিলিয়ে যায়।
রামের ধনু উঠলে দূরে ঝরা-মেঘের কোল ঘেঁসে,
করতে প্রণাম দু'হাত তুলে কোন দেবতার উদ্দেশে?
দুজন মোরা দুইটি ধনু দেখ্‌তে পেতাম দু'জায়গায়,
অথচ ঠিক একটি বলেই ভুল করিতাম স্বপ্ন-প্রায়।

কই সে আলো? নতুন রঙে আজ্‌কে মোদের চোখ্‌ ভরা।
এই আমি আর নই সে আমি তফাৎটুকু যায় ধরা।
বকের সারি উড়্‌লে নভে ডাক্‌তে দিয়ে হাত-ছানি,
"ফুল দিয়ে যা আমার নখে, উল্টে যা তোর ফুল-দানি।"
দেখ্‌তে আমার লাঠি-খেলা অবাক্‌ হ'য়ে ছবির প্রায়,
ইঁট্‌ ছুঁড়িলেও লাগ্‌ত না গায়, ঠিক্‌রে যেত লাঠির গায়।
লোহার মত বুকের পাটা, জোর ছিল এই কব্জিতে,
পাঞ্জা-লড়াই, বাচের বাজী আস্‌তাম আমি সব জিতে।

কিন্তু যে দিন বেরিয়ে যেতাম না দেখে ওই চোখ দু'টি,
সে দিন আমার হারের পালা, শিথিল হ'ত এই মুঠি।
এক্‌লাটি সেই ছিলাম বসে' চূ'-কপাটি খেলার শেষে,
পাতাকাটা চুল্‌টি বেঁধে দাঁড়ালে মোর সাম্‌নে এসে।
হাততালি দে' পায়রাগুলো উড়িয়ে দিলে মেঘের ভালে,
সন্ধ্যা তখন রঙ্‌ খেলিছে; বাঁধ্‌লে মোরে অলক-জালে।
অঙ্গে তোমার নতুন জোয়ার আগ্‌লে রাখে আঁচল-বাস;
অসঙ্কোচে বস্‌লে পাশে, কইলে কথা, নাই তরাস।

মোদের সনে কইত কথা প্রতিধ্বনির সুর-বাহার,
ফুল-ভরা ওই বাব্‌লা-বনের আব্‌ডালে নীল নদীর পার।
শুন্‌তে তুমি বাস্‌তে ভালো রূপ-কথা সে মোর মুখে,
গাছ-চালানো ডাইনী-বুড়ি, চুলগুলি লাল টুক্‌টুকে!
বিড়্‌বিড়িয়ে মন্ত্র পড়ে' বাঁচিয়ে দিত পরীর শব,
শিউরে তোমার উঠ্‌ত হিয়া, অশ্রুফোটার কি উৎসব!
শুন্‌তে সে কোন অচিন্ ঘাটে নাম্‌ত এসে রাজার মেয়ে,
দুধের সুমুদ্দুরের ফেনায় তালে তালে নৌকো বেয়ে।

সে এক ধূসর গোধূলিতে পাড়ার যত 'এয়ো' মিলে,
যাচ্ছিল গো জল সইতে—তুমি তাদের সঙ্গে ছিলে।
হাস্‌ছিলে গো রাঙা ঠোঁটে চুমু দিয়ে শাঁখের মুখে,
আলুথালু ফুল-সাজে সেই তুল্‌লে তুফান আমার বুকে।
ঠোনা মেরে তোমার গালে কইল তোমার—'গোলাপ ফুল'
কি সব কথা—চুলের ফাঁসে জড়িয়ে গেল কানের দুল।
সেদিন থেকে কেমন যেন চোখ দু'টি মোর এড়িয়ে যেতে,
চাঁপার গাছে উঠ্‌লে আমি রইতে না আর আঁচল পেতে।

পরতে না আর ফুল্-কাটা সেই শান্তিপুরে ডুরে শাড়ী,
জ্যোৎসনাতে খেল্‌তে কড়ি আস্‌তে না আর মোদের বাড়ী।
মালা-বদল্ হ'ল তোমার ফুল-ভরা এক ফাগুন-রাতে,
ঝাপ্‌সা হেরি আলোর সারি চোখের জলের আব্‌ছায়াতে।
ছান্‌লাতলায় যখন তুমি পরাচ্ছিলে বরণ-হার,
আমার পানে করুণ আঁখি ফিরিয়েছিলে একটিবার।—
দু'দিন পরেই খবর এল তোমার স্বামীর বিপদ ভারি,
সরিকি এক মাম্‌লা হেরে' নীলাম হ'ল জমীদারি।

অপয়া বউ বলে' তুমি হলে' সবার লাঞ্ছিতা,
অনাদৃতা উপেক্ষিতা—পতির সুখে বঞ্চিতা।
বিয়ের কথা উঠ্‌ল আমার ভীষ্ম সমান করনু পণ;
ঘুণাক্ষরেও জান্‌ল না কেউ কিসের ঘায়ে ভাঙ্‌ল মন।
গেলাম চলে' ছড়িয়ে ছিঁড়ে কিশোর-বেলার খেল্‌নাগুলো,
ঘর-বাড়ী সব লাগ্‌ল ফাঁকা, ভর্‌ল জীবন পথের ধূলো।
যৌবনেরি খেল্‌না তুমি, তোমায় যখন পাবার নয়,—
দেশ-পরদেশ সবই সমান,—কিসের ক্ষতি, কিসের ভয়?

যেদিন আমি পালিয়ে গেলাম সেদিনও ঠিক এম্‌নি তালে
উড়িয়ে ধূলো ঘূর্ণি হাওয়া দিচ্ছে দোলা শিশুর ডালে।
তখন আমার মনের গতি আলোর চেয়েও চপল গো;
দামোদরের বানের চেয়েও আবেগ-তুফান প্রবল গো।
বল্গা ছিঁড়ে ছুট্‌ল আমার ক্ষিপ্ত প্রাণের তুরঙ্গ,
আছ্‌ড়ে পড়ে পাগ্‌লা-ঝোরার পাষাণ-ভাঙা তরঙ্গ।—
কিছুতে আর মন বসে না ছট্‌ফটিয়ে বেড়াই ঘুরে,—
তোমার চোখের রঙ্‌ দেখিলাম পুরীর সুনীল সমুদ্দুরে।

গেলাম চলে' জবলপুরে নেহারিলাম সে 'ধূম্‌-ধার',
নিম্নে শত ইন্দ্রচাপে মুক্তবেণী নর্ম্মদার।
পড়্‌ল হঠাৎ মনের চোখে ভৈরবী এক মূর্ত্তি ধরে',
আমার বুকের রক্ত-মাখা উড়িয়ে আঁচল ডাক্‌ল মোরে।
নিশ্বাসে তার পাহাড় ধ্বসে—কণ্ঠে দোদুল জবার মালা,
সিঁদুর-ঢালা ত্রিশূল-ফলায় বজ্র-উজল প্রদীপ-জ্বালা।
কটাক্ষ তার ঠিক্‌রে ওঠে পাষাণ-কাটা পৈঠে থেকে,
তর্জ্জনীতে তড়িৎ ছোটে—ওষ্ঠ কাঁপে আমায় দেখে।

শান্ত-কঠোর কণ্ঠ হ'তে মেঘের আওয়াজ ডুবিয়ে দিয়ে,
ছুট্‌ল আদেশ ঝড় বহায়ে—"যাও, ফিরে যাও আপন গৃহে।
কল্পনাতে ভাব্‌ছ তোমার ব্যথার দেউল অভ্রভেদী,
ভাব্‌ছ বটে, মোটেই তা নয়, নয় গো কিছুই মর্ম্মছেদী।
দুঃখ-সুখের দুইটি বেণী যুক্ত হ'য়ে এক-টানায়,
ছুট্‌ছে মহাকাল-সাগরে এক লহমার শ্রান্তি নাই।
যেখান থেকে বেরিয়ে আসে ইচ্ছাময়ের স্বপ্নপ্রায়,
সেইখানে ফের যায় গো ফিরি' বুদ্বুদে সব মিলিয়ে যায়।

ভুল্‌তে তারে পার্‌বে কি এই উল্টো পথের পন্থী হ'লে?
যাও গো ঘরে শান্তি-সুধা মিল্‌বে তোমার মায়ের কোলে।"
কাল্‌কে রাতে এইছি ফিরে সাতটি গোটা বছর পরে
লজ্জাতে মুখ তুল্‌তে নারি—বাজ্‌ল মাথায় ঢুকতে ঘরে।
ডাকনু—'দিদি',—কাঁদেন মাতা "ফির্‌লি কি রে পাগ্‌লা ছেলে?
দিদি যে তোর ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছে, আমায় ফেলে।"
নিলাম মায়ের পায়ের ধূলো, নেই সে জ্যোতি পিতার চোখে,
'ঝাঁঝ্‌রা' হ'য়ে চোখ্ দু'টি যে গল্‌ছে পাথর দারুণ শোকে।

এক রাতে তাঁর চুল পেকেছে যে দিন আমি ঘর ছেড়েছি—
পড়্‌ল মনে সেই চিঠিখান মনের ভুলে ফেলে গেছি।
খামের পরে নামটি তোমার লিখেছিলাম কি কুক্ষণেই,—
ভালবাসার কবুল জবাব জাগ্‌ছিল যা মনের কোণেই।
সাতটি বছর ভুলতে তোমায় ঘুরনু দেশে দেশান্তরে?
আজ্‌কে তুমি চিন্‌বে কি আর? বদ্‌লেছে সব সাত বছরে,
চোখের তৃষার নও পানীয় আজ্‌কে তুমি রূপ্-মতি,
দেহের ক্ষুধার খাদ্য নহ, নাই কামনা এক রতি।

মন্ত্র নিলাম চিন্তা তোমার—তোমার প্রেমেই মুক্তি মোর ;
ধ্যানে আরো বিরাট্ করে' দিচ্ছে তোমার প্রেম সাগর।
ডুব দিয়ে ওই রসের ঢেউয়ে অকূল খেয়ায় যাই ভেসে,
পৌঁছে কাণে জগৎ-প্রেমের সুমুদ্দুরের ডাক এসে।
জগৎ-দুখের ধাক্কা লেগে দরদ্-ব্যথায় ভর্‌ল বুক,
দেখ্‌নু রূপের মুখোস-খসা কান্ত তোমার দিব্য মুখ।—
সুপ্তি-ঢাকা অগ্নি-অচল দিনান্তেরি আলোয় লাল—
উথ্‌লে ওঠে বুকের তলায় তপ্তনিথর ঢেউএর তাল।

ছড়িয়ে প'ল তোমারি প্রেম, ছড়িয়ে প'ল সকল ঠাঁই,
সেই অমিয়ার সাগর-স্রোতে সুধার বেণীর অন্ত নাই।

মধু-প্রশস্তি

মধু-প্রশস্তি

রচিলে রসের চক্র গউড়ের পঞ্চবটী মাঝে
হে নন্দন-মধুকর! বাজে তব জয়-ডঙ্কা বাজে
শতাব্দীর উদ্বোধনে; লভি' দৈবী প্রতিষ্ঠার বর
বাগ্‌দেবতার মঠে হে গৌরবী, হয়েছ অমর!
বাল্মীকির কণ্ঠে শুনি' অনুষ্টুভ্‌-নির্ঘোষ গম্ভীর
কূলে কূলে সাড়া দিল অমলা সে তমসার নীর,
তেমনি তোমার কণ্ঠে স্ফুরিল অ-পূর্ব্ব ছন্দ-যতি
অদ্বিতীয় মহাশ্লোক; শিহরিল রক্ষঃকুল-পতি,
শুনি' সেতুবন্ধ-তটে কোদণ্ডের অমোঘ টঙ্কার,
চতুরঙ্গে চলে সেনা, জল-স্থল করে তোলপাড়।

তব ধ্রুপদের ধুয়া কি উদাত্ত দীপকে মূর্চ্ছিত,
কভু মেঘমল্লারের কলস্বরা ধারায় গলিত;
সখী সরমার সনে অশোকের মঞ্জরীর তলে
বন্দিনী সে জানকীর বেদনা-পাণ্ডুর আঁখিজলে
ভাসিল রাবণ পুরী—তপ্তশ্বাসে রাঘব-বাঞ্ছার
হুঙ্কারিল রুদ্র নট, অধর্ম্মের স্তম্ভ চুরমার।
শেষ করে' দাম্ভিকের শেষ-দম্ভ উন্মদ-উৎসব
সাঙ্গ হয়ে গেছে কবে ত্রেতার সে ভৈরব তাণ্ডব!

তুলিকার স্পর্শে তব মুহূর্ত্তেরা হ'ল অচপল,
হেরি স্বর্ণ লঙ্কাতটে জ্বলে ধূ-ধূ নীল চিতানল !
রক্তরাঙা বারীন্দ্রের বক্ষতলে প্রবাল-কন্দরে
কাঁদিল বারুণী বধূ প্রমীলার হাহাকার স্বরে !
হেরি কভু অগ্নি-রথ, রথী তাহে বাসব-বিজয়ী,
বামে সতী সীমন্তিনী, চির-হাস্য চিরসুখময়ী,
অনন্ত-যৌবন-শ্রীতে অপরূপ রূপসী প্রমীলা,
পদ্মরাগ-বরকান্তি, চির-মধু-পৌর্ণ-মাসী লীলা !

হেরি শূলী বিরূপাক্ষ, কপালাগ্নি ধক্ ধক্ ধকে,
নীলকণ্ঠে গর্জ্জে ফণী, লোটে জটা পিঙ্গল-পাবকে,
কল্লোলিছে ত্রিপথগা বিষ্ণুপদী সহস্র-ধারায়,
থর্থর কৈলাস-শৃঙ্গ, চরাচর সম্বিত হারায়।
তমোময় যমপুরে প্রজ্বলন্ত ধধূপের প্রায়
শম্ভুদত্ত শূল হস্তে, মায়াদেবী পশিলা লঙ্কায়,—
প্রেতলোকে সুড়ঙ্গের রন্ধ্রপথে তাহারি ইঙ্গিতে
যান রাম রঘুমণি মৃত্যুঞ্জিৎ অমৃত মাগিতে
আরাধিয়া ধর্ম্মরাজে। পার হন ক্রুদ্ধা বৈতরণী,
চির নিশাবৃতা নদী,—নাই তারা নাই দিনমণি।—
ক্ষণেকের তরে মন ভুলে যায় অস্তিত্ব আপন,
প্রাণের প্রণব-নাদ শোনা যায় ধেয়ানে মগন।

হে বরেণ্য সিদ্ধতপা, এ শ্যামা জন্মদা দেশ-মার
দুরন্ত দুলাল তুমি, পরদেশে শৈলসিন্ধুপার,
আশার ছলনে ভুলি' পশিয়া আঙুর-আঙিনায়,
রাইনের বেলাতটে, সনেটের মণিমালিকায়

অতুলনা শতনরী, হে কোবিদ, দিলে তুমি গাঁথি,
সে ঐশী মানসীচ্ছটা যুগে যুগে অফুরন্ত ভাতি!

ভোলেনি মিনতি তব মাতৃভূমি জাগ্রত স্বপনে
রেখেছে তোমারে মনে বসাইয়া হৈম সিংহাসনে।
"দাঁড়াও পথিকবর"—কর স্পর্শ সমাধি কবির,
অভিষেক কর ভ্রাতঃ, অকপটে ঢালি আঁখিনীর;
ধুয়ে দাও শীতলিয়া তৃষাতপ্ত অসাড় পাষাণ,
বাঙালীর মহাতীর্থ পবিত্র এ মধু-র শ্মশান।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

একি মর্ম্মভেদি বাণী! একি হ'ল—এত অকস্মাৎ,
নির্মে'ঘ গগন হ'তে আচম্বিতে রুদ্র বজ্রপাত!
স্বপনেও নাহি জানি মধ্যদিনে সূর্য্যাস্তের শোক
আঁধারিবে বাণী-কুঞ্জ,—ভারতীর আরতি-আলোক,
বাষ্পাকুল আঁখিকূলে নেহারিব অস্ফুট মলিন,
আকার-হারানো শিখা হ'বে হায় ছায়ায় বিলীন!

হে কবীন্দ্র, বাণী-ভক্ত, মহাপ্রাণ, স্বদেশ-প্রেমিক,
পরিহরি' বসুধার এই মায়া-কন্দুক অলীক,
মহিমার উপাধানে রাখি' শির ঘুমাইছ সুখে,—
স্বপ্নহারা কি প্রশান্তি! কি নির্ম্মাল্য ভাসে তব মুখে!

যৌবনের কুঞ্জবনে, উৎসবের অশোক-মঞ্জরী-
হিন্দোলাতে, যার সাথে মদালসা কবিতা-অপ্সরী
সম্ভাষিয়া হাসিমুখে, দিত দোল ভাব চন্দ্রিকায়—
সে আজি তাহারে লয়ে' উত্তরিল নবীন-বেলায়।

সন্ধ্যার সীমন্ত-মেঘে ঢাকি' নীল-কজ্জল-অলকে,
সে আজি বাসর জাগে তার সাথে কোন্ কল্পলোকে?
পূর্ণ দধি-সমুদ্রের ঊর্ম্মি-শঙ্খ বাজে সুগম্ভীর,
অমরী ভাসায় তরী—এলোচুলে লুকায় তিমির।

প্রেম-চন্দ্রকান্ত-প্রভা, বক্ষে তব নির্ম্মিল' দেউল,
শক্তিমান্ পুরোহিত, মন্ত্র-চিন্তা-গৌরবে অতুল,
রঙ্গ-হাস্য-অশ্রু-উৎস, করুণায় সুমধুর প্রাণ—
আজি শুনিতেছ দেব, অমরায় চিরন্তন গান।

আরাধনা করে' গেছ মানবের জীবন-মরণ,—
কল্পনার ফুল্ল পক্ষে সঞ্চরিছ নিরবগুণ্ঠন
রহস্য-রাজ্যের মাঝে—মৃত্যু দেছে দ্বার উদ্‌ঘাটিয়া—
নব জাগরণ লভি' বেলাহীন নীলাম্বু চুম্বিয়া
কোথা যাও? পিছে তব গঙ্গোত্তরী; সমবেদনার
হিম-শিলা গলি' গলি' ঢলি' পড়ে রচি' পারাবার।

তা'র মাঝে হে বিজয়ী, জাগে ওই বলয়-রেখায়
হাসির প্রবাল-দ্বীপ, কান্ত বসন্তের সুষমায়;
বহে' যায় অশ্রু-ফল্গু ফেনহাস্য আননে তাহার
উচ্ছ্বসিত হেমবিম্বে। অভিরাম সে চিত্রশালার
অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া, হাসিয়াছে স্বজাতি তোমার—
বুঝেনি দর্পণ-তলে বিরাজিত মূর্ত্তি আপনার।

জাতীয় কলঙ্কলজ্জা, জড়তার ধিক্কৃত গঞ্জনা,
সহিয়াছ মর্ম্মে মর্ম্মে, আশীবিষ-দংশন-যন্ত্রণা।—
দেখিয়া যে এসেছিলে সমুদ্রের পরপার হ'তে
মানবস্থ-'পিরামিড্' গড়ে কা'রা আত্মদান-ব্রতে
জাতিরে করিতে ধন্য। হে মহান্, যে উচ্চ, উদার,
জাগাতে এ মরা-গাঙে জীবনের সে নব জোয়ার,
প্রাণপণ আকিঞ্চনে তরী তব বাহিলে উজান,—
কিন্তু জীবন্মৃত মোরা তন্দ্রাঘোরে মেলিনি নয়ান।

পাসরি' প্রাণের হাসি আছে যারা মরমে মরিয়া,
জীবনের উপবন গেছে খর কণ্টকে ভরিয়া,
জ্বালায়ে পঞ্জরতলে হিংসার প্রলয়-হুতাশন—
ধূসর শ্মশান-মাঝে ঘোরে সদা প্রেতের মতন—
ডেকেছ এদের তুমি, এরা যে তোমার সহোদর,
হরষের সোম-রসে জুড়ায়েছ বিশুষ্ক অধর।

অলঙ্কৃত ছিলে, দেব, অপার্থিব প্রসাদে সম্পদে,
ফুটিল যে তামরস তোমার সে মানসের হ্রদে,
অফুরন্ত পরিমলে চিরদিন মাতোয়ারা করি'
রাখিবে বঙ্গের কুঞ্জ। অকপট অশ্রুর লহরী
অতরল করি' মোরা রচি' তব বিজয়-তোরণ,
তোমার স্মৃতিরে সেথা পুণ্যলগ্নে করিব বরণ।
শতাব্দীর ইতিকথা কীর্ত্তি তব রাখিবে গাঁথিয়া
জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী মাঝে রত্ন বেদী দিবে উদ্ভাসিয়া।

যাও আজি, হে কবীন্দ্র! মরণের মহার্ণব পারে,
যেখানে অক্ষয়-উষা আলিঙ্গিয়া লইবে তোমারে।
অবনীর রণাঙ্গনে লভিয়া গৌরব-উপায়ন
আলোকের পানে আজি খুলে দাও প্রাণ-বাতায়ন,
আনন্দের মধুবর্ণ চন্দ্রমল্লী করিয়া চয়ন,
পিঙ্গল চিতার ধূমে কর দেব, শান্তিতে শয়ন।

মহা-প্রয়াণে আশুতোষ

জাগিল ঝঞ্ঝা কাল-বৈশাখী, বাংলা অন্ধকার !
নাহি আর সেই স্নেহ-অবতার, পুরুষ বজ্র-সার ;
চরিত্র যাঁর চির-পবিত্র রাখিয়া ন্যায়ের মান,
জন-সমুদ্র মন্থন ক'রে যান্ তিনি চ'লে যান।
ব্যক্তিত্বেরই মহারথে যিনি অপ্রতিহত-গতি,
অদ্ভুত যাঁর মেধা ক্ষুরধার, নাই সে শ্রেষ্ঠ রথী।
কত আশা ক'রে যাঁর মুখ'পরে চেয়ে ছিল সারাদেশ,
হারে অদৃষ্ট ! এল সে শিবের শব-দেহ,—সব শেষ !

ওঠে হাহাকার আকাশের ঐ গম্বুজ বিদারিয়া;
শ্মশানের নীল-পিঙ্গল-জ্বালা ঝলসিয়া দেয় হিয়া !
বৈতরণীর পারের পথিক, গিয়াছ কি সব ভুলে ?
লক্ষ-যুগের-জীবন-ভোলান্ আলোর মোহানা-কূলে
মিলিয়াছে তব চির-বাঞ্ছিত-তীর্থের পথ-রেখা,
একলা-যাওয়ার শেষ-পথে আজি যাত্রা করেছ একা।
পঁহুছে কি সেথা মর্ত্ত্যের ব্যথা, অশ্রুর সুরধুনী ?
চলে যাও গুণী, বিদায়-বিধুর বিলাপের সুর শুনি'।
ছিলে আশুতোষ আশুতোষ সম বরাভয়-হাসি-মুখে,
ছিলে ছাত্রের পরমাত্মীয়, কেঁদেছ তাদের দুখে।

তাদের জ্ঞানের, তাদের ধ্যানের—ধ্রুব আদর্শ তুমি,
তোমার তপের 'আকাশ-প্রদীপে' দীপ্ত আর্য্য-ভূমি।
জননী তোমার ইষ্ট-দেবতা, মায়ের ভক্ত ছেলে,
গরীয়সী যাঁর আশীর্ব্বাণীতে দৈবী-শকতি পেলে।
নির্ম্মল তব বিবেক-বুদ্ধি, মুক্ত তোমার প্রাণ,
মায়ের পূজায় পূজিয়াছ সেই জাগ্রত ভগবান!

হ'য়ে আগুয়ান্, ওড়ালে নিশান সজ্জিত চতুরঙ্গে,
দেশ-লক্ষ্মীর রক্ষা-কবচ ঝল্‌মলে তব অঙ্গে!
সংগ্রামে তব গর্জ্জেনি তোপ,—দেশ-কাল-বিজয়ীর
যশশ্ছটায় ভাস্বর তব অটলোন্নত শির।
ক'রেছিলে তুমি রণ-পণ্ডিত চাণক্য-সম পণ,
ভ্রুক্ষেপে যাঁর হ'ত টলমল্ রাজার সিংহাসন।

কীর্ত্তি তোমার বাংলার এই বিশ্ব-বিদ্যালয়,—
নব-ভারতের গৌরব-চূড়া অবিনাশঅক্ষয়;
বঙ্গবাণীর আরতি-ডঙ্কা বাজালে হেথায় তুমি,
মুখর করিলে মাভৈঃ-মন্ত্রে বিদ্যার পীঠ-ভূমি।
জ্ঞান-রাজ-সূয়-যজ্ঞ-বেদীতে দেব-ঋষিদের সনে,
অর্পিছ আজি পূর্ণ আহুতি সত্যের হুতাশনে।—

তৃপ্ত তোমার আত্মার তৃষা অমৃত-শান্তি-নীরে,
বিরাম লভিছ লোকান্তরের অলকনন্দা-তীরে।
এনেছে বহিয়া এ ভাগ্যহীন তোমার পূজার ডালা,
বাংলার ফুল পদ্ম-বকুল-চাঁপার-সুরভি-ঢালা;
এস বরেণ্য, এস মোর ধ্যানে, লহ অঞ্জলি মোর,
তোমার গুণের অনুকীর্ত্তনে বিগলিত আঁখিলোর!

দেশবন্ধু

হিমগিরি-কোণে দেবদারু-বনে 'পাগ্‌লা ঝোরার' ধারার ন্যায়,
অশ্রু-দরিয়া ঝরিয়া ঝরিয়া মিলিত ভারত ভাসায়ে যায়,
নাহি সে মরমী বাঙালীর কবি—বাণীর পূজারী সে মৃগ-নাভি
জীবন-মৃতেরে অমৃত বিলায়ে মিটায়ে গিয়াছে দেশের দাবী।
ভোগ-মধু-মালা-মালঞ্চ ছাড়ি,' লভি' অন্তর-যামীর বর,
মহামিলনের অভয়-শঙ্খে উদ্বেল যাঁর প্রাণ-সাগর,
ভাগ্যবন্ত সন্তান সেই বিলাসী দুলাল বাংলা-মা'র
নিল সন্ন্যাস, খদ্দর-বাস, কল্যাণ-ধ্রুব-ভূষণ-সার ;
একতায় পূত চরকার সূতো দীক্ষার বীজ-মন্ত্র যাঁর
দেশ যাঁর প্রাণ, জপ-তপ-ধ্যান,—সে দেশবন্ধু নাহিরে আর!

যাঁর মুখপানে তৃষিত নয়ানে চেয়েছে ভারত নির্ণিমেষ,
যাঁর তপোবলে অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়েছে এ মহাদেশ,
এসিয়ার নব বোধন-লগনে, গাহিলেন যিনি সেবার সাম,
শুচি-অশুচির বিচার ছাড়িয়া ঢালিলেন প্রেম মুক্তি-কাম,
সে গিয়াছে চলে' হাজার কাঁদিলে—আর না ফিরিবে সে মহা
পূর্ণ আহুতি সঁপে দিয়ে গেছে, বরণ করিয়া নির্য্যাতন।
অসীম শূন্যে তাকাই মৌনে,—কেন গো অকালে পড়িল বাজ
আব্‌ছায়া-মাখা চন্দ্র-তপন চোখের জলের কুহেলি মাঝ!

চঞ্চল কাল অচল হইয়া জয়-টীকা দিল ললাটে যাঁর ,—
সে আজি নাহিরে, প্রাসাদে-কুটীরে ওঠে হাহাকার দিক্‌বিদার !
নীরব আজি সে বিরাট্‌-কণ্ঠ, লোক-মনে যাঁর সিংহাসন,
নাহি সে ভক্ত, স্বেচ্ছাসেবক—শুনি' বিবেকের অনুশাসন
কর্ম্মেরে যিনি ঈশ্বর মানি' অর্ঘ্য দিলেন সকলি তাঁর,
মণি-কাঞ্চনে লোষ্ট্র-জ্ঞেয়ানে বিতরিয়া মৃৎ-পাত্র-সার,
সর্ব্ব-পাবন ত্যাগের অনলে নির্ম্মল হয়ে যে দান-বীর
দশের শরীরে পূজা পান হেথা—মৃত্যু নাহি সে গৌরবীর।
সত্যসন্ধ-ধর্ম্ম-জীবন সে চিরঞ্জীব নাহিরে আর,
অহিংসা যাঁর কবচ, অজেয় হারায়ে তাঁহারে দেশ আঁধার !
মর্ত্ত্য হইতে অমর্ত্ত্য-পুরে, অনিত্য থেকে নিত্য-লোক,
তিমির হইতে জ্যোতির পুলিনে চলে' গেছে সেই পুণ্যশ্লোক।

*
*

ওরে বাংলার কিশোর-কিশোরী,তোদের এ শোক সহেনা আর,
তোরাই যে তাঁর মমতার ফুল, নয়নের মণি ছিলিরে তাঁর।
তোদেরি বুকের দরদ জুড়াতে করেছেন যিনি অটল পণ,
শাশ্বত যাঁর প্রতিষ্ঠা-বেদী, অন্তরে মধু-বৃন্দাবন,
সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ তর্পণ তাঁর,—হও আগুয়ান অহিংসায়,
তাঁরি বাঞ্ছিত স্বরাজের পথে, প্রণমিয়া দেশ-দেবীর পায়।
সেই এক ঠাঁই ভেদ-জ্ঞান নাই—খ্রীষ্টান হিন্দু-মুসলমান—
চোখের জলের যুক্ত-বেণীতে করগো সকলে মুক্তি-স্নান।
হে ব্যথা-হরণ নিখিল-শরণ, দাও শোকাতুরে শান্তি-জল
মুছাও নয়ন, ঘুচাও বেদনা, দাও সান্ত্বনা, দাও গো বল।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্মশান-পাবকে পূত—রে বিদায়-ব্যথাতুর প্রাণ,
দেহের সীমায় আর পাবি না সে ঋষির সন্ধান।
নাহি সেই আত্মবিৎ, সার-সত্যে প্রবুদ্ধ-অন্তর,
ভারতীর পুরোহিত, তিরোহিত তাপস-প্রবর!

মুক্তি-স্নান শেষে আজি অমৃতের পুত্রগণ সাথে,
মিশেছেন দ্বিজোত্তম গৌরবের ভাস্বর প্রভাতে।
গুমরিছে মর্ম্মতলে, কোথা চলে' গেলে যশোধন?
কেঁদে ওঠে তোমাহারা—তব প্রিয় শান্তি-নিকেতন।

বনের সে পশুপক্ষী, হে ধ্যানী, মিলিত তব পাশ;
অপার সন্তোষে তুমি বিলাইয়া দিতে অন্ন-গ্রাস,
অসঙ্কোচে এসে তারা দিত ধরা তব স্নেহ-ডোরে,
আজি তারা কেঁদে চায়, ফিরে যায় হাহাকার করে'

মায়াজয় করি' আজি মুক্ত তব অপ্রমত্ত-হিয়া
আপোজ্যোতীরসামৃতে অভিষিক্ত ধ্রুব-মধু পিয়া।
অতীন্দ্রিয় সেই লোকে নব রাগে বাজে তব বীণা।
নিয়াছেন পূজা তব বাগ্‌দেবী শ্বেত-পদ্মাসীনা।

নমি তোমা জ্ঞানবৃদ্ধ, মহর্ষির ধন্য বংশধর,
পরমা বিভূতি লাগি' ছিলে জাগি' ভোলা মহেশ্বর

অমিতাভ

নমি অমিতাভ বুদ্ধ-বিভূতি, হে মূর্ত্ত ত্যাগ করুণাময়,
সত্য-সন্ধ বিবেক-দীপকে নিখিল-কুহেলি কর গো ক্ষয়।
কোন্ পশুঘাত-যজ্ঞশালায় খড়্গের তলে লুটালে শির,
উপাড়ি' ফেলিলে যূপদারু-মূল, হরিলে ধরার বলি-রুধির!

বাজালে শঙ্খ রাজ-সন্ন্যাসী, অলকার ভোগে নিলে বিদায়,—
কুমারের আঁখি প্রেয়সীর রাখী ভুলাতে তোমারে পারেনি হায়,-
ফল্গু-বেলায় গহন গুহায় মৌন হাসিটি ধ্যান-মগন,
জটাজূটে তব বার্কল-জেয়ানে নীড় বেঁধেছিল বিহগ-গণ!

নিরঞ্জনার অভিষেক-জলে কবে সারা হ'ল অবগাহন,
আভীরা মেয়ের পরম-অন্নে হ'লে প্রসন্ন ভয়-তারণ।
জীবনের মরু-রৌদ্র জুড়ালে ত্রিতাপ-হরা সে চন্দ্রিকায়,
বিশ্ববোধনী আনন্দ-বাণী মুক্ত অশোক-পূর্ণিমায়।

নমি নির্ব্বাণ-তন্ত্রের ঋষি, তোমার তপের ভর্গ-দীপ
ফলিত 'গৌরী-শঙ্কর'-চূড়ে উজলি' পূরব-অন্তরীপ;
বাজিছে মৈত্রী জয়-জয়ন্তী-পুণ্য পবনে পাবন গীত,
শত মঠে শত হৈম-দেউলে আরতি তোমার বিধাতৃজিৎ।

তিমির-হরণ রসাঞ্জনে গো অকলুষ করি' দাও এ-চোখ,
সপ্ত-দ্বীপার পদ্মবেদীতে দীক্ষা তোমার ধন্য হোক্।
স্বপ্নাহতের তন্দ্রা টুটিলে পলায় স-লাজে অলীক দুখ,—
মায়া-সরসীর মরীচি-পানীয়ে জুড়ায় কি কভু তিয়াষী বুক ?

দুঃখ কখন অ-দুঃখ হয়, দ্বিধা-চঞ্চল কাঁপেনা প্রাণ,
নিবাত-প্রদীপ সম যেন হই, কর ভিক্ষুরে বর-প্রদান !
বাসনার বীজে ভ্রূণরূপে আর কে চাহে হইতে পুনর্জ্জাত
কোথা জ্বালা-মুখী-শিখা নির্ব্বাণ ? দাও জয়ধ্বজা হে মহাতাত

পথে

পথে

কে আজি মোর দোসর হ'বে
পথ-ফুরান'র দেশে ?
রিক্ত করে সঙ্গ নেবে
রৌদ্র-ছায়ার শেষে ;
আমার আঁখির বাষ্প-মেঘে
পুষ্প-শোভা উঠ্‌বে জেগে,
তরল-তর রত্ন-নীহার
গাঁথ্‌বে অনিমেষে।

কে হ'বে মোর মর্ম্ম-দোসর,
মুক্ত বাসর-সাথী ?
এই ভিখারীর ছিন্ন মালা
কে নেবে কর পাতি' !
চাইবে না সে ফাগুন-মাসে
ফুলের হিসাব তরুর পাশে,
কোন্ তারিখে ফুট্‌ল মুকুল
পরাগ-রসে মাতি' !

সব পাহারা পেরিয়ে চলি
যৌবনের এই সাঁঝে,
শুক-তারকা ফুটায় আঁখি
অন্তরেরি মাঝে,—
ভুবনে মোর নাই ভাবনা,
পবন-পথে কি মূর্চ্ছনা !
সকল পাখীর কণ্ঠ-সারঙ্
পঞ্চমেতে বাজে !

বন্দী আজি মন-রসনা
বন্য-মধুর চাকে ;
মন্ত্র ল'ব কুঞ্জবনের
খঞ্জনেরি ডাকে।
উড়্‌তে চাহে চিত্ত-সারস,
পক্ষভারে পক্ষ অলস,
কোন্ অজানায় জপ-সাধনায়
খুঁজ্‌ব দেবতাকে ?

কে আজি মোর দোসর হ'বে
পথ-ফুরান'র দেশে ?
রিক্ত করে সঙ্গ নেবে
রৌদ্র-ছায়ার শেষে !

ভুল

নৌকা যখন ছাড়্‌ল তখন গাঙের জলে
সাঁঝের সোনার মেঘের কণার আলোক ঝলে ;
পিছন পানে চাইনু ফিরে অন্ধকারে—
চন্দ্রকলা ডুব্‌ছে মেঘের সিন্ধুপারে ;
ঝিক্‌মিকিছে জলের স্রোতে তারার ভাতি—
চলেছি আজ এক ঠিকানায় হারিয়ে সাথী।

মাটীর প্রদীপ জ্বল্‌ছে নীরব নায়ের 'পরে
কইছে কথা ঢেউ-এর ফেনা কলস্বরে ;
চপল হাওয়ায় কালো ছায়ায় কূলে কূলে
চলেছি হায় কোন্ মোহানায় মনের ভুলে !
ভাসিয়ে নে যায় একটানাতে তারার দেশে—
শেষ দরিয়ার জোয়ার-ভাঁটার স্বপন-শেষে।

গভীর রাতে ঝড় উঠিল তন্দ্রামাঝে,
প্রলয়-তালে পাগল মেঘের মাদল বাজে ;
নাগ-বালারা এলায় চিকুর জলে স্থলে,
সৌদামিনীর সোনার ফিতায় ঝিলিক ঝলে।
ঘূর্ণিপাকে নদীর বাঁকে ডুবল তরী—
তখনো হাল পরাণ-পণে জড়িয়ে ধরি।

তলিয়ে গেলাম এক পলকে বানের মুখে,
নৌকা গিয়ে টুটল কঠিন শিলার বুকে ;
উঠনু বাঁকা ঢালু পাহাড়-দ্বীপের তটে—
অদূরে কা'র মূর্ত্তি আঁকা তিমির-পটে।
গাছের বাঁকা শিকড় ধরি' গেলাম কাছে—
কে তরুণী শেখর 'পরে দাঁড়িয়ে আছে!

প্রশ্ন তারে শুধাই কত—কয় না কথা,
মুগ্ধ করে' রাখ্‌ল মোরে ধেয়ান-রতা।
সহসা তার বাহুর 'পরে পালক ঝাড়ি'
বস্‌ল এসে অপরূপ এক সোনার সারী ;
ফুটল বুলি পাখীর মুখে ছন্দভরা,
'কইলে কথা পাষাণ হবে নিরুত্তরা।'

হাস্‌ল হাসি মৌনী বধূ, অধর-পুটে
ছয়টি ঋতুর কুসুম-রাশি উঠ্‌ল ফুটে'!
দেখ্‌নু চেয়ে আঁখিতে তার স্বর্গ ভাসে,
শ্বেত গোলাপের মালঞ্চে লাল গোলাপ হাসে।
ফির্‌নু হতাশ, শ্রান্ত চরণ পিছল পথে ;
'এস এস' কে ডাকে ফের পিছন হ'তে ?

নেহারিলাম পাষাণ হ'য়ে যায় সে তনু,
নিক্ষেপিছে কটাক্ষশর ভুরুর ধনু।
ননী-কোমল বক্ষ গেছে মাণিক হ'য়ে
হীরার গুঁড়া পড়ছে ঝরি' কপোল ব'য়ে!
চল্‌তে নারি অচিন্ পথে,—তরুর শাখে
জড়িয়ে বসন বাঁধ্‌নু মোরে শতেক পাকে ;

জাগ্‌নু যখন তাকিয়ে দেখি পায়ের নীচে,
অনেক দূরে সুনীল সাগর উচ্ছ্বসিছে।
ফুলের মত মেঘের ফেনা লাগ্‌ছে গায়ে,
বাঁধা আছি উড়ন্ত এক পাখীর পায়ে।
ভুল করেছি, কোন কুহকে কাল্‌কে রাতে
তন্দ্রাঘোরে বাঁধ্‌নু মোরে শকুন-সাথে ?

চম্‌কে ওঠে বুকের শিরা, যাই গো ভেসে'—
কোথায় কবে ভুল ভাঙিবে যাত্রা-শেষে ?
'থাম' থাম', নাম' নাম' মেঘ-বিহারি'—
সুদূর সুরে ডাক্‌ছে মোরে অকূল বারি।
বক্ষে তাহার লক্ষ যুগের লহর ওঠে—
নিঠুর পাখী আমায় নিয়ে উধাও ছোটে!

পেরিয়ে চলে তুষার-ঢাকা পাষাণ-শ্রেণী,
ঝরা মেঘের ঘোম্‌টাতে কে ঢাক্‌ছে বেণী!
ডাক্‌ছে মোরে শেখরগুলি আকুল সুরে,
ছায়ার কোলে মিলায় ছায়া অনেক দূরে!
কোথায় আলোর ঝর্ণা ঝরে অস্ত-পারে,
আশা-ভয়ের দিগ্‌বলয়ে অশ্রুধারে

সিক্ত করে শুষ্ক অধর তৃষার্ত্তেরা—
নব-জীবন মধুমাসের পুষ্পে-ঘেরা।
দুঃখ তো আর দুঃখ নহে নিরুদ্দেশে,
নবীনতার পুনর্জনম মরণ-শেষে।
আনন্দ গায় মিলন-গীতি পরম-ক্ষণে—
যাত্রা আমার ফুরায় না যে চিরন্তনে।

কি গান শুনি মৃত জনের কণ্ঠ-স্বরে,
কি সুর বাজে গভীর হ'তে গভীর স্তরে !
অতীত তা'র স্মৃতির তারে ঝড়ের মত
আঘাত করে—চলেছি আজ স্বপ্নাহত !
সময়-সাগর ফুরিয়ে যাবে অচিহ্নিতে,
তখন কি মোর কূল মিলিবে ভুল ভাঙিতে ?

নামিয়ে দিয়ে ভাবের বোঝা শেষ বেলাতে,
আকাশ ধরা আলিঙ্গনে—মূর্চ্ছনাতে—
নিখিল আমার ঝঙ্কারিবে ঐক্যতানে,
গান থামিবে অগাধ ঢেউ-এ আলোর ধ্যানে

স্বপ্নলোকে

হেথায় তা'রা নাইতে নামে
ভাসিয়ে তরী জ্যো'স্নামাঝে,
গিরি-দরীর মুক্তাধারা
নীরব রাতে উচ্চে বাজে।
লুটায় তাদের বসন-ঝালর
ধূসর পাষাণ-সীঁথির তটে—
অস্ফুট ভাষে পথের পাশে
ফুলেরা সব শিউরে ওঠে।

তাঁদের চুলের ফুলের বাসে
গন্ধ হারায় গোলাপ-বেলা—
কে অপ্সরী সারঙ্ বাজায়,
কি অপরূপ সুরের খেলা!
নিদাঘ-রাতে রাখাল-ছেলে
চাঁদের আলোয় ঘুমিয়ে প'লে
স্বপ্নে শোনে নূপুর তাদের
গুঞ্জরিছে গিরির কোলে;

তন্দ্রা ভেঙে দেখে তাদের—
দূর আকাশে মিলিয়ে যায়,
পাখায় ঝরে সোণার রেণু
জ্যো'স্না মাখা মেঘের গায়।

মোহিনী

দূরের গিরি কাছে দেখায়
ঝাপ্‌সা কুয়াশাতে,
ইঙ্গিতে সে ডাক্‌ল মোরে,
চলিনু তার সাথে ;
এগিয়ে দিল ফুলের তোড়া,
গরল-ভরা-ঘ্রাণ,
তুলে' নিল কুহক-রথে
মূর্চ্ছাহত প্রাণ।

অদূরে কোন্ ভূধর-বীণার
নির্ঝরিণীর তারে,
নির্জ্জনতার কি সুর বাজে
গভীর গুহার পারে
মেঘ-সাগরে জোয়ার এল
ঘূর্ণি হাওয়ায় ভেসে,
ছায়ার চেয়ে কোমল আলো
লুকায় সেথা এসে।

হাজার তারায় খচিত তার
তুষার-কাঁচলিতে
পথ হারালো জ্যোৎস্না-কণা
অকূল-অচিহ্নিতে,—
কর্ণে এসে পৌঁছিল সে,
সুপ্ত লোকান্তরে,
উঠ্‌ছে মৃদু-গভীর বাণী,
ডাক্‌ছে সুদূর স্বরে ;

অস্ত গেল ধরার ছবি,
ডুব্‌ল চন্দ্রকর,
লিখ্‌ল ঊষা স্বর্ণ-লিপি,
রহস্য-অক্ষর ।
এম্‌নি কি এক তন্দ্রা-ঘোরে
বন্দী করে' হায়,
কে আমারে অস্ত-পারে
ভুলিয়ে নিয়ে যায় !

সীমার পরে জাগ্‌ছে সীমা !
এলিয়ে প'ল প্রাণ,—
রথের চাকায়, বাণের পাখায়
হাওয়ায় জাগে তান।
জীবন এসে গুঞ্জরিল
আমার কাণে কাণে—
'কোথায় যাবে কোন্ প্রবাসে
আশার অবসানে ?'

দেউলে ওই ঘণ্টা বাজে
অরুণ-আরতির,
মধুমাসের পুষ্প-বেদী
ফুল্ল প্রকৃতির,
চামেলি-যূঁই-মল্লী-বেলায়
পূর্ণ বরণ-ডালা,
তোমার লাগি' গেঁথেছি এই
অভিষেকের মালা।

ভ্রূকুঞ্চিল মরণ-বধূ—
রইনু নিরুত্তর,
অর্পিল মোর শিথিল শিরে
তৃপ্তি-শীতল কর।
আবৃত এই বক্ষ-দোলায়
স্পন্দন হ'ল সুরু ;
এগিয়ে এল রুদ্ধ অধর,
স্বপন-মাখা ভুরু,—

যাদুকরীর ফুলের তোড়া
মন্দ-বিষে ভরা,
বশীকরণ-মন্ত্র-গীতি
সর্বদুখহরা।

ঢেউ

উঠ্‌তি-বেলা পড়্‌তি-বেলা খেল্‌ছে খেলা দুই পাখায়,
কাজের খেলা—নেইকো সুরু-শেষ।
আঁক্‌ছি ছবি আকুল প্রাণে বুলিয়ে তুলি ভুল-রেখায়,
আলো-ছায়ার আব্‌ছা-অনির্দ্দেশ,
অন্ধকারে ধাক্কা দিয়ে দ্বারের আগল খুল্‌ছে কে ?
যায় পুরাতন নতুন উষায় মরা-সোনার দাগ রেখে।

হরিদ্বারে গঙ্গাসাগর উথ্‌লে ওঠে জান্‌ত কে ?
ডুব দিয়ে আজ দেখ্‌ছি সুদূর-দূর।
লুকিয়ে-দেখে' লুকিয়ে-শুনে' আমায় কেন যায় ডেকে'
মৃত্যু-জীবন-সমান-করা সুর ?
চল্‌ছি পথে—নতুন বাঁকে ঘোরালো বন অন্ধকার,
এ কি গহন জীবন-কুহক, কতটুকুন্ সত্য তার !

পথ দেখিয়ে যায় রে নিয়ে একটি তারা অস্তমান,
বিদায়-করুণ দীর্ঘশ্বাসের রেশ ;
ঘুম-কুহেলির মধ্য দিয়ে চাঁদের ফালি দেখ্‌ছি ম্লান,
উজল করে দিগন্তরের দেশ।
চোখের জলের যুঁই-চামেলি এমন করে' ঝরায় কে ?
পারের বাসর-বরণ-মালা আমার গলায় পরায় কে ?

দুঃখ-মিলন-দোলক দোলে, উতল গতি-ছন্দ-তাল,
অনন্তেরি প্রান্ত দু'টির মাঝে,
মাপ-কাঠিতে বারেবারে স্পর্শে তারে অবাধ কাল,—
সেই পরশে অমৃত-রাগ বাজে।
শুক্‌নো বোঁটায় ফোটায় কলি পুরানো সেই রস নূতন,
রূপ ধরে সেই সারা যুগের চির-অচিন্‌ চিরন্তন।

অর্ঘ্য

আমার প্রাণের আধেক মাধুরী
উদাসে ঢাকিয়া রাখিয়াছি,
আধেক কান্ত-কনক শিখায়
তোমার মহিমা মাখিয়াছি।
পূর্ণিমা-রাতে চকোরী জাগিলে,
মেঘের প্রান্তে জ্যোৎস্না লাগিলে
অশ্রু-উজল ঊর্দ্ধনেত্রে
তোমারে বন্ধু ডাকিয়াছি।
নিথর নিশীথে নিভৃত কক্ষে
ধূলায় পড়িয়া কাঁদিয়াছি।

আজ বৃথা বায়ু চাঁপার গন্ধ,
চামেলি-পরাগ হরিয়াছে,
আজ বৃথা মুক বকুল-কুঞ্জ
মালতীর মালা পরিয়াছে;
বৃথা কাঁদে দূরে লোহিত রোহিণী,
বৃথায় বাঁশরী গাহিছে সোহিনী—
আজিকে বেজেছে প্রাণের সারঙ্
পাগলে পাগল করিয়াছে।

হে বঁধু, তোমারি বীজমন্ত্র
উষর উরসে রোপিনু গো,
হে নিখিল-বিভু, তোমার নামটি
নিখিলেরই নামে জপিনু গো ;
অঞ্জলি দিনু বিষাদ-প্রসাদ,
বিকাশ' আমাতে তোমার যা সাধ—
তোমারি আলোক-ভরা এই চোখ
তোমারি চরণে স'পিনু গো।

এস আজ এস, এই বসন্তে
তব আবাহন-মন্ত্র নাই,
নির্ম্মলা ঐ রাত্রি-রূপসী,
জোৎস্নার আদি-অন্ত নাই ;
কেন রহ দেব ধ্যান-ধারণায়,
কেন রহ প্রভু পূজা-পারণায়
মূর্ত্তি ধরিয়া এস মর্ত্ত্যের
অযুত অশ্রু-সান্ত্বনায়।

বালুকায়

নদীতীরে একা
বালুকা গণিতে গণিতে,
চমকিনু আমি
তোমারি চরণ-ধ্বনিতে ।
শীর্ণ জানুতে
শ্রান্ত ললাট রাখিয়া,
ঘুমায়ে পড়েছি
তোমারে ডাকিয়া—ডাকিয়া !

কত পরীক্ষা,
কত প্রতীক্ষা সহিয়া,
শতযুগ আঁখি
রয়েছে শুষ্ক হইয়া,
ধূসর মরুতে
চলিয়াছি আশা আঁকিয়া,
বালুকায় লেখা
বালুকায় যায় ঢাকিয়া ।

ছায়া

চন্দ্রকিরণ লুকায় তখন
গাছের পাতার ফাঁকে,
ফাগুন মাসের উতল বাতাস
আথিবিথি খোঁজে কা'কে-
মুক্ত চিকুর-ভারে,
কুঞ্চিত জলধারে
অঞ্চল তা'র ঝাঁপায়ে পড়েছে
নীল তটিনীর বাঁকে !

আজীবন তা'রে সেবিয়া আসিনু
ভুলিয়া সকল কাজ,
বাঁশরীর সুরে মজিয়া রহিনু,
ধরিনু পাগল-সাজ,—
শুভ্র ফাগুন রাতি,—
মলয় উঠিল মাতি'
দুয়ারে আমার মাধবী-মুকুল
ঢাকিল সকল লাজ।

জীবন লইয়া কি খেলা খেলিনু,
কি ভাবিল সখী মোর,
অলক-বিজুলী ধূলায় ঢাকিয়া
ভরিল সে মোর ক্রোড়—
শান্ত-গভীর আঁখি
করুণ কান্তি মাখি'
কি কহিত মোরে নীরব ভাষায়
জড়ায়ে পুষ্প-ডোর !

*

বৈশাখী-চাঁপা-নগ্ন অঙ্গ
কুটিত ফুলের সনে,
আকাশের পানে চাহিত কিশোরী,
ভাবিত কি আনমনে ;
দেখিতাম চেয়ে চেয়ে
কোলে তা'র সোণা মেয়ে—
সুদূর হইতে বংশী বাজিত
সন্ধ্যার সমীরণে ।

সুখের কুঞ্জ ভাঙিয়া গিয়াছে,
শূন্য সাজান' ঘর,
চুরি গেছে মোর বুকের মাণিক
জ্যোৎস্না-ডোবার পর—
কি ভুলে ভুলিব আর,
তরুমূলে বার বার
শুনি এসে তা'র মঞ্জু সেতার,
মঞ্জীর-মন্থর !

শেষ

কারা যেন আসে সরে'
অশ্রুকণা বিদ্ধ করে'
চোখে পড়ে মুখের 'আদল';
নিবন্ত চাঁদের ফালি,
গলে' পড়ে জ্যোৎস্না-কালি,
প্রহরেরা ছায়ায় পাগল।

আজিকে ভিতর মোর
ছেয়েছে বিষের ঘোর,
বাহিরের মেলা ভাঙিয়াছে,
ওই বাহিরের সাড়া
হ'য়ে গেছে আমা-ছাড়া,
চোখের জলের ঘষা কাচে।

পূর্ণিমার কোন্ পারে
ডাকে যেন কে আমারে,—
লুপ্ত অজগর-রাত্রি-রূপ;
মৃত্যু সে চুম্‌কি-প্রায়
ঝিকিমিকি' নিবে যায়,—
প্রশ্ন করে নক্ষত্র নিশ্চুপ।

আজ শুধু মনে হয়,
মানবের এ হৃদয়
        বাজায় গো কোন্ যাদুকর ?
সুরে সুরে মিলাইয়া,
ঝঙ্কারিয়া, উছলিয়া,
        উদ্বেলিয়া যুগ-যুগান্তর !

শান্তি

মনের মাঝে নূপুর বাজে
জীবন-মরণ গুঞ্জরি'
ঝরে গো যাঁর চরণ-তলে
প্রেম-পারিজাত-মঞ্জরী ;

কবিতা যাঁর মন্ত্র জপে
দিন-যামিনীর ছন্দে গো,
ধরণী যাঁর জ্যোতির সরোজ
ধেয়ায় মহানন্দে গো।

নরনারীর প্রাণ-অরণি
জ্বালায় গো যাঁর যজ্ঞানল,
সেই অরূপের চরণতলে
লুটিয়ে দিলাম ললাট-তল।

রাজার রাজা, স্বামীর স্বামী,
ব্রজের বিনোদ-চন্দ্র হে,
বাজাও মম জীবন-বেণু,
জাগাও মধুর মন্ত্র হে !

ডাক্‌ত তোমায় মধুর নামে
সারিকা-শুক-চন্দনা,
কি মন্ত্রে আজ কোন্ বাণীতে
কর্‌ব তোমায় বন্দনা!

মিশিয়ে সমর-তূরীর ধ্বনি
সিন্ধু-সলিল-কল্লোলে,
কর্‌লে আঘাত রক্ষোনাথের
স্বর্ণপুরীর অর্গলে।

বুদ্ধরূপে বলির যূপে
কণ্ঠ-সমর্পণ-তরে,
ব্যাকুল হ'লে জীবের দুখে,
অশ্রু ঝরে অন্তরে।

সফল-তপা মহান্ প্রেমের
'সুধর্ম্ম'-রথ-নির্ম্মাণে,
লুটিয়ে দিয়ে সুখের মুকুট
তৃপ্ত পরি-নির্ব্বাণে।

পূর্ণ তুমি, অংশ তুমি,
আকার-বিহীন, সাকার হে!
খর্ব্ব কর দর্প মোহ,
সর্ব্ব মনোবিকার হে।—

কোন্ পটে আজ রঙ্ ফলাবে
চিত্ত-চিত্রকর মম ?
দাও হে বঁধু, বর্ণ-মধু,
বিরাট্-পুরুষ, সত্তম।

বাঁধের গায়ে ঘর বেঁধেছি,
কখন ভাঙে তাই ভাবি,—
গচ্ছিত এই রত্ন-ধনে
এক নিমেষের নাই দাবি !

কোথায় রবির অস্ত নাহি,
মর্ত্ত্য র'বে পশ্চাতে,—
এই বালুকায়, তপ্ত বেলায়,
ছুটব না আর তৃষ্ণাতে !

টল্‌ব নাকো ঝঞ্ঝা-ঝড়ে,
দুঃখ-শোকের খর্পরে,
তুল্‌ব ললাট তোমার বলে
সকল বাধা জয় করে' !

ধর্ম্ম তুমি, শর্ম্ম তুমি,
নিখিল তব নর্ম্ম নাথ,
আজ তোমারে ডাকছি প্রভু,
আজ কি আমার সুপ্রভাত !

মথ্‌বে না আর অন্তঃ-সাগর
    হিংসা-দ্বেষের মন্দরে,
উথ্‌লে ওঠে শান্তি-সুধা
    গভীর নীরব-কন্দরে।

মনের মাঝে নূপুর বাজে,
    জীবন-মরণ গুঞ্জরি'
ঝরে তোমার চরণতলে
    প্রেম-পারিজাত-মঞ্জরী!

নরনারীর প্রাণ-অরণি
    জ্বালায় তোমার যজ্ঞানল,
আজ্‌কে তোমার চরণ-তলে
    লুটিয়ে দিলাম ললাটতল।